উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৬,২৯৩.৬০ (-১০১৮.২০)
নিফটি : ২৩,০৭১.৮০ (-৩০৯.৮০)

সাজ্জাকের এনকাউন্টারে প্রশ্নে পুলিশ
পাঞ্জিপাড়া কাণ্ডে মৃত সাজ্জাকের এনকাউন্টারের ঘটনায় অনুসন্ধান চালিয়ে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। » ৮

উদ্ধার অপহৃত দুই ছাত্রী
চলতি বছর দুটি পৃথক ঘটনায় অপহৃত হতে হয়েছিল পতিরামের দশমের দুই নাবালিকাকে। অবশেষে দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠানো হয়েছে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৪°	২৮°	১৪°	২৭°	১৩°	২৭°	১২°

গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজিই সমস্যা, অভিযোগ জাহিরের » ১১

২৯ মাঘ ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 12 February 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 264

মুখোশের আড়ালে

মুখা নিয়ে খেলার ছলে। মঙ্গলবার কুশমণ্ডিতে। - অভিজিৎ সরকার

ফের পুরো বিদ্যুৎ চেয়ে ঢাকার বার্তা আদানিদের

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যতই বৈরিতা তৈরি হোক, স্বার্থ সুরক্ষায় পিছু হটতে রাজি নয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে গত তিন মাসের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশকে উৎপাদন সক্ষমতার অর্ধেক বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থা আদানি পাওয়ার। আসন্ন গরমের মরশুমে চাহিদা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে এবার আদানির তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আর্জি জানিয়েছে ইউনূসের সরকার। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায় আদানি গোষ্ঠীর ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। দুটি ইউনিটে ৮০০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বকেয়া না মেটানোয় নভেম্বর থেকে একটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ বন্ধ করে দেয় আদানি গোষ্ঠী।

তাছাড়া শীতের মরশুম বলে চাহিদা কম থাকায় আদানি গোষ্ঠীর থেকে অর্ধেক বিদ্যুৎ কিনত বাংলাদেশ। সম্প্রতি আদানি গোষ্ঠীকে পুনরায় ১ হাজার ৬০০ ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে হাসিনা সরকারের একটি চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আদানি। ঝাড়খণ্ডের ওই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যই ব্যবহৃত হয়। গত ডিসেম্বরে আদানি গোষ্ঠীর একটি সূত্র জানিয়েছিল, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিপিডিবি-র থেকে আদানিদের বকেয়ার পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রায় ৭৮০৭ কোটি টাকা। কিন্তু বিপিডিবি-র তরফে দাবি করা হয়েছিল, ৫৬৩৮ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। সেই কারণে ৩১ অক্টোবর থেকে আদানিদের বিদ্যুৎ অর্ধেক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ফলে গোড্ডা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি ইউনিটই চালু রেখেছিল আদানি গোষ্ঠী। বিপিডিবি জানিয়েছে, তারা বকেয়া টাকা মেটাতে প্রতি মাসে ৭৩৭ কোটি টাকা করে দিচ্ছে আদানি গোষ্ঠীকে। আগামী কিস্তিগুলিতে বকেয়া টাকা মেটানোর চেষ্টা চলছে। এই অবস্থায় গোড্ডার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটও চালু করার আবেদন জানানো হয়েছে আদানিদের। হাসিনা সরকারের সঙ্গে ওই চুক্তি অনুযায়ী ২৫ বছর ধরে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কথা আদানি গোষ্ঠীর। উলটে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

মোশারফ শরণে অন্য বিধায়করা

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১১ ফেব্রুয়ারি : মোশারফ হুসেনের জনসংযোগ কর্মসূচিকে মডেল করার জন্য সোমবার সমস্ত বিধায়ক ও মন্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে ইটাহারের বিধায়কের। বিধানসভার পরিষদীয় দলের বৈঠকে দলনেত্রীর বার্তা পাওয়ার পরেই মোশারফের শরণাপন্ন হয়েছেন দলের বাকি বিধায়করা।

মডেল হওয়ার সাতকাহন

- একেকদিন একেকটি অঞ্চলে মিটিং
- সন্ধ্যায় কারও বাড়ির উঠোনে বা কোনও প্রশস্ত জায়গায় মাটিতে বসে কর্মীদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা
- গত পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তথ্য সহকারে আলোচনা। কোথাও দলের কমজোরি থাকলে তা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বাতলে দিচ্ছেন
- এলাকায় কী কী সমস্যা ও উন্নয়নমূলক কাজ দরকার তা লিপিবদ্ধ করছেন
- লবিবাজি বন্ধ করে ও সম্প্রীতি বজায় রেখে বিজেপি সহ বিরোধী সব দলের বিরুদ্ধে প্রচারে জোর
- মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পকে আরও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার বার্তা দিচ্ছেন
- সোশ্যাল মিডিয়াকে আরও বেশি করে কাজে লাগানোর বার্তা। বিধায়ক নিজেও দক্ষ কয়েকজন তরুণকে নিয়ে টিম তৈরি করেছেন

তাঁর ওই কর্মসূচি ও সংগঠন পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দলের বহু বিধায়ক মোশারফের দ্বারস্থ হতে শুরু করেছেন বলে সূত্রের খবর। শুধু তা-ই নয়, অনেক বিধায়ক তাঁর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে জনসংযোগ ও সংগঠন পরিচালন পদ্ধতি হাতেকলমে বুঝিয়ে আসার জন্যও মোশারফের কাছে আবদার করেছেন। মোশারফ নিজেও দিদিমণির নির্দেশ পাওয়া ফার্স্ট বয়ের মতো ক্লাসের ব্যাক বেঞ্চার পড়ুয়াদের পড়া বোঝাতে রাজি হয়ে গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকটি জেলায় গিয়ে 'পার্টি ক্লাস' নেবেন বলে কথাও দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে মোশারফ বলেন, 'দিদির নির্দেশ পাওয়ার পর অধিকাংশ বিধায়ক আমার সঙ্গে দেখা করে, কেউ ফোন মারফত যোগাযোগ করেছেন। তাঁদেরকে আমার সংগঠন পরিচালন পদ্ধতি ও জনসংযোগ কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছি। অনেকে আবার তাঁদের বিধানসভা এলাকায় গিয়ে বিষয়টি হাতেকলমে বুঝিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি কয়েকটি জেলায় যাব বলে জানিয়েছি।'

এর ফলে তো ব্যস্ততা বাড়ল। নিজের কেন্দ্রে সমস্যা হবে না ? ইটাহারের বিধায়কের জবাব, নিজের কেন্দ্রে তো সময় দিতে হবেই। তবে তারই ফাঁকে সময় বের করে দিদির নির্দেশ মতো কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে ওই কর্মসূচি রূপায়ণ করার চেষ্টা করব। মোশারফ বলেন, 'প্রাপ্তি এটাই যে দিদি আমার এই কর্মসূচিকে মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।'

স্বীকৃতি আরও আছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, সেদিনের বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দলের সংখ্যালঘু সংগঠনের ব্যাপারে মোশারফ *এরপর আটের পাতায়*

সামাজিক প্রকল্প ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির আভাস

স্বরূপ বিশ্বাস ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বিকেলে বিধানসভায় এবারের রাজ্য বাজেট পেশ করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তার আগে মঙ্গলবার দফায় দফায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এই বাজেটে কী চমক থাকে, আপাতত সেদিকেই নজর সকলের। সামাজিক প্রকল্পে যে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে, তা আগেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে

আজ রাজ্য বাজেট

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করছেন অনেকেই। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার পরিমাণ ৫৩ শতাংশ। সেখানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এখন ১৪ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা পান। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা আন্দোলনেও নেমেছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কিছুটা সন্তুষ্ট করতে বকেয়া মহার্ঘভাতার এক কিস্তি দেওয়া হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এবারের বাজেট যে জনমুখী হবে, তা মঙ্গলবারই ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যের *এরপর আটের পাতায়*

মোবাইল নিয়ে দুই ভাইয়ে বিবাদে

গলায় ফাঁস নাবালকের

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি : মোবাইল নিয়ে দুই নাবালক ভাইয়ের মধ্যে গণ্ডগোল। কার্টুনে মগ্ন ছিল ভাই। তার কাছ থেকে আচমকা, মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় দাদা। সেই অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল ১২ বছরের নাবালক। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদ থানার কিসমত সিমলা গ্রামে। ক্রমাগত এমন ঘটনা বাড়ায় চিন্তিত শিক্ষক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা।

মঙ্গলবার বিকেলে ওই নাবালকের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। মৃত নাবালকের নাম সুধন বর্মন (১২)। এদিন হাসপাতাল ক্যাম্পাসে মৃত নাবালকের বাবা শৈলেন বর্মন বলেন, 'আমার দুই ছেলে রয়েছে। একজনের বয়স ১২ বছর অপরজনের ১৪ বছর। পড়াশোনা ঠিকঠাক না করায়, দুজনেই চায়ের দোকানের কর্মচারীর কাজ করে। গতকাল রাতে বড় ছেলের মোবাইলে ছোট ছেলে কার্টুন দেখছিল। বড় ছেলে মোবাইলটি কেড়ে নেওয়ায় অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে সুধন।'

ছেলের মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ মা নয়ন বর্মন। নাবালক বয়ঃসন্ধিকালে বা কিশোর বয়সে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধিতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৭২ জন নাবালক ও নাবালিকা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। তাও আবার সামান্য কারণে। মোবাইল কিনে না দেওয়া, পড়ার জন্য বকুনি, বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া, টিভিতে কার্টুন দেখা নিয়ে

> গতকাল রাতে বড় ছেলের মোবাইলে ছোট ছেলে কার্টুন দেখছিল। বড় ছেলে মোবাইলটি কেড়ে নেওয়ায় অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে সুধন।
>
> **শৈলেন বর্মন**
> মৃত নাবালকের বাবা

দুই ভাই-বোনের গণ্ডগোল, কেউ আবার মোবাইলের ইউটিউব দেখে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে গলায় ফাঁস, এই ধরনের একাধিক ঘটনা রয়েছে।

চিন্তিত অভিভাবক থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এমনকি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরাও। পরিস্থিতি দেখেশুনে স্কুল-কলেজে অবসাদগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের *এরপর আটের পাতায়*

মূক-ভালোবাসাবাসীর এক যুগ পার

সুভাষ বর্মন

ভালোবাসার গল্প

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ পলাশবাড়ির এক অন্য কাহিনী

পলাশবাড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মুখে কথা নেই, কানে সাড়া নেই। পদে পদে বাধার জীবনে একদিন হঠাৎই দুজনের চোখে চোখ। আর তারপরই জীবনবদল। ভালোবাসা যেন এক লহমাতেই সেদিন সবকিছু বদলে দিল। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির মানস ভট্টাচার্য ও অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ের রত্না সরকার আজকাল খুবই সুখী দম্পতি। প্রায় এক যুগ পূর্ণ হতে চলা তাঁদের দাম্পত্য জীবন সবাইকে ইতিবাচকভাবে বাঁচার রসদ জোগাচ্ছে।

পলাশবাড়ির বিধানপল্লির মানস ওরফে মানু জন্মসূত্রে মূক ও বধির।

বন্ধন।। দুই মেয়েকে নিয়ে মানস ও রত্না। পলাশবাড়িতে।

উদ্বিগ্ন বাবা-মা তাঁকে বহরমপুরের মূক ও বধিরদের এক স্কুলে পড়ান। সেখান থেকে মাধ্যমিক পাশ। তারপর চাকরির চেষ্টা। কিন্তু বিধি বাম। সরকারি চাকরি জোটেনি। মানু পরবর্তীতে বিশেষভাবে সক্ষমদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ২০১২ সাল। সেই বছর সেই সংগঠনের শিলিগুড়িতে এক সম্মেলন ছিল। অন্যান্য রাজ্যের বিশেষভাবে সক্ষমরাও সেই সম্মেলনে শামিল হয়েছিলেন। *এরপর আটের পাতায়*

আমার উত্তরবঙ্গ

আজ টিভিতে

মিত্তির বাড়িতে এল ভালোবাসার মরশুম।
মিত্তির বাড়ি রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ যুগাবতার লোকনাথ, ১০.০০ দাদার আদেশ, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.৩০ শিবাজি, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু, ১.০০ ছোটদের ছবি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বিরোধ, বিকেল ৩.০০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৫.০০ বাবা তারকনাথ, রাত ৯.৩০ দোলনচাঁপা, ১২.০০ থানা থেকে আসছি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কিশমিশ, বিকেল ৪.১৫ দেবী, সন্ধে ৭.৩০ হারজিত, রাত ১০.১৫ অরুন্ধতী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শিল্পান্তর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

জি সিনেমা : বেলা ১১.০১ স্যামি-টু, দুপুর ১.৫৫ সিম্বা, বিকেল ৫.০৯ শূরবীর, সন্ধে ৭.৫৫ ক্র্যাক, রাত ১০.৪১ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু

অ্যান্ড পিকচার্স :সকাল ১০.৩০ জানোয়ার, দুপুর ১.৫৫ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৪৮ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.২২ ধমাল

সোনি ম্যাক্স এইচডি : দুপুর ১.১৫ ফিরঙ্গি, বিকেল ৪.১৫ প্যায়ার কিয়া নেহি জাতা, রাত ৯.৪৫ বাধভা রাসকেল

সোনি পিক্স : দুপুর ১.০৩ এজ অফ টুমরো, ২.৫৯ দ্য রেইড-টু, সন্ধে ৬.৪৭ জুমানজি-ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, রাত ৯.০০ লন্ডন হ্যাজ ফলেন, রাত ১০.৪৬ ইনফিনিট স্ট্রর্ম

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫০ ইনটু দ্য ব্লু, বিকেল ৩.৩৫ লোগান, ৫.৪৫ আইস এজ, সন্ধে ৭.০০ নাইট অ্যান্ড ডে, রাত ৮.৪৫ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ, ১০.৫০ অ্যানাকোন্ডা

হারজিৎ সন্ধে ৭.৩০
জলসা মুভিজ

মিশন মজনু রাত ৯.০০
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

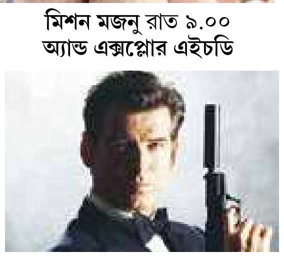

দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ
রাত ৮.৪৫ মুভিজ নাউ

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে অনুপমার প্রেম
সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

W.B.C.A.D.C
SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST. DARJEELING
E-Tender Notice No. 12/2024-25 dt. 10.02.2025

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for Supply of Floating Fish Feed at Satvaiya Farm of WBCADC Siliguri-Naxalbari Project under RKVY Programme.
Quantity : 9.16 MT.
The intending tenderers/Agencies are requested to inspect the website **www.wb.tenders gov.in** before quoting their rates from 12/02/2025

Sd/-
Officer-In-Charge, Ph : 0353-2571404

ARMY PUBLIC SCHOOL BINNAGURI
SELECTION OF TEACHERS & STAFF
(LOCAL SCREENING BOARD (LSB)

Army Public School Binnaguri requires **PGTs** (Psychology, Physical Education, Mathematics), **TGTs** (Science, Mathematics, Hindi & Counselor), **PRTs, Special Educator, PET(Physical Education), Band Master (Pipe Band), Skill Development Teacher (Cert in AI, Coding etc), Receptionist, Martial Arts: Karate/ Taekwondo etc (Part Time), Swimming Coach(Part Time) and PGT (Biology against lien vacancy)** on an Adhoc / Contractual basis.

Candidates must send filled-up Application Form alongwith a non-refundable DD (in favour of Army Public School Binnaguri, payable at SBI Binnaguri Cantt) for Rs. 250/- (DD from SBI only) is required to be submitted to the Principal, APS Binnaguri P.O. Binnaguri Cantt, Dist Jalpaiguri -735232 by 03 Mar 2025. Application Form is available in the School Website. For Qualitative Requirement & other details, candidates are requested to visit our school website **www.apsbinnaguri.org** Shortlisted candidates will be called for interview.

For further details please Contact- **03563-259446** /
E-mail: **apsbng.vacancy@gmail.com**.

BPM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
P.O- K. K. BARI, COOCHBEHAR
WALK – IN – INTERVIEW

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar invites eligible candidates to appear for a walk-in-interview in the Vidyalaya premises on **20-02-2025 for PGTs (Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Mathematics, Hindi and English) and TGTs (Sanskrit, English, Social Studies, Mathematics, Science, Computer Instructor) & 21-02-2025 for PRTs, Balvatika Teacher, Games Coach, Dance Coach, Counselor, Special Educator and Nurse** at 08.30 AM to prepare a panel of teachers to fill up vacancies on purely contractual basis for the Session 2025-26 as per schedule and visit https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in/ for more details, eligibility and Bio-data form. Filled in Bio-data form with photocopies of all testimonials are to be submitted at the time of registration on the date of interview.

Principal

ট্রেনে কাটা পড়ে তরুণের মৃত্যু

কালিয়াগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সকালে এক মর্মান্তিক দূর্ঘটনার সাক্ষী রইল কালিয়াগঞ্জ। বেলা পৌনে ১১টা নাগাদ শিলিগুড়ি-রাধিকাপুর ডেমু কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশন ছেড়ে রাধিকাপুর অভিমুখে যেতেই চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়ল এক তরতাজা তরুণ। ঘটনাটি ঘটে কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশন ও সুকান্ত মোড় সংলগ্ন রেল গুমটির মধ্যবর্তী এলাকায়।

দিনকয়েক আগে কলেজের প্রাক্তন প্রেমিকার অন্তরঙ্গ ছবি ভাইরাল করার হুমকিতে প্রেমিক ও তাঁর বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিল এক কলেজ ছাত্রী। ওই প্রেমিকের দাদা হলেন এই মৃত তরুণ। মৃতের বাড়ির এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর অনুযায়ী, ভাইয়ের এমন কুকীর্তির সাথে বাবা ও মায়ের নামে থানায় অভিযোগ হতেই অবসাদে ভুগতে শুরু করেন এই তরুণ। বন্ধ করে দেন কথাবার্তা। শেষে সম্মানহানির চাপ সহ্য করতে না পারার জেরে নিজের জীবন শেষ করে দিল ওই তরুণ।'

রেল পুলিশের এসআই অজিত পোদ্দার জানালেন, 'মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নামা হয়েছে।'

কাটিহারে ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল_এসপিওআরটিএস_২৯_২৪-২৫, তারিখ : ০৭-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ইএল_এসপিওআরটিএস_২৯_২৪-২৫, কাজের নাম : কাটিহারে : কাটিহারে ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন করা। টেন্ডার মূল্য: ২০,৫৪,০৩২.১ টাকা; বায়নার অর্থ: ৪১,১০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ডাংতল পাওয়ার হাউসে ২টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৪-২৫; তারিখ : ০৭-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনে- বিজি-III সেকশনে ডাংতল পাওয়ার হাউসে ২টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন এবং এলটি/এইচটি ওএইচ এবং সাব-স্টেশনগুলির পুনঃশক্তিবৃদ্ধি। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ২,০৯,১৬,৪৫৭.৮২/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৫৪,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৩-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিইই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিয়ে মানুষের সেবায়

e-Tenders

e-tenders are invited for:
Minor Repair & Renovation for the construction of NRC at Kalimpong District Hospital, GTA (Tender ID : 2025_HFW_814510_1) (Last Date: 18.02.2025) within 05:00 PM. For details visit: www.wbtenders.gov.in. The CMOH Office, Kalimpong, Email: cmohkalimpong1@gmail.com

Sd/-
CMOH &member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong.

पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय रायगंज बिएसएफ गोविन्दपुर
PM SHRI Kendriya Vidyalaya Raiganj (BSF) Govindpur

NOTICE- WALK IN INTERVIEW

Interview will be conducted at PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA RAIGANJ BSF GOVINDPUR, for preparation of panel of teachers/ coaches etc. purely on part time contractual basis for the session 2025-26. Details of Date, Time & Posts are given below:-

Date	Subject	Venue & Time of Interview
18.02.2025 (Tuesday)	**PGT-** English, Hindi, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science **TGT-** Science, Social Science, Sanskrit, Mathematics and English **Primary Teachers** **Miscellaneous Posts:** Computer Instructor, Yoga Instructor, Music Coach, Special Educator and Nurse.	PM SHRI Kendriya Vidyalaya Raiganj, BSF Govindpur P.O : Mirual, Distt: Uttar Dinajpur, West Bengal, PIN : 733130

Details of qualification, criteria, application form etc. are available on https://govindpurbsf.kvs.ac.in. The eligible candidates willing to appear for the interview are requested to register by filling Registration form and report to the Vidyalaya for interview on the stipulated date at 8:00 A.M. along with all original documents and a set of Photo copy of the same. Reporting time at venue: by 8.00 A.M. on 18.02.2025 (TUESDAY). Interview may be cancelled or rescheduled due to any inevitable reason only. Please visit the official website of PM SHRI KV RAIGANJ BSF GOVINDPUR regularly for further update.

PRINCIPAL
PM SHRI KV RAIGANJ BSF GOVINDPUR

KENDRIYA VIDYALAYA BSF RANINAGAR
P.O.: Patkata, Distt.: Jalpaiguri, WB, PIN- 735133

Interview for Panel of Contractual Teachers

Required Part-time teachers purely on contractual basis for preparing panel for the session 2025-26 for various posts like PGTs' (English, Computer Sc., Economics, Geography), TGTs' (Science, English, Maths, Sanskrit and Computer Instructor) and post of PRTs', Vocational Coaches (Games & Sports, Art & Craft), Special educator & counselor. Interview will be conducted on 18.02.2025 and 19.02.2025 respectively at KV BSF Raninagar premises. Interested and eligible candidates may apply their application online through our website till 16.02.2025. For detailed information please visit the school website https://bsfraninagar.kvs.ac.in/

PRINCIPAL I/C

NOTICE
Contractual Engagement Under Mid-Day-Meal Section

Applications are invited from eligible candidates for engagement to the post of 'Data Entry Operator' [On Contract basis] under Mid-Day-Meal Section, Office of the District Magistrate, Cooch Behar. May visit **www.coochbehar.gov.in** for details [Employment Notice No. 01/MDM/CBR dated 10.02.2025].

Sd/-
Additional District Magistrate (MDM)
Cooch Behar

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১২২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ : ০৭-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং.: ৪০-এপি-II-২০২৪ (দুটি প্যাকেট)। কাজের নাম : "শামুকতলা রোড-ফকিরাগ্রাম জং. (ইউপি)-পিএসআর সরানো"। টেন্ডার মূল্য: ১৪,৩৩,৬৪,১৪১.২১ টাকা; বায়নার অর্থ : ৮,৬৬,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শিলচরে কলোনি পথ এবং স্টেশনের সমীপবর্তী পথের মেরামত

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসসিএল/ইএনজিজি/১৮ অফ ২০২৫ তারিখ: ০৭-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/বদরপুর ঘাট অধিক্ষেত্রের অধীনে বদরপুর জংশন, লালাবাজার, শিলচর, চন্দ্রনাথপুর, হিলারা, শালচাপ্রা এবং কাটাখাল অংশে কলোনি পথ এবং স্টেশনের সমীপবর্তী পথের মেরামত। টেন্ডার রাশি: ১,৮০,৬৭,৩৪৫/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৪০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), শিলচর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

-ঃ লিগ্যাল নোটিশ ঃ-

উল্লেখ্য যে আমার পিতা- মৃত জগন্নাথ সিং, মাতা- মৃত রাধে সিং, নিবাস- বিকাশ নগর, পোস্ট- শালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি নিবাসী ব্যক্তি বিগত 21/03/1975 তারিখে মারা যান, তাঁহার ওয়ারিশ বর্তমানে রাজমনী সিং রায় ওরফে রাজমনি রায় এবং নবীন সিং রায়, ওরফে নবীন রায় (বর্তমানে মৃত)। নবীন সিং রায়, ওরফে নবীন রায়-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ওয়ারিশগণ যথাক্রমে- ১) সঞ্জয় রায়, ২) অঞ্জনা শাক্লা ওরফে অঞ্জনা শুক্লা, ৩) বিন্দু সিংহ, ৪) প্রিয়াঙ্কা কুমারী শুক্লা ওরফে প্রিয়াঙ্কা কুমারী, এবং ৫) গৌতম রায়, এই ৫ (পাঁচ) জন সহ রাজমনী সিং রায় ওরফে রাজমনি রায় নিম্নলিখিত সম্পত্তির ওয়ারিশ সূত্রে মালিক।

-ঃ সম্পত্তির বিবরণ ঃ-

জেলা- জলপাইগুড়ি, মৌজা- ডাবগ্রাম, জে.এল. নম্বর- ২ আর.এস. সিট নম্বর- ৩ আর.এস. খতিয়ান নম্বর- ৮১, আর.এস. প্লট নম্বর- ৭৭, ৮০, ৮৩/২৫৬, ৮৯/২৬০, ৮০/২৪২, ৮৩/২৪৭, ৮৩/২৪৮, ৮৩/২৫০, এই খতিয়ানের আংশিক মালিক ছিলেন আমার স্বর্গত পিতা- জগন্নাথ সিং। আমরা উক্ত বংশের আইনত উত্তরাধিকারী এবং এই বিষয়ে যদি কাহারও কোনও প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই নোটিশের প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ সহ নথিপত্র যোগে ডাবগ্রাম- ১-এর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোস্ট- শালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, ব্লক- রাজগঞ্জ, জেলা- জলপাইগুড়ি অফিসে এবং রাজমনী সিং রায়'এর বাসস্থান, বিকাশনগর, পোস্ট- শালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, এই ঠিকানায় আপত্তি দাখিল করুন।

Sd/- Sajjad Hossain
Advocate,
Jalpaiguri District Court, Jal.
Ph : 9153217134

অ্যাফিডেভিট

আমি Budha Tamang Vill+P.O. Lanka Para Tea Garden, P.S Birpara, Dist-Alipurduar, Pin-735228 আমার মেয়ের স্কুল Certificate এ ভুল থাকায় গত 30.01.2025 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার নাম Budha Tamang এবং Buddha Tamang একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম এবং আমার মেয়ের নাম Bandana Tamang এবং Bandhana Tamang একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলো। (B/S)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB632013 0912329 dt. 23.10.2013 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 10-02-25, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Sahir Mia এবং Sachir Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Aakkaj Ali, ডাউয়াগুড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/113200)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি সেবক রোডে শপিং মল/ হোটেলের জন্য গার্ড লাগবে। ডিউটি 8/12 ঘণ্টা, বেতন 12,500 - 16,000/-, PF, ESI, বোনাস, মাসে ছুটি। H- 5'-5"-5'-7", - 9933119446. (C/114999)

•

Male staff for Siliguri. Bike & DL must. Time 10-8. Salary 8k. (M) 9476296580. (C/114838)

•

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে। বেতন ১২,০০০+(pf, esi) খাবা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 9775539686. (C/114839)

WANTED

150 bedded Hospital at Siliguri, urgent requirement Dietician- Minimum 2 year experience. (Fresher's may apply). Apply at sroyrad@gmail.com, hr@anandaloke.com (C/114837)

TEACHERS REQUIRED

A renowned school in Malda requires experienced educators for the following; positions - Psychology, Chemistry, Economics, Mathematics, History, Hindi & Bengali alsc for Primary & pre-primary section. Mail your CV within seven days.
Email address : recruitment@umschools.edu.in (M-ED)

কিডনি চাই

'O'+ কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন। 9475649485/9832421579. (C/114707)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

<u>ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিন</u>
<u>এনসিসি বিশেষ প্রবেশ যোজনা ৫৮তম পাঠ্যক্রম (অক্টো ২০২৫)</u>
<u>শর্ট সার্ভিস কমিশন (এনটি) পুরুষ ও মহিলাদের জন্য (সেনা কর্মীদের যুদ্ধে হতাহতের পোষ্য সহ)</u>

বৈশিষ্ট্য

(নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদি সাধারণ সচেতনার জন্য)
(পাঠ্যক্রম বিজ্ঞপ্তি www.join indian can army.nic.in এ প্রকাশিত হয়েছে সেটি উপরোক্ত প্রবেশ বিষয় বিস্তারিত তথ্যের জন্য উল্লেখ করতে হবে।

ক্যাটিগরি	বিবরণ
প্রবেশের ধরন	এনসিসি বিশেষ প্রবেশ যোজনা-৫৮ তম পাঠ্যতম শর্ট সার্ভিস কমিশন (এনটি) পুরুষ ও মহিলা (সেনাকর্মীদের যুদ্ধে হতাহতদের পোষ্য)
খোলা আছে	অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত মহিলা (স্নাতক)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	ন্যূনতম ৫০% মোট নম্বর ডিগ্রি এবং ন্যূনতম এনসিসির সি সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বি গ্রেড
বয়স	০১ জুলাই ২০২৫'এতে ১৯ থেকে ২৫ বছর
ডাক্তারি মান	www.join indian army. nic.in-এ দেওয়া হয়েছে
বাছাই প্রক্রিয়া	দরখাস্ত - বাছাই-এসএসবি-ডাক্তারি মেধা তালিকা যোগদানের চিঠি
এসএসবি-র জন্য বাছাইয়ের তারিখ গ্র্যাজুয়েট শতাংশ কাট অফ ভিত্তিক	আনুমানিক এপ্রিল ২০২৫'এর প্রথম সপ্তাহ
এসএসবি-র সম্ভাব্য মেয়াদ এবং তারিখ সমূহ	মে/জুন ২০২৫ এতে পাঁচ দিন (এসএসবি তারিখ সমূহের পছন্দ এপ্রিলের ১৫ দিন খোলা)
প্রাক-কমিশন ট্রেনিং অ্যাকাডেমি	অফিসার ট্রেনিং অ্যাকাডেমি চেন্নাই
প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৪৯ সপ্তাহ
প্রশিক্ষণের সময় ভাতা	প্রতি মাসে টাঃ ৫৬,১০০/-
প্রশিক্ষণের পর পদ	লেফ্টেন্যান্ট
কমিশনের পর বেতন	সিটিসি অনুমিত- ১৭-১৮ লক্ষ টাকা প্রতি বছর (নিঃশুল্ক মেডিকেল ও বছরে একবার নিজের শহরে ভ্রমণ বহির্ভূত
কমিশনের ধরন	শর্ট সার্ভিস কমিশন
ন্যূনতম চাকরির চুক্তির মেয়াদ	১০ বছর
সর্বোচ্চ চাকরির চুক্তির মেয়াদ	১৪ বছর
মুক্তির বিকল্প	প্রথম – চাকরির ০৫ বছর পর, দ্বিতীয় – চাকরির ১০ বছর পর, তৃতীয় – চাকরির ১৪ বছর পর
স্থায়ী কমিশনের বিকল্প	১০ বছর পর
কমিশনের প্রাইমারি আর্মস/সার্ভিস	আইএ-র সমস্ত আর্মস ও সার্ভিসেস
মুক্তির সুবিধাদি	মুক্তির সময়ের উপর নির্ভর করছে

CBC 10601/11/0061/2425

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর আজ পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। **বৃষ** : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তিলাভ। **মিথুন** : শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। প্রেমে শুভ। **কর্কট** : অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর খারাপ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ বাড়বে। **সিংহ** : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। **কন্যা** : অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিবাদকে সবাই সমর্থন জানাবে। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। **তুলা** : মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা চললেও চিকিৎসায় সুফল মিলবে। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃশ্চিক** : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটবে। বন্ধুর সঙ্গে অকারণে মনোমালিন্য। **ধনু** : নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। **মকর** : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা বাড়বে। **কুম্ভ** : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বিপন্ন প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **মীন** : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন। আজ খুব সাবধানে চলাফেলা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২৩ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২৯ মাঘ, সংবৎ ১৫ মাঘ সুদি, ১৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৭, অঃ ৫।২৭। বুধবার, পূর্ণিমা রাত্রি ৭।৯। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ৭।৩৫। সৌভাগ্যযোগ দিবা ৮।৩৭। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৩ গতে ববকরণ রাত্রি ৭।৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৭।৩৫ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৭।৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৯।৪ গতে ১০।২৮ মধ্যেও ১১।৫২ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৪ গতে ৪।৪১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।২৭ গতে রাত্রি ৭।৩ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণব্রত। রাত্রি ৭।৯ মধ্যে মাঘীপূর্ণিমা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩১ মধ্যে ও ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৪ এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৫১ গতে ৬।১৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গত বছরের শেষ দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পর ফের একবার দুর্ঘটনা ঘটল উত্তরবঙ্গে। মঙ্গলবার সকালে বামনহাট স্টেশনে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের বগিতে ধাক্কা মারে ইঞ্জিন। এদিকে, চলন্ত ট্রেনের সুরক্ষা বাড়াতে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের ফোন ব্যবহারে কড়া অবস্থান উত্তর-পূর্ব রেলের।

অল্পের জন্য রক্ষা ইন্টারসিটির

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ফের রেল দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার বামনহাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। ওই ট্রেনেরই ইঞ্জিন ঘোরানো চলছিল। সেসময় ওই ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের একটি বগিতে সজোরে ধাক্কা মারে ইঞ্জিনটি। ২ শিশু সহ মোট ৬ জন আহত হন। তারপর বিকেল ৩টা নাগাদ শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় ট্রেনটি।

রেল পুলিশ আহতদের স্থানীয় বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়ে। দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানি হয়নি। তবে রেলযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় যথেষ্ট। যাত্রীসুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বামনহাটের বাসিন্দা মানিক পাল ক্ষোভ উগরে বলেন, 'এই স্টেশনের উপর দিনহাটা-২ ব্লকের প্রচুর মানুষ নির্ভরশীল। আজ বরাতজোরে প্রাণহানি হয়নি। কিন্তু এই ঘটনা রেলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। কেন এমন হল তার কারণ খোঁজা দরকার। তা না হলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

রেল পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'শান্টিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত দুই কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

ক্ষতিগ্রস্ত বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের কামরা। বামনহাটে।

কী করে ঘটল দুর্ঘটনা? স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীরা জানালেন, এদিন সকাল ৯টা নাগাদ বামনহাট স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। ওই ট্রেনের ইঞ্জিন ঘোরানোর সময়ই ঘটে বিপত্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইঞ্জিনটি ওই ট্রেনেরই একটি বগিতে ধাক্কা মারে। বগিটির কয়েকটি দরজা ও জলের ট্যাংক ভেঙে যায়। পাশাপাশি ইঞ্জিন সংলগ্ন একাধিক বগির যাত্রীরা ছিটকে পড়েন।

ওই ট্রেনের যাত্রী বিমল চক্রবর্তী বলেন, 'প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিলাম সেসময়ই দুর্ঘটনার বিকট শব্দে ভয় পেয়ে যাই।' কোচবিহার যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর ঘোষ। তাঁর কথায়, 'আজ যা দেখলাম তাতে ট্রেনে চাপতে ভরসা পাচ্ছি না। এটা কোনও নিছক ঘটনা নয়। যথাযথ তদন্ত হওয়া দরকার। পাশাপাশি আহতদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা উচিত।'

বামনহাট স্টেশন থেকে কয়েকটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পাশাপাশি শিয়ালদাগামী উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করে। এমন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী নিরাপত্তায় ঢিলেমি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন মহল। বামনহাট রেল উন্নয়ন দাবি সমিতির তরফে শুভঙ্কর ভাদুড়ি বললেন, 'রেল দুর্ঘটনায় অনেক সময়ই স্থানীয় বাসিন্দা ও দুষ্কৃতীদের ওপর দায় চাপানো হয়। এদিনের ঘটনার দায় কার? যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত।'

ট্রেন চালানোর সময় মোবাইল নিষিদ্ধ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : দুর্ঘটনা এড়াতে ও যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রেন চালানোর সময় লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের মোবাইল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই নির্দেশ অমান্য করে মোবাইলে কথা বললে তা চিহ্নিত করার জন্য 'কল ডিটেলস রেকর্ড' নামে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও থাকছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে আলিপুরদুয়ার থেকে ডুয়ার্স রুট ও কোচবিহার-জলপাইগুড়ি রোড হয়ে এনজেপির মধ্যে প্রথম এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। তবে, নতুন নিয়মে ট্রেনের চালকদের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, মোবাইল ব্যবহারে নির্দেশিকা চালু হওয়ায় লোকো এবং সহকারী লোকো পাইলটদের ট্রেন পরিচালনা অনেক সহজ হবে। যাত্রা শুরুর সময় থেকে যাত্রা শেষ হওয়া পর্যন্ত মোবাইল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। এতে চালকদের মনঃসংযোগ ভঙ্গ হবে না। যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। কোনও পাইলটের জন্য কোনও জরুরি ফোন এলে আমরাই সেই চালকের কাছে খবর পাঠাব। ট্রেনে ওঠার সময় লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের সঙ্গে ক'টি মোবাইল আছে সেটা চেকিং করেই ইঞ্জিনে উঠতে দেওয়া হবে।

ট্রেন চালানোর সময় লোকো পাইলট ও সহকারী লোকো পাইলটরা পালা করে মোবাইল ফোন অন রেখে কথা বলেন, এমন অভিযোগ রেল কর্তৃপক্ষ আগেই পেয়েছিল। কিন্তু আগে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করেও কিছু মিলত। চালকদের একাংশ কল রেজিস্টার থেকে নম্বর মুছে ফেলছিলেন বলে অভিযোগ। তাছাড়া ম্যানুয়াল ব্যবস্থায় এই চেকিং করতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যেত। এই সমস্যা মেটাতে এবার লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের মোবাইল নম্বরগুলি 'কল ডিটেইলস রেকর্ড' সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে কেউ চলন্ত ট্রেনে মোবাইল অন করে কথা বলে কল ডিটেইলস ডিলিট করে দিলেও তা ধরা পড়ে যাবে রেকর্ড সিস্টেমে। রেলের নির্দেশিকা ভঙ্গ করলে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন।

রেলের পদক্ষেপ

- দুর্ঘটনা এড়াতে চলন্ত ট্রেনে মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা
- লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটকে মানতে হবে এই নির্দেশ
- নির্দেশ অমান্য করলে 'কল ডিটেইলস রেকর্ড' প্রযুক্তিতে তা নথিভুক্ত থাকবে
- উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন রুটে প্রথম এই প্রযুক্তি শুরু করা হল

চালকদের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকলেও ওয়াকি-টকি ও রেলের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই চালকরা সমস্ত সংকেত এবং প্রয়োজনীয় বার্তা পেয়ে যাবেন। প্রশ্ন উঠেছে, কোনও লোকো বা সহকারী লোকো পাইলট চাইলে নথিভুক্ত ফোন নম্বরটি ছাড়াও অন্য কোনও ফোন সঙ্গে রাখলে এবং সেই ফোনে কথা বললে তা কীভাবে কর্তৃপক্ষ নজরদারি করবে? তাছাড়া মোবাইল বন্ধ রাখলে চালকের সঙ্গে তাঁর পরিবার জরুরি প্রয়োজনেও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবে না। এটা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেও মনে করছেন চালকদের একাংশ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের বিভাগীয় আহ্বায়ক যোগিন্দর সিং বলেন, 'রেলের সুরক্ষার স্বার্থে চলন্ত ট্রেনে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের মোবাইল বন্ধ রাখার নির্দেশের পক্ষেই আমরা সায় দিয়েছি। কিন্তু যেখানে ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াবে সেখানকার রানিং রুমে গিয়ে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলট যাতে মোবাইল অন করে কারও সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারেন, সেই সুবিধা আমরা কর্তৃপক্ষকে দিতে বলেছি।'

বঙ্গের প্রশংসায় অসম

মাদারিহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : কখনও আর্থমুভার নিয়ে হাতির দিকে তেড়ে যাওয়া, আবার কখনও চিতাবাঘের লেজ ধরে টানাটানি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ আর বন্যপ্রাণীর সংঘাতের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। অথচ প্রতিবেশী রাজ্য অসমের বনকর্মীদের মুখে শোনা গেল এরাজ্যের বনকর্মীদের সম্পর্কে প্রশংসার কথাই। তাঁরা বলছেন, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত রোধে অসমের থেকে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটাই এগিয়ে।

মঙ্গলবার মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসে অসমের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জলদাপাড়ার বনকর্মীদের বৈঠক হয়। অসমের বনকর্মীদের সঙ্গে এসেছিলেন আরণ্যক নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরাও। সেখানেই দু'রাজ্যের বনকর্মীদের কাজের পদ্ধতি থেকে শুরু করে বুনোর হামলার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিবেশী রাজ্যে সেই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকটাই কম। আবার এরাজ্যে বন্যপ্রাণীর আক্রমণে কারও মৃত্যু হলে পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হয়। অসমে সেই সুবিধা নেই। তা নিয়ে সেরাজ্যে জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভও রয়েছে। মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বললেন, 'অসমে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাতের ঘটনা এখানকার থেকেও বেশি।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিশন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং :** এসডিএএইচ-পার্সেল-৩৯। **নিলামকারী কর্তৃপক্ষ :** সিনিয়র ডিসিএম/শিয়ালদহ। **নিলাম শুরু (সকল লটের) :** ২৫.০২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১:০০টা। **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় :** ২৫.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ১০ মিনিটে। **অটো এক্সটেনশন জোন:** ১২০ সেকেন্ড, **অটো এক্সটেনশন ডিউরেশন :** ১২০ সেকেন্ড, **প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ :** ৩০ মিনিট, **ক্রমান্বয়িক লট বন্ধের মধ্যবর্তী বিরাম সময় :** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন :** ১০ বার। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি :** স্বয়ংক্রিয় (অটো)। **আরপি প্রদর্শন** - হবে না। **আরপি-র চেয়ে কমে পারমিট বিড** - হ্যাঁ। **বিবরণ :** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (একক কামরায়) (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১০-এর জন্য) এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং এবি/১-এর জন্য)। **এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, ট্রিপ সংখ্যা/দিন, বন্ধের তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ : এএ/১, ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৫.০২.২০২৫, ১১.৩০ ঘ., এএ/২, ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ২৫.০২.২০২৫, ১১.৪০ ঘ., এএ/৩, ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১- কেওএএ-এএসআর-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৫.০২.২০২৫, ১১.৫০ ঘ., এএ/৪, ১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৫, ২৫.০২.২০২৫, ১২.০০ ঘ., এএ/৫, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৪, ২৫.০২.২০২৫, ১২.১০ ঘ., এএ/৬, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৪, ২৫.০২.২০২৫, ১২.২০ ঘ., এএ/৭, ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ২৫.০২.২০২৫, ১২.৩০ ঘ., এএ/৮, ১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৫.০২.২০২৫, ১২.৪০ ঘ., এএ/৯, ১৫০৫১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৫, ২৫.০২.২০২৫, ১২.৫০ ঘ., এএ/১০, ১২৩২৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এনএলডিএম-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৫.০২.২০২৫, ১৩.০০ ঘ., এবি/১, ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-২৪-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান), ২০৮, ২৫.০২.২০২৫, ১৩.১০ ঘ., **দরহার একক :** ট্রিপ প্রতি লাইসেন্স ফি (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১০-এর জন্য) এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (উভয়মুখে) (এসএকিউ নং এবি/১-এর জন্য) **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) :** ০.২ (প্রতিক্ষেত্রে)। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** ০ (এসইকিউ নং এএ/১, এএ/৩ থেকে এএ/১০) ২০০০০০০ (এসইকিউ নং এএ/২ এবং এবি/১-এর জন্য)। **লট স্ট্যাটাস :** আরপি পেন্ডিং (প্রতিক্ষেত্রে)।

SDAH-350/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

केनरा बैंक Canara Bank A Govt. of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

আঞ্চলিক কার্যালয় : শিলিগুড়ি
হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, তৃতীয় তলা, ৩ মাইল সেবক রোড, পোস্ট : শালুগাড়া, থানা-ভক্তিনগর, জেলা : জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৮

ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ
তারিখ : ২৮.০২.২০২৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর দ্বারা নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তি অধীনস্থ করার জন্য বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে। যে সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে সেই সম্পত্তিগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল :
নিম্নে উল্লেখিত সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলি সমস্ত শর্তাবলি অনুসরণ করে বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের ক্রয়ের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	ক) সংরক্ষিত ঋণদাতাদের নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতাদের নাম এবং ঠিকানা	ক) ঋণদায় (মোট বকেয়া সুদ) খ) সেকশন ১৩(২) এর অন্তর্ভুক্ত ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) সেকশন ১৩(৪) এর অন্তর্ভুক্ত দখল নোটিশ এর তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির অর্থমূল্য ঘ) ব্রাঞ্চ এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ে যোগাযোগের ব্যক্তি ঙ) ইএমডি জমা প্রাপ্ত অর্থমূল্য
১।	ক) কানাড়া ব্যাংক, ঠাকুরপথ শাখা, গ্রাম এবং পোস্ট- গোসাইয়ের হাট, থানা- ধূপগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫২১০ খ) আনারুল হক, আহাজুদ্দিনের পুত্র, গ্রাম-মল্লিকসভা, পোস্ট- গোসাইয়ের হাট, জেলা-জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, পিন-৭৩৫২১০	ক) টা: ৩,৬৯,৪৬৩.৩৯ (তিন লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশো তেষট্টি টাকা উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৮.২০১৯ তারিখের হিসেবে সঙ্গে ০১.০৯.২০১৯ তারিখের থেকে ভবিষ্যতের সুদ খ) ০২.০৯.২০১৯ গ) ১৪.১১.২০১৯	সমস্ত অবিভাজ্য অংশ এলআর প্লট / দাগ নং- ২০৭ অনুরূপ আর এস প্লট / দাগ নং- ১৫৬, ১৬০ নিবন্ধিত এল আর খতিয়ান নং-১৮৯৩, অনুরূপ নিবন্ধিত আর এস খতিয়ান নং-৭৩, মৌজা-মল্লিক সভা, জে.এল নং-০৬১, তৌজি নং-৮৫, পরগনা-মোরঘাট সাকোয়াঝোরা-II এর অধীনস্থ, গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট - গোসাইয়ের হাট, থানা-ধূপগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, আনারুল হকের মালিকানাধীন। উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর : জামিরুদ্দিনের বাড়ির সঙ্গে জমি, দক্ষিণে : ১০ ফিট চওড়া পেরোস্তান রাস্তা। পূর্ব : সৈফুল আলামের জমির সঙ্গে বাড়ি, পশ্চিম : নিজস্ব জমি এবং ১০ ফিট চওড়া পেরোস্তান রাস্তা। (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অন্তর্ভুক্ত)	ক) টা: ৮.১০ লক্ষ খ) টা: ০.৮১ লক্ষ গ) টা: ১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি (মোবাইল) : ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৯৮৩২৩ ৩১৬৩৬ ঙ) ই-এমডি অর্থমূল্য : টা: ০.৮১ লক্ষ জমা করা যাবে BAANKNET.COM (https://baanknet.com)-এ উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের অর্থমূল্যযুক্ত করা মাধ্যমে।
২।	ক) কানাড়া ব্যাংক রায়গঞ্জ-II শাখা ক্যারিটাস, গীতাঞ্জলি সিনেমা হলের নিকট উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১৩৪ খ) মেসার্স সরকার ফার্টিলাইজার প্রয়াত কুমারেশ সরকারের মালিকানাধীন মৃত্যু অবধি, যেটি প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা- ১. বালিকা সরকার ২. পলাশ সরকার ৩. হরপ্রসাদ সরকার	ক) টা: ১৪,১৪,৮৬৩.৩৪ (চোদ্দো লক্ষ চোদ্দো হাজার আটশো তেষট্টি টাকা ও চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২৪ তারিখের হিসেবে সঙ্গে ০১.০৪.২০২৪ তারিখের থেকে ভবিষ্যতের সুদ খ) ০৫.০৪.২০২৪ গ) ২৪.০৬.২০২৪	জমিটি ভবন সহিত (অথবা ভবনের অংশ) পরিমাপ ৪ শতক,থানা-হেমতাবাদ, মৌজা : বিষ্ণুপুর, জে.এল নং- ২৭, এল আর খতিয়ান নং- ২০৮৮, আর এস/এল আর দাগ নং- ১৬১, জেলা: উত্তর দিনাজপুর, তৌজি : মহল পরগনা, এডিএসআর এবং ডিএসআর কার্যালয়-রায়গঞ্জ, উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর প্রয়াত কুমারেশ সরকারের আইনি উত্তরাধিকারীর জমি। দক্ষিণ : তরুণ কুমার রায় এবং কমল রায়ের জমি, পূর্ব : প্রভাত বর্মন এবং বঙ্কিম বর্মনের কৃষিজমি। পশ্চিম : দলিল নং-I- ১৩০৬/২০২১ উল্লেখিত-১২ ফিট চওড়া মেটাল রাস্তা। এবং জমিটি ভবন সহিত(অথবা ভবনের অংশ) পরিমাপ ৩ ছটাক, থানা- হেমতাবাদ, মৌজা- বিষ্ণুপুর, জেএল নং-২৭, এল আর খতিয়ান নং- ৫৬২, আর এস দাগ নং ৫৮২, জেলা উত্তর দিনাজপুর, এডিএসআর এবং ডিএসআর কার্যালয় রায়গঞ্জ, উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর : কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণ : জগন্নাথ সরকার এবং কমল রায়ের জমি, পূর্ব : প্রয়াত কুমারেশ সরকারের আইনি উত্তরাধিকারীর জমি, পশ্চিম : দলিল নং- I-৪৭২৯/২০১৮-এ উল্লেখিত ১০ ফিট চওড়া মেটাল রাস্তা। সমবেত সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর : কাঁচা প্যাসেজের জন্য ব্যবস্থা, দক্ষিণ : তরুণ সরকারের দোকান, এবং কুমুট চন্দ্র বর্মনের খালি জমি, পূর্ব: প্রভাত বর্মন এবং বঙ্কিম বর্মনের কৃষি জমি, পশ্চিম : ৫' চওড়া নয়ানজলি ১০' চওড়া পিডব্লিউডি রাস্তার থেকে বর্তমানে ১০' চওড়া পিডব্লিউডি রাস্তা এবং নয়ানজলিতে ব্যবহৃত রাস্তা (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অন্তর্গত)	ক) টা: ১৩.৬০ লক্ষ খ) টা: ১.৩৬ লক্ষ গ) টা: ১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি (মোবাইল) : ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৭৯৮০৭ ৫৮১৬২ ঙ) ই-এমডি অর্থমূল্য : টা: ১.৩৬ লক্ষ জমা দেওয়া হবে BAANKNET.COM (https://baanknet.com) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের অর্থমূল্য যোগের মাধ্যমে।
৩।	ক) কানাড়া ব্যাংক, ভানুকুমারি শাখা ভানুকুমারি গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম-ছট লালকুঠি, ভানুকুমারি পিন - ৭৩৬ ১৩১ খ) মেসার্স রাজেন দে স্টক পয়েন্ট মালিক : রাজেন কুমার দে রাজ কুমার দের পুত্র রাজ কুমার দে (বন্ধকদাতা) প্রয়াত রাধা বল্লভ দে-এর পুত্র, উভয়েই- জোড়াই মোড়, গ্রাম-বালাকুঠি পোস্ট-বালাকুঠি, থানা- বক্সিরহাট, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৬১৩১	ক) টা: ৫,৮৪,৪৪৫.৮৭ (পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ টাকা ও সাতাশি পয়সা মাত্র) ৩১.০১.২০২৩ তারিখের হিসেবে ০১.০২.২০২৩ তারিখের থেকে আরও সুদ এবং অন্যান্য খরচের সহিত খ) ০৬.০২.২০২৩ গ) ২৫.০৫.২০২৩	জমির পরিমাপ ভবন সহিত ০.০২ ছটাক আর এস দাগ নং- ৭৭/৭২২, এল আর খতিয়ান নং-৬৮১/১, এল আর হল ১৭৮ থাক নং- ১১৬৮, জে এল নং- ১০৪, মৌজা- বালাপুঠি, তৌজি নং - ২১৭, আর এস খতিয়ান ৩৫, জেলা- কোচবিহার, থানা-বক্সিরহাট, নিবন্ধিত কার্যালয় তুফানগঞ্জ, সীমানা : উত্তর : খাস জমি (এল আর ১৭৬), দক্ষিণ : জাতীয় হাইওয়ে নং ৩১, পূর্ব : রবীন্দ্র চন্দ্র দে এর সম্পত্তি, পশ্চিম : গোহালটি বিশেষভাবে উল্লেখিত দলিল নং- ৩৭৮৭, ভলিউম নং-৬২, ১১৬ থেকে ১২০ পৃষ্ঠা ২০০৭ সালের হিসেবে অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রারের পূর্বে নিবন্ধিত,তুফানগঞ্জ (সম্পত্তিটি প্রাকৃতিক দখলের অন্তর্ভুক্ত)	ক) টা: ৭.১৭ লক্ষ খ) টা: ০.৭১ লক্ষ গ) টা: ১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি (মোবাইল) : ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৭৯৮০৭ ৫৮১৬২ ঙ) ই-এমডি অর্থমূল্য : টা: ০.৭১ লক্ষ, মেসার্স PSB Alliance Private Limited (E-bkray পোর্টালের ই-ওয়ালেটে জমাপ্রাপ্ত
৪।	ক) কানাড়া ব্যাংকে - ঠাকুরপথ ব্রাঞ্চ গ্রাম এবং পো:অ: গোসাইয়েরহাট, থানা - ধূপগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি, পিন - ৭১৫ ২১০ খ) মিস্টার নজিবুল ইসলাম গ্রাম - সোনাখালি, পোস্ট : সজনাপাড়া, থানা - ধূপগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫ ২১২	ক) টা: ১২,৪৮,৮৮৩.৪১ (বারো লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত তিরাশি টাকা ও একচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৮.২০২৩ পর্যন্ত তৎসহ ০১.০৯.২০২৩ থেকে আরও সুদ। খ) ০৪.০৯.২০২৩ গ) ২২.১১.২০২৩	জমির আয়তন ০.৫৮ একর (অনুমিত) তৎসহ কাঠামো জেলা-জলপাইগুড়িতে অবস্থিত, থানা এবং সাবরেজিস্ট্রি ধূপগুড়ি, মৌজা-সোনাখালি, আরএস-৫২, এলআর খতিয়ান নং- ২৮৩, ২৮৪, জে.এল. নং. আর.এস. ১৭০, এলআর ৫৯, প্লট নং. আরএস-৯৫, এলআর-১৪৯ সোনাখালিতে। সাকোয়াঝোরা -II গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন, পো: অ: সজনাপাড়া দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ - উত্তর : রাজীব মিঞালের জমি, দক্ষিণ : মহীরুদ্দিনের জমি, পূর্ব : পিডব্লিউডি সড়ক, পশ্চিম : সেকেন্দার আলির জমি। (প্রতীকি দখলের অধীন সম্পত্তি।)	ক) টা: ২৮.৬৮ লক্ষ খ) টা: ২.৮৭ লক্ষ গ) টা: ১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি (মোবাইল) : ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৯৮৩২৩ ৩১৬৩৬ ঙ) ই-এমডি অর্থমূল্য : টা: ২.৮৭ লক্ষ মেঃ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে (E-bkray) পোর্টাল।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ২৮.০২.২০২৫ সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ১.৩০ টা, ইএমডি-র শেষ তারিখ : ২৬.০২.২০২৫ -এর বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত

-ঃ নিয়ম ও শর্তাবলি ঃ-

১। সম্পত্তি 'যেখানে আছে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে', 'ওখানে যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।
২। সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি করা হবে না।
৩। একক দরদাতার ক্ষেত্রে দরদাতা / ক্রেতাকে একটি বৃদ্ধি সহ দিতে হবে।
৪। নিলামে / দরদান কেবলমাত্র অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) -এর মাধ্যমে হতে হবে।
৫। ইএমডি অর্থাৎ সংরক্ষিত মূল্যের ১০% মেঃ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (BAANKNET.Com. (https// baanknet.com/) ই ওয়ালেট পোর্টালে জমা করতে হবে সরাসরি সেখানে থাকা চালান জেনারেট করে ইএমডি জমা করতে হবে আরটিজিএস/এনইএফটি'এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে যেটি উক্ত চালানে বিবরণ দেওয়া হয়েছে ২৬.০২.২০২৫'এর বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে।
৬। পরিষেবা প্রদানকারী মেঃ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিমিটেডের যোগাযোগ বিবরণ (BAANKNET. com / https://baanknet.com/), কন্টাক্ট নং ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ই-মেল আইডি : support.baanknet@psb/alliance.com
৭। সম্পত্তি নিরীক্ষণ করা যাবে ১৭.০২.২০২৫ থেকে ২৬.০২.২০২৫ পর্যন্ত দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত ব্রাঞ্চ কার্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে।
৮। সকল ক্রেতা সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে আদায় দেওয়া হয়েছে ইএমডিসহ) সর্বোচ্চ/সকল) দরদাতা ঘোষিত হবার পরে পরেই জমা করতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের বাকি ৭৫% বিক্রয় নিশ্চিত হওয়া ১৫ দিনের মধ্যে করতে হবে। যদি সফল দরদাতা / ক্রেতা উপরোক্ত বিক্রয় মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ তবে তার দেওয়া জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯। স্ট্যাম্প ডিউটির জন্য সমস্ত চার্জ এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ বাধ্যতামূলক পাওনা / হার/ কর/ রেজিস্ট্রেশন শুল্ক / বিবিধ খরচ/ সরকারি পাওনা / যেকোনো কর্তৃপক্ষে বকেয়া পাওনা ইত্যাদি সফল দরদাতা / ক্রেতাকে কেবলমাত্র বহন করতে হবে।
১০। এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের প্রতিও উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠানের জন্য একটি নোটিশও বটে যদি তাদের বকেয়া পাওনা পূর্ণভাবে না দেওয়া হয়।
১১। ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের এতদ্বারা সূচিত করা হচ্ছে যে উপরোক্ত তারিখ পর্যন্ত অর্থাদি, সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় নিলামের তারিখের আগে যদি না দেওয়া হয় তবে সম্পত্তি নিলাম / বিক্রি করা হবে এবং অন্যথায় সম্পত্তিটি নিলাম / বিক্রি করা হবে।
১১। ব্যাংক সমস্ত প্রস্তাবের যে কোনো অথবা সকল খারিজ করার অধিকার কোনও কারণ না দর্শিয়ে সংরক্ষিত রাখছে।
১৩। আরও বিবরণ কানাড়া ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.canbank.com'এতে পাওয়া যাবে।

তারিখ : ১১.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাংক

বাংলাদেশিকে ফেরাল পুলিশ

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে জলঘোলা চলছেই। সেইসঙ্গে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে আবার এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে পাথর রপ্তানিও বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশে। এসবের কোনও প্রভাবই কিন্তু পড়েনি দু'পারের বাসিন্দাদের মানবিক সম্পর্কের ওপর। তার প্রমাণ মিলল মঙ্গলবার। এপারে চলে আসা বাংলাদেশের এক অসহায় বাসিন্দাকে দেশে ফেরত পাঠাল বিএসএফ ও পুলিশ।

এদিন ঘটনাস্থলে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার, চ্যাংরাবান্ধা আইসিপি ওসি সুরজিৎ বিশ্বাস সহ অন্য আধিকারিকরা এবং বিএসএফের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। যথারীতি ওপারেও বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশকর্তারা উপস্থিত ছিল। সোমবার রাতে মেখলিগঞ্জ শহর থেকে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বিএসএফ-বিজিবির ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হয়।

এ প্রসঙ্গে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'ওই বাংলাদেশি ব্যক্তির নাম মহম্মদ মাহিদুল। বাবার নাম মহম্মদ রহমান। বাড়ি পাটগ্রাম থানার নবীনগর চার নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। এদিন আমরা বিএসএফের হাতে ওই ব্যক্তিকে তুলে দিয়েছি।'

সোমবার রাতে মেখলিগঞ্জের কয়েকজন বাসিন্দা পুলিশকে জানায় যে একজন বাংলাদেশিকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ গিয়ে মেখলিগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে। ওই ব্যক্তি ঠিক করে কোনও কথাই বলতে পারেননি। শুধুমাত্র 'পাটগ্রাম পাটগ্রাম' করে চিৎকার করছিলেন। পুলিশই উদ্যোগ নিয়ে পাটগ্রাম থানায় যোগাযোগ করে। সেখানে ওই ব্যক্তির ছবি পাঠানো হয়। পাটগ্রাম থানার পুলিশ নিশ্চিত করে যে ওই ব্যক্তি ওই এলাকারই বাসিন্দা। সেখানকার পুলিশ প্রয়োজনীয় সব তথ্য পাঠায়। তাঁর মানসিক সমস্যার কথাও জানায়। তারপর এপারের পুলিশের উদ্যোগে বুড়িমারি ইমিগ্রেশন থেকে বিজিবির সঙ্গে কথা বলা হয়। ফ্ল্যাগ মিটিং করে তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়।

সেই ব্যক্তি কবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, সেই সম্বন্ধে সঠিক তথ্য কিছু মেলেনি। তবে কুচলিবাড়ির কলসিগ্রামে নাকি তাঁর বাড়ি রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে সেখানে খোঁজখবর করা হলেও কোনও তথ্য মেলেনি। এখানকার পুলিশও সেই ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। পরে বাংলাদেশের পুলিশের কথায় নিশ্চিত হয়। এই প্রসঙ্গে চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা মহম্মদ শাহনুর বলেন, 'আমাদের দেশ বরাবর শান্তিপ্রিয়। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কে বিশ্বাসী। সেই প্রমাণ আবার মিলল। অন্যরা ভারতের খারাপ চাইলেও ভারত সবার ভালোই চায়।'

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : বিহার থেকে অসমে পাচারের আগে ২৫টি মোষ উদ্ধার করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। লরিচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত নুরেন পাসা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে একটি লরি আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই সেটি থেকে মোষগুলি উদ্ধার হয়।

চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি না থাকায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। অভিযুক্ত মোষগুলি বিহার থেকে অসম পাচারের কথা স্বীকার করে নেওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মোষগুলিকে খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি লরিটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবারই ধৃতকে শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে তোলা হয়।

AIR FORCE SCHOOL, BAGDOGRA
CBSE Affiliation No. 2480005
Website: www.airforceschoolbagdogra.com
E-mail: princiafbgd@rediffmail.com
Phone No. 0353-2698093

NOTICE

APPLICATIONS INVITED FOR / REGULAR / CONTRACTUAL / PART-TIME / PANEL VACANCIES AT AIR FORCE SCHOOL BAGDOGRA (POSTS : PRINCIPAL / ACADEMIC / ADMINISTRATIVE STAFF)

1. Written test and interview will be held from 20 Mar 25 and on subsequent days at 0830 hrs at Air Force School Bagdogra.

2. Please visit the school website **www. airforceschoolbagdogra.com** for details of posts, mandatory qualifications, pay scale, age limit and other details prescribed for the posts.

3. Last date for submission of application form along with all testimonials is on or before 26 Feb 25.

4. **Admission of students for academic Session 2025-26 is underway for Classes Pre-KG to IX & XI (Arts, Commerce & Science streams). To check the eligibility and registration process, please visit school website www. airforceschoolbagdogra.com**

ঢেলে সাজিয়ে দিতাম কালিয়াগঞ্জ শহরকে

অধরা স্বপ্নের দ্বীপে দাঁড়িয়ে নগর উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত রূপরেখা জানালেন এই প্রথম। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন নগর উন্নয়নে পুরপ্রধানের ভুলগুলো। শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে উচ্চস্বরে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে তাঁকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে বারবার। ১৭টি ওয়ার্ড আসন বিশিষ্ট পুরসভার সাতটি ওয়ার্ড এখন বিজেপির ঝুলিতে। তাই মসনদের চেয়ার না পাওয়ার দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে নতুন শহর কালিয়াগঞ্জের স্বপ্ন দেখালেন তরুণ গৌরাঙ্গ দাস।

পেতাম যদি সিংহাসন

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : গেরুয়া শিবিরের বাস্তু সাপ বলা হয় গৌরাঙ্গ দাসকে। গত ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে জায়েন্ট কিলার হয়ে তৎকালীন পুর প্রশাসক শচীন সিংহ রায়কে হেলায় হারিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ দাস। সংগঠন ও প্রশাসনিক কাজ ভালোই বোঝেন তিনি। নরমে গরমে মানুষের জন্য কাজ করাটা তাঁর রক্তে বইছে। ক্লেশযুক্ত গলায় গৈরিক গৌরাঙ্গ জানালেন, 'কালিয়াগঞ্জ শহরে একাধিক বস্তি এলাকা আজও ভেস্ট ল্যান্ডের উপর দাঁড়িয়ে। আমার ওয়ার্ডেও এমন বস্তি রয়েছে। সরকারের তরফে পাট্টা না পাওয়ায় দরুন ভোটাধিকার থাকলেও সরকারি ঘর থেকে বঞ্চিত অনেক পরিবার। আমি পুরপ্রধানের আসনে থাকলে ভেস্ট ল্যান্ডের পরিবারগুলোকে পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম। মাথার উপর পাকা ছাদ পেত মানুষরা।'

গৌরাঙ্গের ইচ্ছে, ছোট শহরকে বড় শহরে রূপান্তরের পরিকল্পনা আছে আমার স্বপ্নের ঝুলিতে। প্রশাসনের সহযোগিতায় শহরের সাহাপাড়া এলাকায় মহিলা কলেজ গড়ার ইচ্ছে আজও মনে জাগে। তবে

গৌরাঙ্গ দাস

ভয় হয় শহরের আনাচেকানাচে বেড়ে চলা যুবসমাজের ড্রাগের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকাকে কেন্দ্র করে। এব্যাপারে প্রশাসনিক উদাসীনতা গ্রাস করে ফেলেছে গ্রহণের মতো। ড্রাগমুক্ত কালিয়াগঞ্জ গড়ার কাজে আমরাও পথে নামতে চাই পুরপ্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে। কিন্তু এমন ডাক আসে কই?'

গৌরাঙ্গের সংযোজন, 'কর্মসংস্থানহীন পিছিয়ে পড়া কালিয়াগঞ্জ যেন আজ চোরাবালির পাঁকে। কোথায় শিল্প? শহরের শিক্ষিত ছেলেরা পড়াশোনা শেষ করেই কালিয়াগঞ্জের মায়া ত্যাগ করে বাইরে চলে যাচ্ছে। আর তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা চোখে ঠুলি পরে বসে রয়েছে।'

গৌরাঙ্গের দাবি, 'আমি পুরসভার মসনদে বসলে দুয়ারে পুরপ্রধান কর্মসূচি গ্রহণ করতাম। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বসেই ওয়ার্ডের মানুষের সমস্যা মিটাতাম চটজলদি। আর আমাদের পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা নিজের ওয়ার্ডেও ঠিকমতো সময় দেন না। পুরসভা হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলারদের আড্ডাখানা। মহিলা কাউন্সিলাররা স্বামী, ছেলেপুলে নিয়ে সকাল ১১টা না বাজতেই পুরসভায় এসে বসে পড়েন। বের হন সূর্য পাটে গেলে। আসলে পাড়ায় না ঘুরে মানুষের অভাব, অভিযোগ শোনার চেয়ে এরা বাতানুকূল যন্ত্রের আশেপাশে থাকতেই বেশি ভালোবাসেন। আমি দায়িত্ব পেলে এই সব কিছু একদিনেই খতম করে দিতাম।'

একনজরে
- ১৭ টি ওয়ার্ড নিয়ে কালিয়াগঞ্জ পুরসভা। জনসংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার
- ২০২২ সালে পুরসভা নির্বাচনে ১০ টি তৃণমূল, ৬ টি বিজেপি এবং ১ টি নির্দল প্রার্থী জয়ী হন
- বেহাল পুর এলাকা নিকাশি ব্যবস্থা
- বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবায় যথেষ্ট পিছিয়ে এই তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা

অদম্য জেদ ও মনোবলে প্রতিবন্ধকতা জয়ের মরিয়া চেষ্টা

পরীক্ষা ক্যানসারের বিরুদ্ধেও

মুরতুজ আলম

সামসী, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইচ্ছার থেকেও বড় স্বপ্ন। আর তার চেয়ে বড় চেষ্টা। সে কথাই যেন প্রমাণ করে দিল এক কিশোর। শরীরে বাসা বেঁধেছে মারণ ক্যানসার। গোদের উপর বিষফোঁড়া ব্লাড সুগার। অথচ সেসব নিয়েই এবার হাই মাদ্রাসার পরীক্ষায় বসেছে সে।

রতুয়া-২ নম্বর ব্লকের বিজিএইচকেএন হাই মাদ্রাসার পড়ুয়া। সিট পড়েছে চাঁদুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসায়। মঙ্গলবার ছিল আরবি ভাষার পরীক্ষা। এদিন সকালে ভালোভাবে তৈরি হয়ে এসেছে সে। পড়াশোনার দিকে সে সচেতন। পরীক্ষা শেষ করে হাসিমুখে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল তাকে।

বাড়ি গাজোলের আলাল পঞ্চায়েতের মালঞ্চায়। বাবা দিনমজুর। জমি জায়গা নেই। তারা চার ভাই, দুই বোন। সে পরিবারের পঞ্চম সন্তান। ২০১৪ থেকে সে হাড়ের ক্যানসারে ভুগছে। ১১ বছর ধরে মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এমন মারণ রোগ তার শরীরে বাসা বাঁধলেও পড়াশুনা বন্ধ হয়নি।

> হাড়ের ক্যানসারে ভুগছি। সুগারও রয়েছে। নিয়মিত ওষুধ চলছে। মাঝেমধ্যে শরীর ব্যথা করে। তবুও পড়াশোনা ছাড়িনি। অন্তত স্নাতক অবধি পড়তে চাই।
>
> আক্রান্ত কিশোর

পরীক্ষা ভালো হয়েছে বলে জানিয়েছে ওই কিশোর। তার বক্তব্য, 'হাড়ের ক্যানসারে ভুগছি। সুগারও রয়েছে। নিয়মিত ওষুধ চলছে। মাঝেমধ্যে শরীর ব্যথা করে। তবুও পড়াশোনা ছাড়িনি। অন্তত স্নাতক অবধি পড়তে চাই।'

হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান রানার কথায়, 'ছেলেটি পড়াশোনায় মোটামুটি ভালোই। নিয়মিত মাদ্রাসায় আসত।' চাঁদুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসা সেন্টারে এদিন নজরদারির দায়িত্বে থাকা শিক্ষক সাবির আলম জানান, বাকিদের মতো ছেলেটিও পরীক্ষা দিয়েছে। সে খুব ভালোই লিখেছে। হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা ফরিদা বেগম বলেন, 'ছাত্রটি অন্যদের সঙ্গে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। ও সিক বেডের আবেদন করলে ভাবব।'

দ্বিতীয় দিনেও গোলাপ বিলি

গাজোল ও পুরাতন মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে লাল গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন গাজোল থানার আইসি আশিস কুণ্ডু। এদিন সকাল থেকেই গাজোল শহর এলাকার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র গাজোল হাইস্কুল, রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়, শ্যামসুখী বালিকা শিক্ষানিকেতন, শিউচাঁদ পরমেশ্বরী বিদ্যামন্দির প্রভৃতি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান আইসি। পরীক্ষার্থীদের হাতে লাল গোলাপ তুলে দেওয়ার পাশাপাশি দেওয়া হয় একটি করে কলম, স্কেল এবং স্বচ্ছ কভার ফাইল।

এদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয়দিনে পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল মালদা থানার পুলিশ। পুলিশের ওই শুভেচ্ছা কর্মসূচি শহরের ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসা, কালাচাঁদ হাইস্কুল, বাচামারি জিকে হাইস্কুল এবং গৌড় ঘোষ বালিকা বিদ্যালয়ের মতো একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানে শিক্ষার্থীদের গোলাপ এবং কলম উপহার দেওয়া হয়। আইসি জানান, পরীক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতেই এই উদ্যোগ।

শৃঙ্খলার ছবি রায়গ্রাম হাইস্কুলে

মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি : একটা সময় ছিল যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা মানেই খবরের শিরোনামে থাকত ইংরেজবাজারের অমৃতি পঞ্চায়েতের রায়গ্রাম হাইস্কুল। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, বাইরে থেকে টুকলি জোগান দেওয়া সব অভিযোগই বারবার উঠে এসেছে। গত বছর মাধ্যমিকের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এই স্কুলে ছুটে গিয়েছিলেন খোদ পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এবছর প্রথম দুটো পরীক্ষায় একদম অন্য ছবি বহু চর্চিত এই রায়গ্রাম হাইস্কুলে।

বছরের অন্যদিনে রায়গ্রাম হাইস্কুলের সামনে বহু দোকান বসে। ভিড় থাকে অভিভাবকদেরও। তবে পর্ষদের গাইডলাইন মেনে স্কুল চত্বর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত দোকান। দুপুর সাড়ে বারোটা। রায়গ্রাম হাইস্কুল চত্বরে টু শব্দটুকু নেই। আশেপাশের পুলিশকর্মীদের দিকে নজর না গেলে বোঝা মুশকিল স্কুল খোলা রয়েছে কি না। শুধু স্কুলের সামনে নয়, স্কুল চত্বরের পেছনেও মোতায়েন রয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ার। এক বিক্রেতা নিভা সরকার জানান, 'আমরা প্রতিদিনই স্কুলের সামনে দোকান করি। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আমাদের দোকান সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন স্কুল থেকে অনেকটা দূরে মাঠে দোকান করতে হচ্ছে। অভিভাবকদেরও স্কুল চত্বর থেকে সরিয়ে এই মাঠেই বলতে বলা হয়েছে।'

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, 'গাইড লাইন অনুযায়ী স্কুল চত্বরের ২০০ মিটার এলাকা আমাদের ফাঁকা রাখতে বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী অস্থায়ী দোকানগুলো স্কুলের সামনে থেকে সরানো হয়েছে।'

শুনসান রায়গ্রাম হাইস্কুল চত্বর। মঙ্গলবার ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

পারিশ্রমিক না দেওয়ায় ঘেরাও কন্ট্রোলার

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগস্ট মাসে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সেই পরীক্ষায় ডিউটি দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীরা। অভিযোগ তাদের কারও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। আজ পারিশ্রমিক অবিলম্বে প্রদানের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপপরীক্ষা নিয়ামক শুভময় ভৌমিককে ঘেরাও করে রাখেন সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির সদস্যরা। পরে আশ্বাস পাওয়ার পর ঘেরাও মুক্ত করেন।

আন্দোলনরত কর্মী সুবীর চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা অগাস্ট মাসে পরীক্ষার ডিউটি দিয়েছি, কিন্তু এখনও পারিশ্রমিক পাইনি। অথচ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি। তাঁর দাবি, প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা তাঁরা পাবেন। যদিও উপপরীক্ষা নিয়ামক শুভময় ভৌমিক এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।'

উপপরীক্ষা নিয়ামক শুভময় ভৌমিক জানান, 'পরীক্ষার ফি বাবদ ছাত্রছাত্রীদের থেকে কিছু অর্থ কালেকশন হয়। সেই অর্থ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে ডিস্টিবিউট হয়। সেন্টার ইনচার্জের মাধ্যমে পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন হয়। ওনারা রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। আশাকরি শীঘ্রই সমস্যা মিটবে।'

জেলা ক্রীড়ায় সেরা রুবেলকে সংবর্ধনা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : মালদা জেলা প্রাথমিক শিশু ক্রীড়ায় সাফল্য লাভ করায় হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্রের তরফে মিলনগর প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া রুবেল হোসেনকে সংবর্ধনা জানানো হল। এদিন দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয়ে পরিদর্শকের কার্যালয়ে পুষ্পস্তবক, শংসাপত্র সহ অন্য ক্রীড়া সহায়ক সামগ্রী রুবেলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এপ্রসঙ্গে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তারক মণ্ডল বলেন, 'আমাদের সার্কেলের তরফে মেধাবী ক্রীড়াবিদ রুবেল হোসেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। আশা করব রাজ্যস্তরের খেলাতে ও খুব ভালো ফলাফল করবে এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

বিজেপির বিজয় উৎসব

কুমারগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : কুমারগঞ্জ বিজেপি চার নম্বর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে মোহনা ও মোমিনপুরে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় উপলক্ষ্যে বিজয় উৎসব পালিত হয়। আবির খেলায় মেতে ওঠেন কর্মীরা। পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি বাপি দেব সহ অনেকেই।

কাটমানিতে অভিযুক্ত নেতার গাড়ির চালক

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১১ ফেব্রুয়ারি : আবাস সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে কাটমানি চাওয়া এবং হুমকির অভিযোগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে। চাঁচল ২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সভাপতি বাদল সাহার গাড়ির চালক ইমরুল কয়েস। তার বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত দায়ের করেছেন উপভোক্তারা।

ধানগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জিয়াগাছি গ্রামের বাংলা আবাসের একাংশ উপভোক্তার অভিযোগ, সভাপতির গাড়ির চালক ইমরুল আবাস যোজনার কাগজ জমা নিচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি জানান, ঘর পেতে গেলে তাকে টাকা দিতে হবে। আবাস তালিকায় নাম থাকা এক উপভোক্তার কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা নেন তিনি। তারপর আবার কুড়ি হাজার টাকা দাবি করেন। কিন্তু ওই উপভোক্তা ঘরের টাকা পাননি। আবার আরেক পরিযায়ী শ্রমিকের কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা দাবি করেন ঘরের জন্য। কিন্তু তিনি টাকা দিতে না পারায় ঘর পাননি। এছাড়াও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুধু আবাস নয়, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে সাধারণ মানুষের কাছে টাকা চান সভাপতির গাড়ির চালক। প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে এতটা সাহস তিনি পেলেন কীভাবে।

অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার এলাকায় তদন্তে যায় চাঁচল থানার পুলিশ। অভিযোগকারী শামসুল হকের বক্তব্য, 'আমাকে প্রথমে বলেছিল কংগ্রেস করি বলে ঘর পাব না। তারপর টাকা চেয়েছিল। আমরা কেন টাকা দেব ঘরের জন্য?' আরেক অভিযোগকারী তারিকুল ইসলাম জানান, 'আমার কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছিল। কিন্তু তালিকাতে নাম থাকা সত্ত্বেও ঘর পেলাম না। পুলিশ ব্যবস্থা নিক।' যদিও অভিযুক্ত গাড়ির চালক ইমরুল কায়েসের দাবি, 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। উলটে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল।' আর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহার দাবি, 'আমাকে বদনাম করার চক্রান্ত বিরোধীদের।'

নম্বরপ্লেটহীন ট্র্যাক্টরের দাপট বৈষ্ণবনগরে

এম আনওয়ার উল হক

বৈষ্ণবনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি : নম্বরপ্লেট ছাড়া ট্র্যাক্টরের দাপটে অতিষ্ঠ বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দারা। বালি ও পাথর বোঝাই করে গ্রামের পথ ধরেই প্রায় দিনরাত চলছে নম্বরপ্লেটহীন ট্র্যাক্টর। মঙ্গলবার দুটি ট্র্যাক্টর আটক করার চেষ্টা করেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। কিন্তু দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় গাড়ি দুটি। এতেই আতঙ্কিত অনেকে। প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে এমন কাজ চলছে কীভাবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। বৈষ্ণবনগর থানার ১৮ মাইলের বাসিন্দা তারেক রহমান বলেন, 'লক্ষ্মীপুর, নতুনটোলা এলাকায় বৈষ্ণবনগর থানার কয়েকজন সিভিক নম্বরপ্লেটহীন দুটি ট্র্যাক্টর আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু একজন চালক বেপরোয়াভাবে বেরিয়ে যায়। একটি গাড়ি আটকানো হলে কিছুক্ষণ পরে সেটিও প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে যায়। একটু হলেই সিভিকদের ক্ষতি হয়ে যেতে পারত।'

আরেক বাসিন্দা অর্জুন হালদার জানান, 'নম্বরবিহীন ট্র্যাক্টরগুলি অবৈধভাবে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা হয়ে ঝাড়খণ্ড থেকে পাথর নিয়ে আসছে। ফলে পথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে চিহ্নিত করা বেশ অসুবিধাজনক। পুলিশ প্রশাসনকে এইসব ট্র্যাক্টর আটকাতে তৎপর হতে হবে।'

কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়জল রাজা বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' বেশ কিছুদিন ধরেই বৈষ্ণবনগর এলাকায় পাথর বা বালিবোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ ট্র্যাক্টর। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে পাথর ও বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পুলিশের নজর এড়াতে ট্র্যাক্টরগুলি জাতীয় সড়ক থেকে গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়ছে। মাঝেমধ্যেই কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়াররা ওই ট্র্যাক্টরগুলি আটকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে বলে খবর। তাঁদের দেখলেই ট্র্যাক্টরচালকরা দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাচ্ছে।

মহানাম কীর্তন শুরু

কালিয়াগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : মহেন্দ্রগঞ্জ নাটমন্দিরে মহানাম সংকীর্তন শুরু হল কালিয়াগঞ্জে। ৬৪ প্রহর ব্যাপী চলা এই উৎসব এবছর ৭২ বছরে পড়ল। মঙ্গলবার বিকেলে কালিয়াগঞ্জ ৬৪ প্রহর নামযজ্ঞ সমিতির পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। সংগঠনের সম্পাদক প্রকাশ কুণ্ডু বলেন, 'এই ক'দিন ধরে নামসংকীর্তনের পাশাপাশি মেলারও আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবার জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলা থেকেও প্রচুর মানুষ এই উৎসবে শামিল হন। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে মাইকের আওয়াজে যাতে পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে।'

সদ্যোজাত কোলে কেন্দ্রে

বুনিয়াদপুর ও রতুয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে মায়ের কোলে রেখে মঙ্গলবার ইংরেজি পরীক্ষা দিল বছর সতেরোর মণিকা ইয়াসমিন। সে দৌলতপুর হাইস্কুলের ছাত্রী। এদিন পরীক্ষা ভালো দিয়েছে বলে জানিয়েছে মণিকা। যদিও তিন ঘণ্টা দিদার কোলে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে শিশুটি।

অন্যদিকে, মাদ্রাসা বোর্ডের আরবি পরীক্ষার দিন সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দিল মেনকা খাতুন নামে এক পরীক্ষার্থী। মেনকা বাটনা হাই মাদ্রাসার পরীক্ষার্থী। তার পরীক্ষাকেন্দ্র ভগবানপুর হাই মাদ্রাসা। সোমবার রাতে প্রসবযন্ত্রণা উঠলে তাকে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভোর চারটে নাগাদ সে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। আজ সদ্যোজাতকে কোলে নিয়ে পরীক্ষা দেয় মেনকা।

রাস্তার কাজের সূচনা বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে বাকি ৭০০ মিটার বেহাল রাস্তার কাজের সূচনা করা হল সোমবার।

এদিন দুপুরে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের চকমাধব কুতুবপুর এলাকার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাকি রাস্তার কাজের সূচনা করা হল। কাজের সূচনা করলেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার। এই রাস্তা তৈরির জন্য রেগুলেটেড মার্কেটিং কোম্পানির তরফ থেকে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মেঝেতে বসেই লিখল বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রী

বুনিয়াদপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : শারীরিক অক্ষমতা ৭৫ শতাংশ। গলব্লাডার অপারেশনের পরেই সেই অক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। তারপরেও হাল ছাড়েনি ছাত্রী। পুলিশে চাকরি করার স্বপ্ন তার ছোটবেলা থেকেই। লক্ষ্যপূরণে সদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওই ছাত্রী। সেই যাত্রায় মঙ্গলবার বেঞ্চে বসতে না পারলেও মেঝেতেই বসে ইংরেজি পরীক্ষা দিয়েছে সে।

বংশীহারী কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল বিশেষভাবে সক্ষম এই পরীক্ষার্থী। সিডব্লিউএসএন (চিল্ড্রেন উইথ স্পেশাল নীডস) ছাত্রীটি গঙ্গারামপুর থানা এলাকার এক হাইস্কুলের বছর ১৭ এর ছাত্রী। তার পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে বংশীহারীরই এক স্কুলে। অন্য পরীক্ষার্থীদের মতো একই সময়ে পরীক্ষা শুরু হলেও তার জন্য অতিরিক্ত ৪৫ মিনিট বর্ধিত সময় ধার্য হয়েছে রাজ্য মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে। মঙ্গলবার ভালোভাবে দ্বিতীয় দিন ইংরেজি পরীক্ষা দিয়েছে ওই ছাত্রী।

আড়াই বছর বয়স থেকে সে বসে থাকতে পারলেও হাঁটতে পারত না। কাউকে অবলম্বন করে হাঁটতে হত। সেই প্রতিবন্ধকতাকে ভ্রূক্ষেপ না করেই মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে সে। তার পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে বসে রয়েছে বাবা-মা। কখন মেয়ে পরীক্ষা শেষে ফিরে আসবে।

রতুয়ায় অসুস্থ পরীক্ষার্থী

রতুয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাদ্রাসা বোর্ডের আরবি পরীক্ষা চলাকালীন মঙ্গলবার অসুস্থ হয়ে পড়ে শুকতারা খাতুন নামে এক পরীক্ষার্থী। শুকতারার বাড়ি রতুয়া-২ ব্লকের রানিনগর এলাকায়। তাকে তড়িঘড়ি সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দেয় শুকতারা। সে রানিনগর হাই মাদ্রাসার ছাত্রী। তার সিট পড়েছে ভগবানপুর হাই মাদ্রাসায়। পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ শুকতারার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানেই সে বেডে বসে পরীক্ষা দেয়।

এদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সায়েমা খাতুন সোমবার রাতে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়। সায়েমার বাড়ি রতুয়ার ভাদো এলাকায়। মঙ্গলবার কিছুটা সুস্থ বোধ করলে তাকে তার পরীক্ষাকেন্দ্র সামসী এগ্রিল হাইস্কুলে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ইংরেজি পরীক্ষা চলাকালীন সে ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে তাকে স্থানীয় সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এগ্রিল হাইস্কুলের ছাত্র রিজওয়ান রহমান এদিন পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পরীক্ষাকেন্দ্র বৈদ্যনাথপুর হাইস্কুল থেকে তাকেও নিয়ে যাওয়া হয় সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

মোবাইল আটক, বহিষ্কার চার

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার গোয়ালপোখর নন্দঝাড় হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন চার পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই চারজন গোয়ালপোখরের লোধন হাইস্কুলের পড়ুয়া। মোবাইল উদ্ধারের ঘটনায় স্কুলে শোরগোল পড়ে যায়।

এদিন ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা আগে চার ছাত্রের থেকে মোবাইল ধরা পড়ে। এই চার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী একটি কোচিং সেন্টারে পড়ত। মোবাইলে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে পাঠিয়ে দেয় ওই কোচিং সেন্টারের গ্রুপে। পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকেরা বিষয়টি বুঝতে পেরে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

জেলা মাধ্যমিক পরীক্ষার আহ্বায়ক বিকাশ দাস জানান, 'গোয়ালপোখরে একটি ভেনুতে চার পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল উদ্ধার করে সেগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুসারে, ওই চারজনের পরীক্ষা বাতিল হওয়ার কথা। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে পর্ষদ।'

বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা

বামনগোলা, ১১ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাইক সহ এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বাইকে আরোহী ছিল আরও একজন পরীক্ষার্থী। এক পরীক্ষার্থীর তেমন কিছু না হলেও শুভ মাহাতো নামে এক পরীক্ষার্থী গুরুতর জখম হয়। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কের মাঝে মাহাতো মোড় এলাকায়। দুই পরীক্ষার্থীকে উদ্ধার করে বামনগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর জখম পরীক্ষার্থী শুভ মাহাতোকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। মহেশপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র শুভ মাহাতোর বাড়ি ছাইতনতলা এলাকায়। তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল বামনগোলা উচ্চবিদ্যালয়ে। এদিন পরীক্ষা শেষে নিজের এলাকারই অপর এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু পথে একটি টোটোর সঙ্গে তার বাইকের ধাক্কা লাগে।

স্থানীয়দের দাবি, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাইক চালিয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়া উচিত নয়। বিষয়টি নিয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকা প্রয়োজন।

পরিদর্শনে কর্তারা

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে করাতে মঙ্গলবার বালুরঘাট শহরের পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে দেখলেন পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ অন্য পুলিশকর্মীরা পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে দেখেন। এদিকে যানজট কমাতে শহরে ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। যাতে পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় না পড়ে।

জমিজটে থমকে রাস্তা সংস্কার

শেখ পান্না

রতুয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : জমিজটে আটকে রয়েছে রতুয়া-১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বোঙ্কুটোলা গ্রামের রাস্তা। স্বাধীনতার পর প্রায় আট দশক হতে চললেও গ্রামে ঢোকার ৫০০ মিটার রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটের আগে রাস্তা মেরামতের প্রতিশ্রুতি মিললেও আজ পর্যন্ত কাজ হয়নি। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, বছরে দু'তিন মাস কোনওভাবে চলাচল করা যায়। তারপর সারাবছর বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকে। বিশেষ করে বর্ষার সময় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বাড়ির বাচ্চাদের জলকাদা ভেঙে স্কুলে যেতে হয়। খারাপ রাস্তার কারণে গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকে না। ফলে বর্ষার মরশুমে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রোগীকে খাটিয়া করে নিয়ে যেতে হয়।

বোঙ্কুটোলার বাসিন্দা সরোজ যাদব বলেন, 'গ্রামে ২৫০টি পরিবার বসবাস করে। এই রাস্তা দিয়ে বিহারে যেতে হয়। রাস্তা সংস্কারের জন্য এলাকার নেতা থেকে শুরু করে আধিকারিকদের বারবার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।'

দুর্ভোগ যন্ত্রণা। মঙ্গলবার রতুয়ায় তোলা সংবাদচিত্র।

জগদীশ যাদবের অভিযোগ, 'এলাকার বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়েছে। কিন্তু এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য এক ডালি মাটিও পড়েনি। এলাকার নেতা থেকে শুরু করে রতুয়ার বিধায়ক সবাইকে রাস্তা সংস্কারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ রাস্তা সংস্কারের জন্য এগিয়ে আসছেন না। রাস্তা সংস্কারের কাজ কবে হবে কেউ জানে না।'

এপ্রসঙ্গে মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মঞ্জু রায়ের দাবি, 'আমরা রাস্তা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার দারবারি যাদব নামের এক স্থানীয় বাসিন্দার বক্তব্য, গ্রামের মানুষ তাঁর পৈতৃক জমির ওপর দিয়ে যাতায়াত করছেন। সেখানে সরকারি কোনও জমি নেই। জমি না থাকার কারণে রাস্তাটি ঢালাই করা যাচ্ছে না।'

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, জয়হাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর আসন্ন ৬ (ছয়) জন (সংরক্ষিত-মহিলা-২ জন, তঃ জাতি/তঃ উপজাতি-১ জন) পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ সাধারণ সভা আগামী ৩০.০৩.২০২৫ তারিখ রবিবার বেলা ০৯ ঘটিকার সময় সমিতির কার্যালয় প্রাঙ্গনে (ঠিকানা ঃ গ্রাম ও পোঃ- জয়হাট, থানা- ইটাহার, জেলা- উত্তর দিনাজপুর) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় যোগদানের জন্য সমিতির সদস্যগণকে অনুরোধ জানানো যাইতেছে। সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত নির্বাচন নির্ঘণ্ট ঃ ১) মনোনয়নপত্র বিলি ও পেশ- ০৩.০৩.২০২৫ তারিখ থেকে ০৪.০৩.২০২৫ পর্যন্ত। ২) মনোনয়ন পত্র নিরিক্ষন ও বৈধ মনোনয়নের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ- ০৬.০৩.২০২৫ ৩) মনোনয়ন পত্র/প্রার্থীপদ প্রত্যাহার ও চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ- ০৭.০৩.২০২৫ বিস্তারিত জানতে সমিতির কার্যালয় বা সমবায় অধিকার, উঃ দিনাজপুর রেঞ্জ অফিসে যোগাযোগ করুন।

তাং- ১১.০২.২০২৫
স্বাঃ- সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক
জয়হাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
উত্তর দিনাজপুর

উদ্ধার অপহৃত দুই ছাত্রী

ফেসবুকে প্রেমের ফাঁদে পা দেওয়ার জের, ধৃত অভিযুক্তরা

সাজাহান আলি

পতিরাম, ১১ ফেব্রুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণাচক্র ক্রমেই আগ্রাসী হয়ে উঠছে। প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে প্রায়শই বিপদে পড়ছে কিশোর-কিশোরীরা। অনেকেই আবার হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার জগতে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অনেককেই উদ্ধার করলেও ফাঁদে পা দেওয়ার প্রবণতা কমছে না। এমনভাবে মোবাইলে প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে চলতি বছর দুটি পৃথক ঘটনায় অপহৃত হতে হয়েছিল পতিরামের দশমের দুই নাবালিকা পড়ুয়াকে। অবশেষে দুই ভিনজেলা থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দুই নাবালিকাকেও উদ্ধার করে হোমে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি থেকে উদ্ধার করা হয় অপহৃতদের। তাদের সোমবার রাতে পতিরাম থানায় নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার সকালে তাদের বালুরঘাট সিডব্লিউসিতে পাঠানো হয়েছে। ধৃত ২ তরুণকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হয়েছে।

> দুই ছাত্রীকে পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি থেকে উদ্ধার করা হয়। আজ বালুরঘাট সিডব্লিউসিতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্তকে বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়েছে।
>
> সৎকার স্যাংবো
> ওসি, পতিরাম থানা

উল্লেখ্য, গত ৬ ফেব্রুয়ারি পতিরাম থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বছর ষোলোর ছাত্রী বাড়ি থেকে টিউশন পড়তে বেরিয়ে আর ফেরেনি। বহু খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অন্যদিকে, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি একই বয়সের আরেক নাবালিকা রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। দুটি পৃথক অভিযোগের সূত্র ধরে ও মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে পতিরাম থানার পুলিশ জানতে পারে দুই নিরুদ্দেশ ছাত্রী পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলায় রয়েছে।

পতিরাম থানা পুলিশের দুটি বিশেষ দল ওই জেলা দুটির স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় দুই ছাত্রীকে উদ্ধার করে। অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে পতিরাম থানায় নিয়ে এসেছে। ধৃতদের নাম গণেশ হাঁসদা (২০) ও বিশ্বজিৎ দুলা (১৮)। গণেশের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের নলবোনায়। বিশ্বজিতের বাড়ি হুগলির শিবপুরে।

তদন্তকারী অফিসাররা জানিয়েছে, ফেসবুকে ফাঁদ পেতে দুই অভিযুক্ত তরুণ দক্ষিণ দিনাজপুরের এই দুই নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার অভিনয় শুরু করে। প্রতারণার ফাঁদ পেতে দুই ছাত্রীকে দক্ষিণ দিনাজপুরের দুটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে নিয়ে যায়। যাইহোক, শেষপর্যন্ত পতিরাম থানার পুলিশের তৎপরতায় দুই ছাত্রী উদ্ধার হয়ে ফিরে আসে।

পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো মঙ্গলবার জানান, 'দুই ছাত্রীকে পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি থেকে উদ্ধার করা হয়। আজ বালুরঘাট সিডব্লিউসিতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্তকে বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

মেলার সামনে থেকে উধাও জামাইয়ের বাইক

গঙ্গারামপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : শ্বশুরবাড়ির সামনে বাইক রেখেছিলেন। তারপর শ্যালক ও শ্যালিকাদের নিয়ে মেলায় গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন বাইকটি নেই। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুরের ধলদিঘিতে।

গাজোল থানা এলাকার বাসিন্দা সেলিম মিনাজ। উরস উৎসব মেলা উপলক্ষ্যে গত রবিবার ধলদিঘিতে শ্বশুরবাড়িতে আসেন সেলিম। ওই রাতে শ্বশুরবাড়ির সামনে বাইক রেখে মেলায় যান তারা। এসে দেখেন, বাইকটি নেই। এবার জামাইয়ের বাইক খুঁজতে নাস্তানাবুদ অবস্থা শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের। অবশেষে মঙ্গলবার পুলিশের দ্বারস্থ হন তাঁরা।

সেলিমের আত্মীয় ইসতিয়ার আলম মিয়াঁর বক্তব্য, 'আমাদের ধলদিঘিতে উরস উৎসব ঘিরে মেলা বসেছে। মেলা দেখতে আমার বোনজামাই এসেছিল। গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি সামনে বাইক রেখে মেলায় গিয়েছিল। মেলা থেকে বাড়ি ফিরে দেখছে বাইকটি নেই। বিষয়টি জানার পর অনেক রাত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেছি। কোথাও বাইকের হদিস না পেয়ে বোনজামাইকে সঙ্গে নিয়ে থানায় হাজির হয়েছি।' সেলিম মিনাজ বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেও বাইকটি পাইনি। বাধ্য হয়ে আজ থানায় এসেছি।'

লরির ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু

ডালখোলা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাড়ির সামনে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ডালখোলার রানিগঞ্জে। মৃতের নাম ডলি সিংহ (৫৪)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, রানিগঞ্জ থেকে দোমোহনা যাওয়ার রাস্তায় মন্দিরে দাঁড়িয়েছিলেন ডলি। রাস্তাটি তাঁর বাড়ি সংলগ্ন। ওই সময় একটি লরি পণ্য নামিয়ে পিছিয়ে আসার সময় ধাক্কা মারে ডলিকে। মাথায় চোট লাগে তাঁর। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে কিশানগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে তাকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন আত্মীয়রা। পথে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকরা জানান, ডলি মৃত।

অন্যদিকে, ঘাতক লরিটিকে আটক করার পাশাপাশি লরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ।

বাজারে উপচে পড়া প্লাস্টিক

পুরাতন মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি : পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর পঞ্চায়েত লাগোয়া কালীতলা বাজারের ডাস্টবিনে আবর্জনা উপচে পড়ছে। এই নিয়ে এলাকায় চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ওই ডাস্টবিন নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না বলেন প্রতিনিয়ত আবর্জনা জমতে জমতে পাহাড় হয়ে উঠেছে। কাক, গোরু, ছাগল সেখানে খাবার খুঁজতে গিয়ে আবর্জনা আরও ছড়িয়ে ফেলে। পঞ্চায়েত-প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে নজর দিচ্ছে না বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা রূপা দাস বলেন, 'বাজারের পাশে আবর্জনা জমে থাকে। ডাস্টবিনে আবর্জনা উপচে পড়ছে। কেউ দেখার নেই। আমরা চাই এলাকার পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকুক।' যদিও ডাস্টবিন নিয়মিত পরিষ্কার না করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি সাহা দাস। তিনি বলেন, 'সাফাইকর্মীরা নিয়মিত সাফাই করে থাকেন। কোথাও কোনও সমস্যা হলে খতিয়ে দেখা হবে।'

বড় আদরের...

বাস্তবের অপু-দুর্গা। পরম স্নেহে ভাইকে খাওয়াচ্ছে দিদি। মঙ্গলবার রায়গঞ্জে। - দিবাকর সাহা

দুষ্কৃতীদের হুমকিতে ঘরছাড়া গৃহবধূ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল প্রতিবেশী দুই তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করায় ওই দুষ্কৃতীদের হুমকির জেরে ভয়ে ঘরছাড়া রায়গঞ্জ থানার প্রত্যন্ত গ্রামের সেই বধূ। ২২ দিন ধরে পাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন ওই তিনি। ঘটনায় প্রশ্নের মুখে জেলা পুলিশ প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লাগাতার হুমকির জেরে ওই গৃহবধূর স্বামীও ঘরছাড়া। অভিযোগ, তার শ্বশুরবাড়ি সহ পুকুর, জায়গার দখল নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে নির্দিষ্ট নাম ধরে অভিযোগ করলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বাড়িতে স্বামী না থাকার সময় ওই গৃহবধূ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেসময় টেনেহিঁচড়ে তাঁকে বাড়ির লাগোয়া জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে দুই তরুণ।

তাঁর চিৎকারে ছুটে আসে এলাকার বাসিন্দারা। এরপর দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে গা-ঢাকা দেয়। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর থেকেই অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য দুষ্কৃতীরা হুমকি দিচ্ছে। এমনকি প্রাণনাশের হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। হুমকির জেরে স্বামীকে নিয়ে পাশের গ্রামের বাবার বাড়িতে রয়েছেন। কিন্তু সেখানেও হামলার ভয়ে তটস্থ হয়ে রয়েছেন তিনি। অভিযোগ জানানোর পরেও দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্য এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। উলটে ওই গৃহবধূর বাবার বাড়ির ও তার প্রতিবেশী যারা পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

রায়গঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'আজ আমাকেও একটি অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তরা পার পাবে না। যে করেই হোক তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নজরদারি।। শিলিগুড়ির লেকটাউনে ছবিটি তুলেছেন দেবব্রত মিত্র।

সীমানা প্রাচীর নিয়ে বিবাদ

বৈষ্ণবনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাড়ির সীমানা প্রাচীর দেওয়াকে কেন্দ্র করে মারধরে একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। তাকে নন্দলালপুর থেকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম সাদিকুল ইসলাম। বাড়ি নন্দলালপুরে।

৭ ফেব্রুয়ারি সাহিদা বেগম নামে এক গৃহবধূর সঙ্গে বাড়ির সীমানা প্রাচীর দেওয়াকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল বাধে প্রতিবেশী সাদিকুল ইসলামের সঙ্গে। গণ্ডগোলের সময় সাহিদা বেগমকে মারধরের অভিযোগ ওঠে সাদিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে। ওইদিনই বৈষ্ণবনগর থানায় সাহিদা বেগম সাদিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে। তদন্ত করে গ্রেপ্তার করে।

বেপরোয়া গতির বলি দুই তরুণ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : সোমবার গভীর রাতে বাইকের সঙ্গে সাইকেলের ধাক্কায় মৃত দুই। গুরুতর আহত আরও দুই। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা পঞ্চায়েতের দেগুন গ্রামে একটি ইটভাটার সামনে। মৃত দুই তরুণের নাম অখিলেশ যাদব (৩৫) ও রীতেশ মণ্ডল (২৮)। অখিলেশের বাড়ি দেগুন এলাকায়। তিনি ছিলেন ইটভাটার শ্রমিক। রীতেশের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের দক্ষিণ গৌরীপুরে। গুরুতর আহত হয়েছেন দক্ষিণ রামপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রতাপ ব্যাধ (২৫) ও সুজিত মণ্ডল (২৩)। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাইকে করে তিন বন্ধু প্রতাপ, সুজিত ও রীতেশ ভালুকা থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে অখিলেশ ইটভাটায় কাজ করে সাইকেল নিয়ে দেগুন এলাকায় বাড়ি যাচ্ছিলেন। ভাটার সামনে বেপরোয়া গতিতে ছুটে এসে প্রতাপদের বাইকটি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে।

স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁদেরকে উদ্ধার করে মালদা বাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সাইকেলচালক ও বাইকচালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত দুইজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেলে স্থানান্তর করেন।

মাছ ধরায় মাঝিকে মার, গ্রেপ্তার ১

বৈষ্ণবনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গা নদীতে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে মাঝিকে মারধর করায় একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। খেজুরিয়ার নিউ কলোনি এলাকা থেকে তাকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করে।

সোমবার সকালে নদীতে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে শ্রীদাম হালদার নামে এক মাঝিকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী রাজেশ হালদার সহ তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। শ্রীদাম হালদার গতকালই বৈষ্ণবনগর থানায় রাজেশ হালদার সহ তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত করে গ্রেপ্তার করে রাজেশ হালদারকে। ধৃতের বাড়ি খেজুরিয়া নিউ কলোনি এলাকায়।

আগামী ৪ দিনে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে

পতিরাম, ১১ ফেব্রুয়ারি : কনকনে ঠান্ডার দিন অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছে। এখন ভোরের দিকে একটু ঠান্ডা-ঠান্ডা মনে হয়। বেলা হলে বোঝা যায় জ্বালাপোড়ার দিন শুরু হতে খুব বেশি দেরি নেই।

মঙ্গলবার মাঝিয়ান হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সেই বার্তাই দিল। এদিন তারা জানিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় শীতের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে।

দুই জেলায় আগামী পাঁচদিন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি থেকে ২৮ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি থেকে ১৬ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাঘুরি করবে। আকাশ থাকবে ঝলমলে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকতে পারে সর্বোচ্চ ৫৬ থেকে ৫৫ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৩৫ থেকে ৩১ শতাংশ। এই সময় উত্তর, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হালকা হাওয়া বইবে। বাতাসের গতিবেগ থাকবে প্রতি ঘণ্টায় এক থেকে ছয় কিলোমিটার। দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে মাঝিয়ান। আগামীদিনে দুই জেলাতেই দুটি তাপমাত্রা বাড়বে।

আত্রেয়ীর ভাঙা বাঁধে সেচ দপ্তরের তৎপরতা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : বর্ষার আগেই আত্রেয়ীর ভাঙা ড্যাম সারিয়ে ফেলতে তৎপর হল জেলা প্রশাসন। আর ওই সংস্কারের কাজ শুরু করতে বালুরঘাটে এলেন সেচ দপ্তরের রাজ্যের সেন্ট্রাল ডিজাইন অফিসের আধিকারিকরা। তার আগে জেলা সেচ দপ্তরে এক বৈঠক করেন তাঁরা। নতুন করে ওই ড্যামের পশ্চিমদিকে এই ডিজাইন করা হচ্ছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই এই ডিজাইন জেলা সেচ দপ্তরের কাছে এসে পৌঁছালে, সেই মোতাবেক টেন্ডার করে সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে এদিন সেচ কর্তারা জানান। এদিন পরিদর্শনে আসেন সেন্ট্রাল ডিজাইন অফিসের এগজিকিউটিভ অফিসার পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর উজ্জ্বল মণ্ডল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃত্যুঞ্জয় কুমার প্রমুখ।

২০২৩ সালের শেষেই আত্রেয়ীর জল ধরে রাখতে নদীবরাবর স্বল্প উচ্চতার ড্যাম তৈরি কাজ প্রায় শেষ হয়। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে বাঁধ উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একবছরের মধ্যেই ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ড্যামের একাংশ ভেঙে পড়ে। গত রবিবার রাতে ড্যামের পাশেই নির্মিত বাঁধ ও কংক্রিটের সিঁড়ি ভেঙে জলে তলিয়ে যায়। পরে নদীর উপর নির্মিত স্লুইস গেট ও ড্যামের লোহার কংক্রিটও ভেঙে পড়েছে। যা নিয়ে রাতভর হইচই বালুরঘাট শহরে। স্থানীয় বাসিন্দারা গোটা রাত আতঙ্কেই কাটিয়েছেন।

ভেঙে পড়া বাঁধে সেচ কর্তারা। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

পিনাকী চট্টোপাধ্যায় জানান, 'ড্যামের মূল অংশ অক্ষত রয়েছে। কোনও কারণে পাশ দিয়ে জল ঢুকে যাওয়ায় এই বিপত্তি হয়েছে। ডিজাইনের ভুল হয়নি। নদীর স্রোত নিজের মতো চলে, তাই ডানদিক দিয়ে বয়ে যাওয়ার ফলেই এই সমস্যাটি হয়েছে। আমরা নতুন করে ডিজাইন করছি। বাকিটা এগজিকিউটিভ বলতে পারবেন।' মৃত্যুঞ্জয় কুমারের কথায়, 'সেন্ট্রাল ডিজাইন টিম বিষয়টি দেখছেন। তাঁরা এখানকার ড্রয়িং করবে। এই সপ্তাহেই তাঁরা আমাদের কাছে ফাইনাল রিপোর্ট পাঠাবে। আমরা তার ভিত্তিতে টেন্ডার করে ফের কাজ করব। এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে। ড্যামের মূল অংশের ক্ষতি হয়নি। স্ট্রাকচারাল ভেঙে এটা সমস্যা হয়েছে। সিঁড়ি কংক্রিট ছিল। যেভাবে শিডিউল ছিল, সেভাবেই কাজ হয়েছে।'

জামিন মঞ্জুর কলেজ শিক্ষকের

বুনিয়াদপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেল হেপাজতে থাকা সরকারি কারিগরি কলেজের শিক্ষকের জামিন মঞ্জুর হল গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে।

গত ২৪ জানুয়ারি বংশীহারীর সরকারি কারিগরি কলেজের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। যে ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। অভিযোগ পেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত শিক্ষককে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষক রাতে ছাত্রীদেরকে অনলাইনে থাকতে দেখলেই ফোন ও চ্যাট করেন। বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করা ও কুপ্রস্তাবের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তার এহেন আচরণে একসময় পড়ুয়ারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এতেই সেই শিক্ষক হুমকি ও পেপারে ফেল করে দেওয়ার হুমকি দেয়। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই ঘটনার প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লিখিত অভিযোগ করে ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও ক্ষান্ত হয়নি ছাত্রছাত্রীরা। শেষমেশ শিক্ষকের গ্রেপ্তারের দাবিতে কলেজে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

আসামি পক্ষের উকিল সোহেল রানা জানান, 'জেল হেপাজতে থাকা শিক্ষককে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেছেন।'

যানজটে ভোগান্তি ডাঙারহাটে

কুমারগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : ডাঙারহাটে সাপ্তাহিক হাট বসে রাস্তার ওপরে। সপ্তাহে দু'দিন - সোম ও বৃহস্পতিবার। টোটো, বাস, অটো, লরি, বাইক, ভুটভুটি ও সাইকেলের পাশাপাশি মানুষের ঢল নামে হাটে। ওই দুই দিন বেলা তিনটের পর সেখানে ভয়ংকর যানজট তৈরি হয়। যানজটে আটকে পড়ে অ্যাম্বুল্যান্স, সেনার গাড়ি।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মোজাফফর রহমান সরকার বলেন, 'আমরা হাটের ভিতরের জায়গা আরও বড় করেছি। আগের তুলনায় পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হয়েছে। তবে পুরোপুরি সমস্যার মেটেনি। বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে।' বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল বলেন, 'সমস্যার কথা জানি। দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

থানায় শ্বশুর

বুনিয়াদপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : নিখোঁজ পুত্রবধূ ও নাতিকে খুঁজে না পেয়ে থানার দারস্থ শ্বশুর। চার বছরের ছেলেকে নিয়ে রবিবার নিখোঁজ হয় বংশীহারীর মহম্মদপুরের রেশমা শিরিন।

পরিবারের কর্তা ঝরু মোল্লার অভিযোগ, 'আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু বক্কর সিদ্দিক তাঁর ছেলে ও স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে ভিনরাজ্যে কর্মরত। রবিবার বিকেলে পুত্রবধূ তাঁর ছেলেকে নিয়ে মাঠে গোরু বাঁধতে যায়। সন্ধ্যা অবধি বাড়ি না ফেরায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের পাওয়া যায়নি।' মঙ্গলবার পুত্রবধূ ও নাতিকে খুঁজে পেতে বংশীহারী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বটকৃষ্ণপল্লিতে শুরু রাস্তা নির্মাণ

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে মঙ্গলবার বটকৃষ্ণপল্লিতে শুরু হল পাকা রাস্তার কাজ। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকার ওপরে। এই টাকা দিয়ে রাস্তা নির্মাণের পাশাপাশি হবে সৌন্দার্যায়ন। এদিনের রাস্তার কাজের সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, পূর্ত বিভাগের এমসিআইসি মহেশ পারখ সহ পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা।

স্বাধীনতার পরে এত বছর পরেও শহরের মধ্যে মাটির রাস্তা দিয়ে চলাচল করতেন বাসিন্দারা। বাম জমানায় বহুবার পুরসভায় দরবার করা হলেও কাজ হয়নি। বালুরঘাটের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড আবার পুর চেয়ারম্যান অশোক মিত্রের। আড়াই বছর আগে তৃণমূল নতুন বোর্ড গঠন করলে এলাকাবাসী সেখানে পাকা রাস্তার দাবি জানান। অবশেষে তাদের দাবিকে মান্যতা দেওয়া হল। রাস্তার কাজের সূচনা হওয়ায় বাসিন্দাদের মুখে হাসি চওড়া হয়েছে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে অশোক। - পঙ্কজ মহন্ত

পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের তরফে ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তার কাজ হচ্ছে। নতুন পাকা রাস্তা, পেভমেন্ট, পেভার ব্লক সহ একাধিক কাজ হচ্ছে। আমার ওয়ার্ডের বটকৃষ্ণপল্লিতে ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে পাকা রাস্তা সহ একাধিক কাজ করা হবে।' আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'এই এলাকার রাস্তা অত্যন্ত নীচু। স্বাধীনতার পর থেকে এতদিন পর্যন্ত বাসিন্দারা অত্যন্ত দুর্ভোগের মধ্যে যাতায়াত করছেন। আমাকে তারা বারবার পাকা রাস্তার কথা বলেছিলেন। তাই এদিন কংক্রিট রাস্তার কাজ শুরু হল।'

এলাকার বাসিন্দা শুভ্রা দাস জানান, 'বাম আমলে বহুবার এখানে পাকা রাস্তার দাবি জানিয়েছি। এমনকি দরখাস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। অবশেষে চেয়ারম্যানকে আমাদের সমস্যার কথা জানাই। পাকা রাস্তা হলে আমাদের অনেক উপকার হবে।'

বাইকের ধাক্কায় মৃত পথচারী

ডালখোলা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক পথচারীর। আহত হয়েছেন আরও দুইজন। মঙ্গলবার বিকেলে ডালখোলা থানার নিচিতপুর এলাকার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মৃত ব্যক্তির নাম রঘুনাথ মুর্মু (৫৫)। এদিন নিচিতপুরের আদিবাসীপাড়ার বাসিন্দা রঘুনাথ বাজারে যাওয়ার জন্য জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার ফলে বাইকে থাকা চালক ও আরোহীও আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তিনজনকেই উদ্ধার করে একটি বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা রঘুনাথ মুর্মুকে মৃত বলে জানিয়ে দেন।

এদিন মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ডালখোলা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় ডালখোলা থানার পুলিশ। ঘাতক বাইকটিকে পুলিশ আটক করেছে। তবে বাইকে থাকা চালক ও আরোহীর কোনও পরিচয় মেলেনি। তবে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ব্যাট হাতে হরিশ্চন্দ্রপুরের মাঠে প্রসূন

হারের পর মালদায় প্রথম এলেন

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : লোকসভা ভোটে হারের পর হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে অতিথি হিসেবে জেলায় প্রথম এলেন লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও পুলিশের অ্যাডভাইসারি কমিটিতে থাকা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফর নিয়ে পুলিশের তৃণমূলিকরণের অভিযোগে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা।

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের সুলতাননগরে কেএমএস ক্লাবের পরিচালনায় আট দিনব্যাপী টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। এই টুর্নামেন্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন জেলা পরিষদ সদস্য তথা এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা বুলবুল খান। ফাইনাল দেখতে এসে বুলবুল খানের প্রশংসায় কার্যত পঞ্চমুখ হন প্রসূন। এদিন ব্যাট হাতে তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ মাঠে প্র্যাকটিস করতেও দেখা যায়। আর এই নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ, চাকরি ছেড়ে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। হেরে গিয়ে জেলা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর উপস্থিতি প্রমাণ করে পুলিশ কতটা তৃণমূলের দলদাস। বিরোধীদের আরও অভিযোগ, খেলা হবে বলে তৃণমূল সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু সেটা পঞ্চায়েত এবং লোকসভা ভোটের মতোই হরিশ্চন্দ্রপুরে ব্যর্থ হবে।

খেলার মেজাজে প্রাক্তন পুলিশকর্তা। মঙ্গলবার তোলা সংবাদচিত্র।

এদিন খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'গ্রাম বাংলায় খেলাধুলার এমন পরিবেশ দেখে খুব ভালো লাগছে।' তবে রাজনীতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। যদিও খেলার মঞ্চ থেকে জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের গলায় কার্যত হুমকির সুরে বিধানসভা নির্বাচনে খেলা হবে। দিদিকে জেতাতে তাঁরা মাঠে নামতে সবরকমভাবে প্রস্তুত।

এ প্রসঙ্গে জেলার বিজেপি নেতা গৌরচন্দ্র মণ্ডলের কটাক্ষ, পুলিশ শাসকের দলদাসে পরিণত হয়েছে। এখন খেলার মাঠ থেকে পুলিশ প্রশাসনকে সামনে রেখে মানুষকে ভয় দেখাতে চাইছে। আর মানুষকে হুমকির সুরে জানিয়ে দিচ্ছে আগামী ভোটে খেলার মাধ্যমে সন্ত্রাস ছড়িয়ে ভোটে জিতবে।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৪ সংখ্যা, বুধবার, ২৯ মাঘ ১৪৩১

অবিশ্বাসের পাঁকে পতন

আপ ধরাশায়ী হওয়ায় চর্চায় এসেছে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না করার প্রসঙ্গ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলছেন, কংগ্রেসের হাত না ধরা কাল হয়েছে আম আদমি পার্টির। যদিও তাঁর দল দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল। তখন তৃণমূল নেত্রী বা তাঁর দল এই সতর্কবাণী কিন্তু আপ নেতৃত্বকে দেননি। ভোটের পরিসংখ্যান দেখে মমতাও বলছেন, আপ-কংগ্রেস সমঝোতা হলে অন্তত ১৪টি আসন পদ্মচিহ্নে চলে যেত না।

এই বিশ্লেষণ পুরোপুরি বেঠিক নয়। কিন্তু আপের পরাজয়ে এই বিশ্লেষণটি যথার্থ নয়। কারণ আরও অনেক আছে। প্রথমত, কবিতায় সেই নীতি পংক্তি স্মরণে আনা যেতে পারে- 'আপনারে বড় বলে, বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।' অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নিজের সম্পর্কে বড় ভাবনা ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি মানুষের আস্থায় চিড় ধরিয়েছিল।

গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেও মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেননি তিনি। আবার জামিনে মুক্ত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়েছিলেন। কেজরিওয়ালের ভাবনায় ছিল, তিনি যা করবেন, বিনা বাক্য ব্যয়ে দিল্লির জনতা তাতে সমর্থন জোগাবে। বাস্তবে এই আত্মম্ভরিতার জবাব দিয়েছেন দিল্লিবাসী। যেমন দলের একাংশের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হয়ে ২০১১-তে সিপিএম সরকারকে জবাব দিয়েছিল বাংলার মানুষ। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হিসাবে যে আপকে ক্ষমতায় এনেছিলেন দিল্লিবাসী, সেই দুর্নীতির অভিযোগে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া কাল হল।

দুর্নীতির সেই অভিযোগ কতটা ঠিক, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। দুর্নীতির পাকে আপকে জড়িয়ে দেওয়ার পিছনে ষড়যন্ত্র থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আপ নিজেকে কলঙ্কমুক্ত প্রমাণে বিশ্বাসযোগ্য কিছু সামনে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্নীতি সাফ করতে যে ঝাঁটার আবির্ভাব, তাতে জড়িয়ে গিয়েছিল কেলেঙ্কারি। দলের নির্বাচনি প্রতীক ঝাঁটা সেই কলঙ্ক সাফ করতে না পারায় আপের ওপর আস্থা কমেছে ধীরে ধীরে।

কোটি কোটি টাকা খরচে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঢেলে সাজানোয় যে শিশমহল বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার সুযোগ করে দিয়েছে আপ সরকারই। দুর্নীতি বিরোধী চ্যাম্পিয়নের তকমা থাকা সত্ত্বেও এই অভিযোগের গ্রহণযোগ্য উত্তর মানুষের সামনে হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছেন কেজরিওয়াল-সিসোদিয়ারা। তৃতীয়ত, লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করার পর বিধানসভা ভোটে একাই একশো ঢংয়ে কেজরিওয়ালের আস্ফালন বিজেপি বিরোধী মানুষ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি।

শাহিনবাগ আন্দোলন থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, দিল্লিতে দাঙ্গার সময় নীরবতা, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব ও কৃতী ছাত্রদের দিনের পর দিন আটকে রাখার প্রতিবাদ না করা ইত্যাদি ওই ধরনের ভোটারদের মনে অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল আগেই। একা লড়ার ঘোষণা সেই অবিশ্বাসের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এতে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট বাঁধা ছিল, তা আপের বাক্স ভেঙে এই নির্বাচনে বেরিয়ে গিয়েছে।

চতুর্থত, যমুনার জল হরিয়ানা দূষিত করে পাঠাচ্ছে জাতীয় বালখিল্য মন্তব্য কেজরিওয়ালের প্রতি শিক্ষিত মানুষের বিতৃষ্ণা তৈরি করে দিয়েছে। উলটে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দিল্লির জলসমস্যা প্রতিকারে দিল্লি সরকারের ব্যর্থতা আর পাঁচটা দলের সঙ্গে আপের পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে, রং আলাদা হলেও অন্য দলের থেকে আপের কোনও ফারাক নেই। দিল্লিবাসীর তাই ভরসা টুটেছে।

পঞ্চমত, আপ আসলে কোনও রাজনৈতিক দলই নয়, একটি মঞ্চ মাত্র। আন্না হাজারের নেতৃত্বে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যার জন্ম। দল নয় বলে, আপের কোনও সংগঠন নেই। এতদিন আবেগে ভর করে নির্বাচনি সাফল্য পেয়েছে। অন্য দলগুলির সঙ্গে পার্থক্য ঘুচে যাওয়ায় সেই আবেগ উধাও হয়ে গিয়েছে মানুষের মন থেকে। ব্যক্তিনির্ভর দল তৃণমূলও। কিন্তু দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। আপের বিরাট খামতি সেখানে। সংগঠনহীন দলের পরিণতি এমনই হয়।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও, হেয়কে পুজো কর, তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

আলোচিত

বাংলাদেশে লাল বিপ্লবের পর জিহাদিরা খুনের লাইসেন্স পেয়ে গেছে। অবাধে লুঠতরাজ খুন চালিয়ে যাচ্ছে। মব ভায়োলেন্স এখন তাদের নিত্যদিনের উল্লাস। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। এই লজ্জা কার? ইউনূসের। উপদেষ্টামণ্ডলীর। পুলিশবাহিনীর। মুখ বুজে থাকা সমস্ত লেখক ও প্রকাশকদের। -তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল

গুজরাটের সুরাটে স্কুলের বিদায় অনুষ্ঠানে ৩৫ জন ছাত্র রাস্তায় ২৬টি গাড়ির কনভয় নিয়ে আসার সময় স্টান্ট দেখায় ও আতশবাজি পোড়ায়। ভিডিও ভাইরাল হতেই ট্রাফিক রুল লঙ্ঘনের দায়ে ১২টি গাড়ি আটক। স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘটনার দায় নেয়নি। ছাত্র ও অভিভাবকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

আজ

১৯১৯

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৮০৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন আব্রাহাম লিঙ্কন।

সোজা-সাপটা

সুখেন বলল, চোখের ফাঁদে আটকে ফেলবি। চোখে হাসবি। চোখে চোখে বলবি, সুন্দরী, তুমি আমার, তুমি আমার। সম্মোহিত করে ফেলবি। নিজেকে ভাববি অজগর, সামনে তোর হরিণী।

চোখে দেখে চোখে চেখে দেখার বিপদকথা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার সেই বয়সে একবার প্রেমে পড়ার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল। সেই বয়েস? যে বয়েসে ঠোঁটের ওপর কাঁচ কাঁচ গোঁফের দুর্বো জন্মায়। দাড়িতে দু'একগাছা ছাগুলে চুল দেখা যায়। গলাটা একটু ভারী ভারী হয়। মানুষ পাকা পাকা কথা বলতে শেখে। সবজান্তা, হামবড়া ভাব। লঘুগুরু জ্ঞানশূন্য। সব কথাতেই এক কথা, যান যান, আপনি কী বোঝেন, আপনি কী জানেন?

সেই বয়েস।

প্রেমে পড়তে হলে একটি মেয়ে চাই। যে-সে মেয়ে হলে হবে না। সুন্দরী হওয়া চাই। ডানাকাটা না হোক, দেখলে যেন প্রেমের উদয় হয়। নায়িকাদের বর্ণনা কত উপন্যাসে পেয়েছি। ছায়াছবির পর্দায় দেখেছি। চাঁদের আলোর ঝিলিক ফুটছে। গাছের ডাল ধরে নায়িকা নাচছে, গাইছে। ঝোপে কোকিল ডাকছে কু-উ-উ।

আমার বন্ধু সুখেন সেই বয়সেই আমার চেয়ে অনেক বেশি পেকেছিল। হিন্দি সিনেমা দেখত আকছার। ইংরেজি ছবির হিরো-হিরোইনদের নাম কণ্ঠস্থ ছিল। বুকপকেটে মেরিলিন মনরোর ছবি পুষত। সে এক ছেলে ছিল বটে।

সুখেন বলল, সব মেয়েই তো আর প্রেমে পড়ে না। যেমন ধর, সকলের সর্দি হয় না। ন-মাসে ছ-মাসে হয়তো একবারই হল। কারও আবার বারোমাসই সর্দি। সকাল হল তো ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচোর হাঁচি। একে বলে সর্দির ধাত। এই রকম কারও কাশির ধাত, কারও পেট খারাপের ধাত। সেই রকম কোনও কোনও মেয়ের প্রেমের ধাত থাকে। ধাত বুঝে এগোতে হয়।

সে আমি কী করে বুঝব ভাই?

খোঁজখবর নিতে হবে। অতই সোজা চাঁদু। ঘুরে ঘুরে বাজার দেখ। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। রাস্তায়, ঘাটে, বাসে, ট্রামে যেখানেই দেখবি কোনও মেয়ে তোর দিকে পুটুস করে তাকিয়েছে, তুই ক্যাবলার মতো চোখ সরিয়ে নিবি না, তুইও তাকাবি কটমট করে। বড় বড় চোখে। মেয়েটা যদি আবার তাকায়, তোর চোখে চোখ পড়বেই। চোখে জাদু থাকে জানিস?

না ভাই।

কী জানো তুমি? চোখের ফাঁদে আটকে ফেলবি। চোখে হাসবি। চোখে চোখে বলবি, সুন্দরী, তুমি আমার, তুমি আমার। সম্মোহিত করে ফেলবি। নিজেকে ভাববি অজগর, সামনে তোর হরিণী।

তুই চোখ মারতে বলছিস? ও ভাই, অসভ্য ছেলের কাজ।

তুই একটা গর্দভ। চোখ মারা নয়। চোখে ভাবের খেলা। সুচিত্রা সেনের অভিনয় দেখেছিস? এই চোখে জল, এই চোখে হাসি, এই চোখে প্রেম, এই চোখে ঘৃণা। সব চোখে চোখে। চোখেই মনের প্রকাশ। তেমনভাবে তাকাতে পারলে রয়েল বেঙ্গল লেজ গুটিয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

ও ভাই আমি পারব না। আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। আমি কি সুচিত্রা সেন?

দূর মড়া! সুচিত্রা সেনের মতো অভিনয় ক্ষমতা, চোখের ভাষার কথা বলছি। বাড়িতে বড় আয়না আছে?

তা আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়াবি, দাঁড়িয়ে চোখের ট্রেনিং শুরু করবি। ঘরে কাউকে ঢুকতে দিবি না। হাসবি কাঁদবি রাগবি গলবি চমকাবি চমকে দিবি। মুখের কিন্তু কোনও পরিবর্তন হবে না। সব চোখে। চোখকে খেলাবি।

এই হল তোর প্রেমের প্রথম পাঠ। এইটে উতরে গেলে দ্বিতীয় পাঠ পাবি।

মনে মনে ব্যাপারটা চিন্তা করে সুখেন ইয়ার্কি করেছে বলে মনে হল না। সত্যিই তো, বশীকরণ বলে একটা ক্রিয়া অবশ্যই আছে। তা নাহলে পাঁজিতে এত বিজ্ঞাপন থাকে কেন? জাদুকর পিসি সরকার হলসুদ্ধ লোককে হিপনোটাইজ করে কত খেলাই তো দেখিয়ে গেছেন। সেই সময়ের খেলা। ন-টার সময় সাতটা বাজিয়ে ছেড়ে দিলেন!

আমাদের পাড়ার কার্তিককে মেসমেরাইজ করে গুণী ব্যক্তি নাম রেখে গেলেন কাকাতুয়া। বলেছিলেন, ফিরে এসে ঠিক করে দেব। তিনি আর ফিরলেন না। সেই থেকে কার্তিক কাকাতুয়া। কাকাতুয়া বললে সাড়া দেয়। কার্তিক বললে সাড়া দেয় না।

দুপুরবেলা বড় বৌদির ঘরে চোখের ট্রেনিং শুরু হল। কেউ যেন আবার দেখে না ফেলে। সব তাহলে কেঁচে যাবে। বাড়িতে প্রাণীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। দুপুরের দিকে খাওয়াদাওয়ার পর সবাই ধুঁকতে থাকে। বড় বৌদির নাক ডাকে। আমার ছোট বোন পিয়া কলেজে চলে যায়। এই হল সাধনার উপযুক্ত সময়।

নিজের চোখ আগে কখনও আমি এমন করে দেখিনি। কেউ দেখেছেন কি না সন্দেহ আছে। আমরা সাধারণত আয়নার সামনে দাঁড়াই। ঝট করে চুল আঁচড়াই সট করে সরে আসি। এ একেবারে নিজের মুখোমুখি ফেস টু ফেস। নিজেকে নিজে দেখা। কখনও প্রেমের দৃষ্টিতে, কখনও ঘৃণার দৃষ্টিতে, কখনও আমন্ত্রণের দৃষ্টিতে আও না পেয়ার করে, লাভ করে, আও না।

দুপুরটা কয়েক দিন এইভাবেই বেশ কাটল। দৃষ্টিতে দৃষ্টি ঠেকিয়ে। নিজের সঙ্গে নিজে চোখে চোখে কথা বলে। হঠাৎ একদিন পিয়ার কাছে ধরা পড়ে গেলুম। আমি জানতুম না ধরা পড়ে গেছি। পিয়া কোন সময় পিছন থেকে দেখে সরে পড়েছে। মনে হয় একটু ভয়ও পেয়েছিল। চুপিচুপি বড় বৌদিকে বলেছিল, দাদা দুপুরবেলা তোমার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কী করে বলো তো! আমাদের পুষিটাকে আয়নার সামনে বসিয়ে দিলে ঠিক ওই রকম করে। ফ্যাঁস-ফোঁস, থাবা-মারা।

বড় বৌদি বড় চালাক মেয়ে। দুপুরে বিছানায় পড়ে রইলেন মটকা মেরে। সাধনপথে বেশ কিছু দূর এগিয়েছি। একেবারে তন্ময়। চোখে চোখে হাসি চলছে। বৌদি বললে, কী হচ্ছে?

চমকে উঠেছিলুম। ধরা পড়ে গেচি, কী লজ্জা!

বললুম, অভিনেতা হব তো, তাই একটু চোখ সাধছি।

সে আবার কী? লোকে তো গলা সাধে, চোখ সাধা জিনিসটা কী?

আছে আছে। সে তুমি বুঝবে না বৌদি!

কোনও রকমে পালাতে পারলে বাঁচি। ছাদের ঘরে পুরোনো বইয়ের গাদা থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া একটা বই পেলুম, ত্র্যটক সাধনা। তিন-চার হাত দূরে দেওয়ালের গায়ে সবুজ একটা বিন্দু লাগিয়ে, পদ্মাসনে বসে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক, যেন চোখের পলক না পড়ে! পাঁচ সেকেন্ড, দশ সেকেন্ড, মিনিট, এক দুই পাঁচ দশ, ঘণ্টায় চলে যাও। তারপর দিনে।

'তোমার চক্ষুর্দ্বয়ে জ্যোতি খেলবে। অলৌকিক দৃশ্যসমূহ চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। চরাচরে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হইবে। উড্ডীয়মান পক্ষীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলে ভস্ম হইয়া পড়িয়া যাইবে। যাহার দিকে তাকাইবে, সে-ই তোমার বশীভূত হইয়া কুক্কুর কুক্কুরীর ন্যায় পদপ্রান্তে পতিত হইবে, কম্পমান শাখার ন্যায়। ভজন করনা চাহি রে মনুয়া, সাধন করনা চাহি রে মনুয়া।'

সেই সাধনায় অ্যায়সা ফল ফলল! একদিন রাস্তা দিয়ে দুটি মেয়ে চলেছে। একটিকে মনে বড় ধরে গেল। মনে হল প্রেমের ধাত। সুখেন যেন বলেছিল, সর্দির ধাত, পেটের অসুকের ধাত। মিষ্টি, নরম নরম চেহারা। অবাক জলপানের মতো মুখ। মা দুর্গার মতো চোখ। ডুরে শাড়ি পরেছে। রাস্তায় যেন কাঁপন ধরেছে।

টাটকা গীতগোবিন্দ ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসতে লাগল। হে সুন্দরী, তোমার নজরোঁকা তির ভুরুর ধনুর ছিলে টেনে অমন করে আর মেরো না। আমার মন ফেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না সখী! এ তো তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তোমার কালো কুটিলকেশ আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছে, এও স্বাভাবিক। তোমার বিশ্বফলতুল্য বাগযুক্ত অধর আমার মোহ উৎপাদন করছে, তাতেও দোষের কিছু নেই। কিন্তু তোমার ওই স্তনমণ্ডল কেন আমার প্রাণ নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবে! আমি সইতে পারি, না বলা কথা, মন নিয়ে ছিনিমিনি সইব না, সইব না।

গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করে ভীষণ সাহস এসে গেল। বল বীর নয়, তাকাও বীর। কীভাবে তাকিয়েছিলুম জানি না! একটি মেয়ে আর একটিকে বললে, দ্যাখ ভাই, পাগলটা তোর দিকে কীভাবে তাকিয়ে আছে! তারপর রাস্তায় ষাঁড় দেখে মেয়েরা যেভাবে হুটোপাটি করে পালায়, সেইভাবে দুজনে, গলাগলি, টলাটলি করতে করতে পালাল। একজনের পা থেকে চটি ছিটকে নর্দমায় পড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে তারা আর একবার ফিরে তাকাল ভয়ে ভয়ে। যেন দেখছে, ষাঁড়টা কত দূরে!

মনে বড় ব্যথা পেলুম। আরও অবাক হলুম, সবাই যখন বলতে লাগল, চোখ রাঙাচ্ছ কেন? তোমার চোখরাঙানির আমরা তোয়াক্কা করি না হে! যার দিকে তাকাই তিনি একই কথা বলেন, চোখ পাকাচ্ছ কেন? মাথা ঠান্ডা করো, মাথা ঠান্ডা করো। গুরুজনের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু সমীহ করে বলতে হয়।

বড় বৌদির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই চমকে উঠলুম, এ আবার কে রে! চোখ দেখলে মনে হয়, এখুনি গেয়ে উঠবে, 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।' চোখের পাতা পড়ছে না, মণিদুটো পাথরের মতো স্থির। নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি। কান ধরে বলতে ইচ্ছে করছে, আর করব না স্যর!

চোখের ডাক্তার বললেন, এ কী করে এনেছ হে? একে বলে চোখ ঠিকরে যাওয়া। কী করে এরকম করলে হে? ভূত দেখলে এরকম হতে পারে। আমরা পড়ে এসেছি। দেখলুম এই প্রথম। তুমি বোসো, বোসো।

কথায় কথায় ডাক্তারবাবু জানতে পারলেন, আমার ত্র্যটক সাধনার ফল এই চোখ।

চোখ বাঁচাতে শুরু হল চোখের ব্যায়াম। চোখ ঘোরানো, চোখ নাচানো, চোখ পিটপিট, পাতা ফেলার আগে খোলা। সুখেন ঠিকই বলেছিল, চোখ বড় সাংঘাতিক জিনিস।

জনমত

আজকের নারীদের সঙ্গে মিল অহল্যাবাইয়ের

ইতিহাসের পাতায় রানি অহল্যাবাই হোলকার সম্পর্কে আমরা কমবেশি সকলেই পড়েছি। অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও নিজের অদম্য ইচ্ছায় অহল্যাবাই পরবর্তীতে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নিজের নাম লিখে যান।

অহল্যাবাইয়ের প্রসঙ্গ তোলার কারণ, কোথাও আজকের নারীদের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। বিংশ শতকে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। সে হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, দেশের রাষ্ট্রপতি। নারী আজ চন্দ্র অভিযানে যাচ্ছে, হিমালয়ে এমনকি মঙ্গল গ্রহেও নারী পা রেখেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও নারী তার প্রাপ্য সম্মানটুকু পায় না। যা পায় তাকে সেটা ছিনিয়ে নিতে হয়। আজও সমাজের এক শ্রেণির মানুষের চাপে সে পদপিষ্ট হয়। তবে অহল্যাবাই সতীদাহ ঠেকাতে পারলেও বাল্যবিবাহ আটকাতে পারেনি। তাকেও বাল্যবিবাহের শিকার হতে হয়েছিল।

লেখাপড়ার দিক থেকেও দেখতে গেলে পুঁথিগত বিদ্যা কি আমরা সবাই অর্জন করতে পেরেছি? পারিনি। সেই সময়ে অধিকাংশ নারী ছিল নিরক্ষর। আর আজ সংখ্যায় তা কম হলেও নারী সেই নিরক্ষরই রয়ে গিয়েছে। আজকের সমাজে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ উঠে গেলেও নারীকে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির শিকার প্রতিনিয়তই হতে হয়। তবে অহল্যাবাইয়ের দেখানো পথে আজকের নারী শিখেছে, তার যা প্রাপ্য তাকে সেটা আদায় করতে হবে। যতই বাধা আসুক না কেন মনের জোরে এগিয়ে গেলে সাফল্য আসবেই।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শিক্ষার্থীদের পড়ার সঙ্গে ট্যাবের যোগসূত্র নেই

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য 'তরুণের স্বপ্ন' নামাঙ্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার ট্যাব বা স্মার্টফোন দেওয়া শুরু করে। সরকার ২০২১ সাল থেকে প্রকল্পটি চালু করে। এজন্য সরকারকে অতিরিক্ত ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, এই ট্যাব দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ বড্ড সন্দিহান। শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের সঙ্গে স্মার্টফোনের কী যোগসূত্র তা পরিষ্কার নয়।

করোনা আবহে ঝটিকা চমক দিয়ে সরকার এই প্রকল্প চালু করে। তারপর থেকে প্রতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের ট্যাব দেওয়া হচ্ছে। সরাসরি ট্যাব না দিয়ে ট্যাবের বিনিময় মূল্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের অ্যাকাউন্টে দশ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। অনলাইন ক্লাসের জন্যই যদি এই স্মার্টফোন দেওয়া হয় তাহলে বলতে দ্বিধা নেই যে পুরো ব্যবস্থাটাই 'এক প্রকার তুঘলকি প্যাকেজ'। যাদের অ্যাকাউন্টে স্মার্টফোনের নাম করে দশ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেই ফোনের শিক্ষামূলক ব্যবহারিক দিকটা বিবেচনা করা হল না।

এমনকি ট্যাবের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষক-পড়ুয়াদের নিয়ে কোনও ওয়ার্কশপ করা হয়নি। স্কুলগুলিতে শিক্ষা সহায়ক অনলাইন অনুকূল পরিকাঠামো না গড়ে ছাত্রছাত্রীদের স্মার্টফোন দিয়ে সরকারি উদ্দেশ্য হয়তো সফল হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের দিক থেকে তেমন কোনও লাভ হয়নি বলে মনে করি। তাছাড়া ট্যাবের জন্য অ্যাকাউন্টে পাঠানো টাকা অন্য প্রয়োজনে খরচ করার যেমন আশঙ্কা থাকে, তেমনই অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে।

ট্যাব বা স্মার্টফোন যদি দিতেই হয় তাহলে স্কুলগুলির ডিজিটালাইজেশন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন আগে হওয়া দরকার। ট্যাবের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ না করে সেই টাকা যদি স্কুলে স্মার্ট ক্লাস তৈরিতে ব্যয় করা যায় তাহলে এই ট্যাবের ব্যবহার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

এজন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। শুরুতে এক-দুটি শ্রেণিকক্ষ স্মার্ট ক্লাসে রূপান্তর করা যেতে পারে। প্রয়োজনে স্থানীয় শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, স্কুলগুলির প্রাক্তন প্রতিষ্ঠিত ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে।

নইলে শুধু শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়বে তা নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ আরও পিছিয়ে যাবে।

গজেন মণ্ডল, উত্তর চকভবানী, দক্ষিণ দিনাজপুর।

অনেক স্কুলে বন্ধ নয় জানলা

পড়া না পারলে ক্লাসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কথায় কথায় বলে থাকেন, এক কান দিয়ে শুনিস আর অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমার প্রশ্ন, স্কুল ছুটির পর মুখ হাঁ করে বসে থাকে জানলাগুলো। সেটা কি বন্ধ করার সময়ের অভাব, শিক্ষাকর্মী নেই, নাকি আলস্য? আমি জানি না। খোলা জানলা কি প্রধান শিক্ষকের নজরে পড়ে না?

আমার দেখা বেশ কিছু উচ্চবিদ্যালয়ে এই রকমভাবে জানলাগুলো খোলা থাকে। এভাবে পড়ে থাকলে প্রকৃতি ও মনুষ্য প্রভাব যে পড়বে না তা হলফ করে কেউ বলতে পারবে না। তাই আমি স্কুল পরিদর্শকদের কাছে বিষয়টি দৃষ্টিগোচরের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মনোজকুমার রায়
দক্ষিণ ঝাড়আলতা, ধূপগুড়ি।

বেতন-পেনশনে কেন এত বৈষম্য

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও পেনশনের বৈষম্য ভয়ানক জায়গায় পৌঁছেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সবাইকে একই দামে কিনতে ইচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এ এক অসহনীয় অবস্থা! রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। এ ব্যাপারে বহু প্রতিবাদ ও আন্দোলন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ, মানবিকতার সঙ্গে বিষয়টি পর্যালোচনা করে এই বৈষম্যের যথাযথ সমাধান করুন।

অসীমকুমার ভদ্র, শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৩

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। দেশে শাসন বা সরকার পরিচালনা ৫। অবিকল একই রকম দেখতে ৬। ধর্মকর্মের ভান করা ভণ্ড ব্যক্তি ৮। গণিতের অনুপাত অথবা দুর্গ ৯। গয়না অথবা পর্দাও হতে পারে ১১। যে কাঠির ছোঁয়ায় রূপকথার গল্পে মৃতদেহ প্রাণ ফিরে পায় ১৩। সুন্দরবনের ডোরাকাটা বাঘ ১৪। জলখাবার বা নাস্তা।

উপর-নীচ : ১। অন্যের রূপ ধারণ করতে পারদর্শী ২। প্রবল হাওয়ার শব্দ ৩। মহুয়ার ফুল ৪। বাণ বা খড়্গ ৬। আকারে ছোট নয় ৭। যিনি ঋণ গ্রহণ করেছেন ৮। ঘাড় সমেত মাথা ৯। কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে আসা লিখিত বার্তা ১০। কাল্পনিক ১১। শেকল বা শৃঙ্খল ১২। পর্যুদস্ত হওয়া ১৩। অস্ত্র ধার করার পাথর।

সমাধান ■ ৪০৬২

পাশাপাশি : ১। ভগ্নদূত ৩। সমীহ ৫। জনসাধারণ ৬। নষ্টামি ৭। পীড়িত ৯। দরবিগলিত ১২। গাভিন ১৩। টমটম।

উপর-নীচ : ১। ভয়হীন ২। তর্জন ৩। সমাধা ৪। হরিণ ৫। জমি ৭। পীত ৮। তসলিম ৯। দরগা ১০। বিহান ১১। লিফট।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

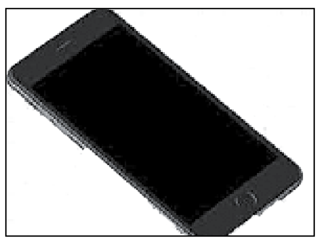

বিধায়কের ফোন

মঙ্গলবার বিধানসভা থেকে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের আইফোন উধাও হয়ে যায়। যদিও তা কিছুক্ষণের মধ্যেই এমএলএ হস্টেলে তাঁর ঘর থেকেই উদ্ধার করে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ।

মামলায় নেই

বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে মুকুল রায়ের পদ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী ও কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়ের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রধান বিচারপতি।

তলব

ডিউটি না করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার অভিযোগে সৌম্য পাল ও ঔনীক দাস নামে দুই চিকিৎসককে ২০ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য ভবনে তলব করা হয়েছে।

চুক্তি

র‍্যাশনের চালের পুষ্টিগুণ বাড়াতে কানাডার একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল রাজ্য সরকার। ওই সংস্থাটি রাজ্য সরকারকে কারিগরি সহায়তা দেবে।

বেতন পাবেন না মানিক

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলে থাকাকালীন সময়ের বেতন তুলতে পারবেন না তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। জেলে থাকাকালীন সময়ের বেতন তুলতে চেয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন মানিক। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি শুনানি হয়। সেখানে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের কাছে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চান, কারাবাসে থাকাকালীন মানিকবাবু ওই টাকা পাওয়ার যোগ্য কি না। অ্যাডভোকেট জেনারেল জানিয়ে দেন, জেলে থাকাকালীন মানিকবাবু বেতন পাওয়ার যোগ্য নন।

শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : কালীপুজোর সময় কলকাতার নারকেলডাঙায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোলের জেরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুরিন্দর পাল সিং গুগি ও তাঁর ছেলে। তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জামিনে মুক্ত করার উদ্যোগ না নিলে লালবাজার অভিযান করবেন বলে পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মাকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনাকে শিখ সম্প্রদায়ের ওপর শাসকদলের নেতিবাচক মনোভাব বলে দাবি করে সুরিন্দরের মুক্তির দাবিতে সরব হতে কলকাতার শিখ সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন শুভেন্দু।

ফের কংগ্রেসে

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূলে কাজের সুযোগ নেই। তাই পুরোনো দলেই ফিরতে চলেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বুধবার দুপুর ১২টায় বিধান ভবনে এআইসিসির শীর্ষনেতাদের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে ফিরবেন তিনি। এআইসিসির পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, ঝাড়খণ্ডের পর্যবেক্ষক ওই অনুষ্ঠানে থাকছেন।

'বেকার মেলা'

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : অবিলম্বে বকেয়া পদে নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার এক অভিনব বিক্ষোভ দেখালেন ২০২২-এর প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা। সল্টলেকে বিকাশ ভবনের কাছে 'বাংলার বেকারদের মেলা' নামে এক কর্মসূচি নেন টেট উত্তীর্ণরা। সেখানে চপ, মুড়ি, বেগুনি, পকোড়া, চা, বিস্কুট, পাঁপড় ইত্যাদি বিক্রির জন্য বিভিন্ন স্টলের ব্যবস্থা করা হয়। স্লোগান দেওয়া হয়, 'ও দিদিভাই, ও দাদাভাই পরোটা খাবেন নাকি? টেট পাশ করা বেকার আমি। ডিম-পরোটা বেচি।' চাকরিপ্রার্থী নন্দিতা মণ্ডল চপ ভাজতে ভাজতে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই পথ দেখিয়েছেন।'

'কাকু'র নমুনা

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করল সিবিআই। মঙ্গলবার তিনি আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দেন। এর আগে পাঁচবার অসুস্থতার কারণে হাজিরা এড়িয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। এদিন তাঁকে বিচারকের চেম্বারে বসিয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার। সূত্রের খবর, অপর ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের দু-তিনটি অংশের রিডিং পড়ে শোনাতে বলা হয়। তা রেকর্ড করা হয়। এই নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য দিল্লির ল্যাবে পাঠানো হবে।

ছেলেবেলা।। *মঙ্গলবার শোভাবাজারে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

বালুরঘাটের দুর্ঘটনার পর সিদ্ধান্ত রাজ্যের

সব অঙ্গনওয়াড়িতে এলপিজি সংযোগ

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : গত সপ্তাহেই দক্ষিণ দিনাজপুরের এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কাঠকয়লার উনুনে রান্নার সময় দুর্ঘটনায় ৫৫ বছরের এক কর্মীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এরপরই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে রান্না নিয়ে সিদ্ধান্ত নিল নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর। এবার থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আর কাঠ, কয়লার উনুনে রান্না করা যাবে না বলে মঙ্গলবারই দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলা শাসকদের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

এদিন বিধানসভায় রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'আসন্ন আর্থিক বছরেই রাজ্যের সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি সংযোগের কাজ শেষ করা হবে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দুর্ঘটনায় মৃত কর্মীর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই মুহূর্তে রাজ্যে ৮১ হাজার ৩২১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলিতে এলপিজি সংযোগ দিতে গেলে ৩৭ কোটি ৮১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫০ টাকা খরচ হবে।'

দক্ষিণ দিনাজপুরে দুর্ঘটনার পর এই নিয়ে জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই রিপোর্টেই বলা হয়েছিল, গত ৭ ফেব্রুয়ারি কাঠকয়লার উনুনে রান্না করার সময় ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর শাড়িতে আগুন লেগে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে তিনি সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ হয়ে যান। সেইসময় মাঠে কাজ করা এক কৃষক ঘটনাটি দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে খাসপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু মুখ ছাড়া গোটা শরীরই ঝলসে যাওয়ায় তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ওই সন্ধ্যাতেই তিনি মারা যান।

> আসন্ন আর্থিক বছরেই রাজ্যের সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি সংযোগের কাজ শেষ করা হবে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
>
> **শশী পাঁজা**
> *নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী*

সোমবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের পর মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় তাঁর নিজের ঘরে নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজাকে ডেকে নেন। সেখানে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও ছিলেন। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি সংযোগ দিতে কত খরচ হতে পারে, সেই নিয়ে দপ্তরের কর্তাদের কাছে রিপোর্টও নেন। তখনই তিনি শশী পাঁজাকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর মঙ্গলবারই নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর নির্দেশিকা জারি করে।

নবান্ন সূত্রের খবর, এই এলপিজি সংযোগ দিতে যা খরচ হবে, তা বাজেটে বরাদ্দ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দপ্তরের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

'প্রশাসনে দুর্নীতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী'

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে, তা প্রশাসনের অভ্যন্তরে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে বলে মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চে নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের শুনানি পিছোনোর আর্জিতে সন্দীপদের দায়ের করা মামলার শুনানি হয়। তখনই ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'এই ধরনের দুর্নীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে এবং আইন মেনে দ্রুত বিচার না হলে বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা থাকবে না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। প্রশাসনের অভ্যন্তরে এই ধরনের দুর্নীতি হয়ে থাকলে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই ধরনের দুর্নীতি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও প্রশাসনকে কলুষিত করে। আদালত এও মনে করে, অভিযুক্তরা সরকারি আধিকারিক। কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে সরকারি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠলে হেপাজতে রেখেই বিচার হওয়া উচিত।'

মঙ্গলবার সন্দীপ ঘোষের নামের আগে ডাক্তার লেখা নিয়ে কড়া মন্তব্য রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর পর্যবেক্ষণ, মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সন্দীপ ঘোষ সাসপেনশনে রয়েছেন। তাই আদালত তাঁকে এখন নামের আগে চিকিৎসক হিসেবে দেখবে না।

তেলেঙ্গানার বিস্ফোরক বঙ্গে

রামপুরহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরকবোঝাই লরি আটক করল বীরভূমের রামপুরহাট থানার পুলিশ। বিস্ফোরক বহনের অভিযোগে আটক করা হয়েছে তিনজনকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্ফোরক কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতরা হল ভেঙ্কটেশ্বরলু মুক্কামুলা, বোমাকান্তি বেণুগোপাল এবং শেখ পাশা। পুলিশ সূত্রে খবর, তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলার কোন্ডাপুর মণ্ডলের কোনাপুর গ্রাম থেকে ১৬ চাকার লরিতে বিস্ফোরকবোঝাই করে নিয়ে আসা হচ্ছিল। লরিতে ৩২০ ব্যাগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই করা হয়েছিল। প্রতিটি ব্যাগের ওজন ৫০ কেজি। মোট ১৬০০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট লরিতে ছিল।

মমতা-সৌরভ সাক্ষাৎ নবান্নে

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যে লগ্নি করার জন্য বিনিয়োগকারীদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই মঞ্চে দাঁড়িয়েই জানিয়েছিলেন, রাজ্যে বিনিয়োগে সৌরভের অবদান রয়েছে। ওই রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার বিকালে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সৌরভ। প্রায় আধ ঘণ্টা তাঁদের মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও পক্ষই প্রতিক্রিয়া না দিলেও নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন সৌরভ। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে ইস্পাত কারখানা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তিনি। সেই মতোই এদিন ওই প্রকল্প নিয়েই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

শালবনীতে সৌরভ ১ টাকায় জমি পেয়েছিলেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার নবান্ন থেকে বেরিয়ে সৌরভ বলেন, '১ টাকা নয়, ১০০ কোটি টাকা দিয়ে ৩৫০ একর জমি কিনেছি।' তিনি জানান, সরকারি টেন্ডারের মাধ্যমে জমি কেনা হয়েছে। এই জমি আগে প্রয়াগের কাছে ছিল। প্রয়াগের এই জমি ২০ লক্ষ টাকা প্রতি একর হিসাবে তিনি কিনেছেন। কিন্তু এই জমি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। যেখানে প্রয়াগ গ্রুপ আদালতে দাবি করে, এই জমির বর্তমান মূল্য ২৭০০ কোটি টাকা! বিষয়টি এখনও বিচারাধীন। পরবর্তী শুনানি ১৩ ফেব্রুয়ারি। তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌরভের এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিধানসভায় ভাষণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ

ধনকরের প্রস্তাবে ধন্দে রাজ্য সরকার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় বিশেষ ভাষণ দিতে চান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। সম্প্রতি সেই ইচ্ছার কথা জানাতে নিজের সচিব সুনীল গুপ্তাকে বিধানসভায় পাঠিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তিনি। অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, উপরাষ্ট্রপতির বিশেষ ভাষণের জন্য বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করতে হবে।

ধনকরের প্রস্তাব প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি আশা করব, উনি যেন সরকারের তৈরি করা ভাষণ না দেন। খবর যদি সত্য হয়, তাহলে আমি ওঁর কাছে অনুরোধ করব, তিনি যেন নিজের মতো করে বক্তব্য রাখেন।'

বিধানসভায় বিশেষ ভাষণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল, বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বুঝতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে রাজ্য সরকার। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমিও বিস্মিত। উনি উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে বিধানসভায় ভাষণ দিতে গেলে আমাকে বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে। কারণ, বিধানসভায় উপরাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার কোনও রীতি নেই। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিধানসভার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিধানসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু বিধানসভার ইতিহাসে কোনও উপরাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার ইতিহাস নেই।'

২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত রাজ্যে রাজ্যপাল হিসেবে ধনকরের জমানা ছিল ঘটনাবহুল। ওই তিন বছর রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের শিরোনামে ছিলেন তিনি। নানা ইস্যুতে নবান্ন-রাজভবন সংঘাত তখন লেগেই থাকত। বিধানসভার নানা ইস্যুতেও অধ্যক্ষের সঙ্গে সংঘাত হয়েছে ধনকরের। যদিও, উপরাষ্ট্রপতি হয়ে দিল্লি যাওয়ার পর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছিল বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সম্প্রতি কলকাতায় এসে বলেছেন, দিল্লির ফল দেখে ভয় পেয়েছেন মমতা। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরা বলতে শুরু করেন, দিল্লির মতো পরিস্থিতি হবে বাংলাতেও।

দলীয় বৈঠকে দলের বিধায়কদের আশ্বস্ত করতে দিল্লি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বললেও, প্রকাশ্যে সরকারিভাবে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি মমতা। এই আবহে আচমকা ধনকরের প্রস্তাব ফাঁস করে দিয়ে হয়তো বিজেপিকে পালটা বার্তা দিলেন মমতা। ধনকরের প্রস্তাবের কথা জানাতে গিয়ে অধ্যক্ষ কৌশলে এটাও বলেন, ভাষণে তিনি বিতর্কিত কোনও বিষয় বা সরকার বিরোধী কোনও বার্তা দিতে চান না বলেও নিজেই জানিয়েছেন ধনকর।

সেই সমীকরণ পুরোটাই বদলে যায়। তা সত্ত্বেও ধনকর নিজে বিধানসভায় এসে বিশেষ ভাষণ দিতে চাওয়ায়, তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে রাজ্য।

পর্যবেক্ষকদের প্রশ্ন, উপরাষ্ট্রপতির প্রস্তাব দেওয়ার পর কিছুটা সময় গড়িয়েছে। এতদিন পরে হঠাৎ কেন সরকারের তরফে এই ঘোষণা প্রকাশ্যে আনা হল? রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দিল্লির ফলকে হাতিয়ার করে মমতা

আলু-ভোগান্তি কমাতে পরিকল্পনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : আলু নিয়ে এবার আর ভুগতে হবে না রাজ্যবাসীকে। এই ব্যাপারে আগাম একটি পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই মুহূর্তে রাজ্যে নতুন আলু উঠতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে আলুর দাম নিয়ে রাজ্যবাসীকে যাতে সমস্যায় না পড়তে হয়, আলুচাষিরাও যাতে আলুর ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্যই সরকার এই প্রথম নয়া নীতি ও পরিকল্পনা নিতে চলেছে। কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না মঙ্গলবার বিধানসভার লবিতে দাবি করেন, প্রকৃতি বিরূপ না হলে এবার আর আলু নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। নিম্নচাপ ও শিলাবৃষ্টির কারণে আলুচাষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। এবার এখনও তা হয়নি বলে রেকর্ড ফসলের আশা করা হচ্ছে। এবার লক্ষ্যমাত্রা ৭১ লক্ষ মেট্রিক টন। গত বছর লক্ষ্যমাত্রা থেকে সাড়ে চার লক্ষ মেট্রিক টন কম উৎপাদন হওয়ায় সমস্যা হয়েছিল।

মঙ্গলবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে মন্ত্রী বলেন, এবার যাতে আলু নিয়ে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য সরকার একটা নীতি ও পরিকল্পনা নিতে চলেছে। বর্তমানে তা ফাইলবন্দি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সংকেতের অপেক্ষায়। তাঁর অনুমোদন

মিললেই আলু নিয়ে সরকারের নয়া নীতি ও পরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে। রাজ্য বাজেটেও আলু নিয়ে রাজ্যের অবস্থান ও পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যেতে পারে বলে কৃষি বিপণনমন্ত্রী জানান।

আলুর দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে এবার আর ওই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চায় না রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কৃষি, কৃষি বিপণন, পঞ্চায়েতের মতো দপ্তরগুলি এই বিষয়ে আগাম পদক্ষেপ করতে দফায় দফায় বৈঠক করে। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো আলু নিয়ে সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মন্ত্রী বেচারাম জানান, গতবার আলুর দাম, সরবরাহ ও ভিনরাজ্যে পাঠানো নিয়ে যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই শেষপর্যন্ত তা সামাল দেওয়া গিয়েছে। তা না হলে হয়তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতেই সরকারকে আগাম কিছু পদক্ষেপ করতে হচ্ছে। বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা, চাষিরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান, সেইসব দিক ভেবেই নয়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সব মহলের স্বার্থেই নয়া আলু নীতি ও পরিকল্পনার কথা আগাম এখনই ঘোষণা করা হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের পর তা ঘোষণা করা হবে।

এডিজি’র মালদায় বৈঠক

মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য পুলিশের এডিজি (এসটিএফ) বিনীত গোয়েল মঙ্গলবার ঝটিকা সফরে মালদা ঘুরে গেলেন। মঙ্গলবার সকালে তিনি বাগবাড়িতে গড়ে তোলা স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের মালদা দপ্তরের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এসটিএফ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে জেলা পুলিশ কার্যালয়ে গিয়ে জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে রিভিউ মিটিং করেছেন।

তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি বাবলা সরকার খুন হওয়া থেকে শুরু করে পর পর বেশ কিছু শুটআউটের ঘটনা এবং পাশাপাশি সীমান্তে উত্তেজনার প্রেক্ষিতে তাঁর এই সফর মালদা সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

ঘরে তরুণের দেহ উদ্ধার

তপন, ১১ ফেব্রুয়ারি : তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া তপনে। মৃতের নাম ফারজান সরকার (২৯)।

তপন থানার দৌড়পইল গ্রামের তরুণ ফরজান সরকার। পেশায় টোটোচালক। প্রতিদিন নেশা করে বাড়ি ফেরায় পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মাঝেমধ্যে বিবাদ হত। সোমবার রাতে আবার নেশা করে বাড়ি ফেরে ফারজান। সেকারণে তাঁর বাবা বকাবকি করেছিল। মঙ্গলবার সকালে ফারজান ঘুম থেকে না ওঠায় পরিবারের লোকজন ডাকাডাকি শুরু করে। কিন্তু কোনও উত্তর না মেলায় জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়।

তপন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে তরুণকে উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে আসা হয় তপন গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

বধূ খুনে গ্রেপ্তার শ্বশুর

হেমতাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি : বধূকে জমিতে দেওয়ার কীটনাশক খাইয়ে খুন কাণ্ডে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নুরজামাল মহম্মদ (৬৫)। বাড়ি হেমতাবাদ থানার চৈনগর পঞ্চায়েতের মহাকালডাঙ্গি এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, ‘ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত, স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে জোর করে জমিতে দেওয়ার কীটনাশক খাইয়ে খুন করার অভিযোগ দায়ের হয় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে।’

ট্র্যাক্টর সহ গ্রেপ্তার ১

বৈষ্ণবনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি : অবৈধভাবে পাথরবোঝাই একটি ট্র্যাক্টরসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ১৬ মাইল এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার ভোরে ১৬ মাইল এলাকায় হানা দিয়ে অবৈধভাবে পাথরবোঝাই একটি ট্র্যাক্টরসহ চালককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম জিৎ মণ্ডল। তার বাড়ি সাটাঙ্গাপাড়া এলাকায়।

মোশারফ শরণে অন্য বিধায়করা

প্রথম পাতার পর

হুসেনই শেষকথা বলবেন। সেখানে অন্য কারও মাতব্বরি চলবে না। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও নাকি সংখ্যালঘু সংগঠন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। সোমবার কলকাতায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে এমনই বার্তা দিয়েছেন খোদ দলনেত্রী। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু সংগঠন আরও মজবুত করতে ও মুসলিম ভোটব্যাংক অটুট রাখতে সদ্য উদীয়মান নেতা মোশারফের উপরেই চোখ বন্ধ করে ভরসা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, ‘দলের মাদার, যুব, মহিলা ও কিষান সংগঠনের ব্লক ও জেলা স্তরে কোনও রদবদল করতে হলে বা যেকোনও বিষয়ে কোনও পরামর্শ থাকলে তা অরূপ বিশ্বাসের মাধ্যমে সরাসরি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিতভাবে জানাতে হবে। কিন্তু সংখ্যালঘু সেলের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে দিদি আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।’

গোধূলির আবিরে রাঙা ...। *মঙ্গলবার বালুরঘাটের করিমগুটিন গ্রামে। - অভিজিৎ সরকার*

গ্রেপ্তারের পর পুলিশি জেরায় কবুল

অন্তর্বাস চুরির লক্ষ্যে নার্সিং হস্টেলে হানা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাট নার্সিং হস্টেলে দুষ্কৃতী হানা রহস্যের উন্মোচন করল পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিট্টু দাস নামের এক তরুণকে। কিন্তু কেন সে নার্সিং হস্টেলে ঢুকেছিল, কী উদ্দেশ্য ছিল বিট্টুর, তা স্বীকার করতেই চমকে ওঠে পুলিশ। ধৃত বিট্টু পুলিশকে জানিয়েছে, তার লক্ষ্য ছিল নার্সিং পড়ুয়াদের অন্তর্বাস চুরি করা। বিট্টুকে আগে গ্রেপ্তার করা হলেও সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় পাপ্পা রায় নামের অপর এক তরুণকে। পুলিশ জানতে পারে, বিট্টু যখন হস্টেলে ঢুকেছিল, পাপ্পা তখন বাইরে পাহারা দিচ্ছিল।

ধৃতদের কাছ থেকে নার্সিং হস্টেল থেকে খোয়া যাওয়া দুটি অন্তর্বাস ও সিসিটিভির ভাঙা অংশ উদ্ধার করা করেছে পুলিশ। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ জানতে পারে, নার্সিং হস্টেলের নিরাপত্তা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল বিট্টু। মদ্যপ অবস্থায় থাকলেও প্রথমে সিসিটিভি ভেঙে তা চুরি করে এবং পরে ছাত্রীদের অন্তর্বাস নিয়ে পালিয়েছিল।

আরজি করের অভয়া কাণ্ডের পর এবারে বালুরঘাটে নার্সিং হস্টেলে বার বার এমন দুষ্কৃতী হানার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ছাত্রীদের মধ্যে। বিশেষ করে ধৃতরা যে বিকৃত মনস্ক, তা জানতে পেরে পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়েছে। পুলিশ জানয়েছে, চকবাখর এলাকার বাসিন্দা তথা পলাতক পাপ্পা রায়কে গ্রেপ্তার করে বালুরঘাট আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

> নার্সিং হস্টেলের প্রথম ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ধৃতদের কাছ থেকে অন্তর্বাস ও ভাঙা সিসিটিভি ক্যামেরার অংশ উদ্ধার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে।
>
> **সুমন্ত বিশ্বাস**
> আইসি, বালুরঘাট থানা

সরস্বতীপুজোর পরদিন সোমবার নার্সিং হস্টেলের সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালে এক অ্যাম্বুল্যান্স চালকের বিরুদ্ধে। বিষয়টি পরদিন জানাজানি হতেই নার্সিং হস্টেলে অন্য সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে বিট্টু দাস নামে এক অভিযুক্ত জেল হেপাজতে রয়েছে। এই ঘটনার পর গত রবিবার রাতে ফের নার্সিং হস্টেলে দুষ্কৃতী ঢোকার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

আরজি করের ঘটনার পর বালুরঘাট নার্সিং হস্টেল চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরা, আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা নার্সিং হস্টেল চত্বর প্রায় ৭ ফিট উচ্চতার প্রাচীর দেওয়া রয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, তারপরও কী করে হাসপাতাল চত্বরে থাকা নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ভিতরে দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করছে? সিসিটিভি ভাঙছে? বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, ‘নার্সিং হস্টেলের প্রথম ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ধৃতদের কাছ থেকে অন্তর্বাস ও ভাঙা সিসিটিভি ক্যামেরার অংশ উদ্ধার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে।’

প্রাথমিকে ২০০৯-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি : হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে মালদায় ২০০৯ সালের টেট উত্তীর্ণদের প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হল। নির্দেশ অনুযায়ী চলতি মাসের ১৯ তারিখের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে সম্পূর্ণ নিয়োগের কাজ শেষ করতে হবে। সেই লক্ষ পূরণে চাকরিপ্রার্থীদের নথি যাচাইয়ের কাজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হল। তবে নিয়োগ নিয়ে মামালাকারীরাই এই সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ স্পষ্ট করে কিছু না বলায় ঠিক কতজন মামলাকারী রয়েছেন বা নথি যাচাইয়ের জন্য কতজনকে ডাকা হয়েছে সেই সংখ্যাটা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। নিয়োগ নিয়ে আন্দোলনকারীরাও ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে পারেননি।

মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে শুরু হয় চাকরিপ্রার্থীদের নথি যাচাইয়ের কাজ। এদিন মোট ১৭৮ জন চাকরিপ্রার্থী নথি করিয়েছেন। ২০০৯ টেট উত্তীর্ণ সংগঠনের তরফে জেলা শিক্ষা সংসদের বাইরে সহায়তা শিবির খোলা হয়। সংগঠনের সম্পাদক শৈবাল মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইয়ের সুফল মিলতে চলেছে। হাইকোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ২০০৯ সালের টেট উত্তীর্ণ মামলাকারীদের সকলকে ১৯ তারিখের মধ্যে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। চেয়ারম্যান হাইকোর্টকে জানিয়ে দেয় নির্দিষ্ট তারিখে তাঁরা নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।’ কিন্তু মোট কতজন মামলাকারী রয়েছেন? শৈবালের বক্তব্য, ‘মামলাকারীদের মধ্যে ২৫০ জন আমাদের সংগঠনের সদস্য। এর বাইরে কতজন রয়েছেন তা আমরা বলতে পারব না, তবে সংখ্যাটা সব মিলিয়ে ৩২০ কাছাকাছি হবে।’

মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন ‘বলছেন, ‘আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী মামলাকারীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্য ডাকা হয়েছে। দু’দিনে এই কাজ শেষ করা হবে। নিয়োগ প্রার্থীর সংখ্যা এখন বলা সম্ভব নয়।’

সামাজিক প্রকল্প ও মহার্ঘ ভাতা

প্রথম পাতার পর

পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাদের স্লোগান ‘এগিয়ে বাংলা’। এটি শুধু স্লোগান নয়, আমাদের সরকারের উন্নয়নের প্রধান মন্ত্রও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছেন। তাই উনি সবসময় নিজেকে মাটির কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করেন। সমাজের সবথেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কীভাবে আর্থিক দিক থেকে নির্ভরশীল করা যায়, সেই লক্ষ্য আমরা ২০১১ সাল থেকে নিয়েছি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।’ রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী বলেন, ‘শুধু সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ নয়, ছাত্র-যুব, কর্মচারী, মহিলা, শ্রমিক সহ সমাজের সকল স্তরকেই এতদিন মুখ্যমন্ত্রী উপকৃত করেছেন। প্রত্যাশিতভাবেই এবারের বাজেটের অভিমুখও যে সেরকমই থাকতে পারে, সেটাই মনে করা হচ্ছে।’

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়তে পারে। তবে শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নয়, শিক্ষাবন্ধু, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও নতুন নিয়োগের ঘোষণাও এবারের বাজেটে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজ্য বাজেটে সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেতে চলেছে। দেউচা পাচামি কয়লা খনি, অশোকনগরে ওএনজিসির প্রস্তাবিত প্রকল্প। এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব ও ২১২টি মউ স্বাক্ষর হয়েছে। ফলে বাজেটে উত্তরবঙ্গের পর্যটনে আইটিসি সহ অন্যদের বিনিয়োগের কথাও উল্লেখ থাকতে পারে। চা পর্যটনে চা বাগানের পরিত্যক্ত জমির ৩০ শতাংশ ব্যবহারের ঘোষণাও রাজ্য বাজেটে করা হতে পারে। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে আয় করে ১২ লক্ষ টাকা ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ফলে কেন্দ্রীয় বাজেট দেশবাসীর মন জয় করেছে। কেন্দ্রীয় বাজেটকে টেক্কা দিতে রাজ্য সরকারও যে উপহারের ডালি নিয়ে বাজেট পেশ করবে তা একপ্রকার নিশ্চিত।

পথনাটক

কুশমণ্ডি, ১১ ফেব্রুয়ারি : তারিখ পেরিয়ে যাওয়া কোনও কিছুই কেনা উচিত নয়। সেটা খাবার জিনিস হোক বা ওষুধ কিংবা জমিতে দেওয়ার সার। কেনার আগে তারিখ দেখে নিতে হবে। এই বার্তা মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে মঙ্গলবার বিশেষ প্রচার শুরু করল ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর।

ওই দপ্তরের দক্ষিণ দিনাজপুরের সহ অধিকর্তা বিধানচন্দ্র ঘরামী জানান, অনেকেই এখনও সম্পূর্ণ সচেতন নন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারিখ পেরিয়ে যাওয়া ওষুধ, খাদ্যবস্তু , জমিতে দেওয়ার কীটনাশক বিক্রি করছেন। তাই রসিদ নেওয়া এবং কখনও কেউ প্রতারণার শিকার হলে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর পাশে আছে, সেই কারণেই এই বার্তা দেওয়া হচ্ছে।’

ত্রয়োদশী ব্রত

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী ব্রত আয়োজিত হল বালুরঘাটের গৌর গিরিধারী মন্দিরে। শহরের কুণ্ডু কলোনি এলাকার শ্রীমৎ বংশীদাস মহারাজ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে সোমবার এই বিশেষ ব্রতের আয়োজন করা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত দুষ্কৃতী

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি ও একাধিক অসামাজিক কাজকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে রায়গঞ্জ থানা এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম সারুফ আলি। বাড়ি টাহার থানার মহাশুন্ডায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ডাকাতির চেষ্টা ও অস্ত্র আইনে পুলিশ মামলা রুজু করেছে। মঙ্গলবার মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সোমবার গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে, রায়গঞ্জ শহরের বাইপাসে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে একদল দুষ্কৃতী। নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল সেখানে গিয়ে সারুফ আলিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলেও বাকিরা পালায়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সারুফ এবং তাঁর সঙ্গীসাথিরা বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মে জড়িত। সারুফ আলি ইটাহারের একটি স্কুলের মিড-ডে মিলের চাল চুরি, বাইক ছিনতাই, পাম্পসেট চুরি করে বিহারে পাচার সহ একাধিক মামলা রয়েছে। ওকে জেরা করে পুলিশ বাকিদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করেছে।

মারধরের পর পুলিশের জালে

বৈষ্ণবনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি : পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মারধরের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার টাউনশিপ এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করাহয়। জানা গিয়েছে, রীতা হালদার নামে এক গৃহবধূ, আত্মীয় শ্রীদাম হালদারের কাছে সোমবার পাওনা দুই হাজার চারশো টাকা ফেরত চাইতে যান। শ্রীদাম সেই টাকা ফেরত না দেওয়ায় গণ্ডগোল শুরুহয়। সেই সময় শ্রীদাম হালদারের বিরুদ্ধে রীতা হালদারকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় বৈষ্ণবনগর থানায় শ্রীদাম হালদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত করে। গ্রেপ্তার করা হয় শ্রীদাম হালদারকে। ধৃতের বাড়ি টাউনশিপ এলাকায়।

এক যুগ পার

প্রথম পাতার পর

কথায় বলে, জীবন কোনও না কোনও দিন সুযোগ দেবেই। মানুকেও দিল। আর এই সূত্রেই জন্মসূত্রে মূক ও বধির অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ের রত্না সরকার সেই সম্মেলনে হাজির হলেন। তারপর? হঠাৎ একে অপরের দিকে তাকানো। হালকা হাসির সূত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু। কিশোর কুমারের গাওয়া ‘এক পলকের একটু দেখা আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কী?’- সেই যেন সেদিন মানস ও রত্না নীরবে গেয়ে উঠেছিলেন। প্রেম ছাঁদনাতলায় গড়াল। ২০১৩ সালে সংসার শুরু। বছর চল্লিশের মানসের বাবা পাঁচ বছর আগে মারা যান। স্বাভাবিক এক ভাই ছিলেন। তিনিও মারা গিয়েছেন। মানস, রত্না ও তাঁদের দুই মেয়েকে নিয়ে মানুর মা উমাদেবীর এখন ভরা সংসার। ছেলে আর পুত্রবধূর বোঝাপড়া নিয়ে পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ওই প্রৌঢ়ার খুবই গর্ব, ‘এক যুগের দাম্পত্য জীবনে ওদের মধ্যে কোনওদিন অশান্তি দেখিনি।’

মানু লটারির টিকিট বিক্রি করেন। রোজ ঘুম থেকে উঠেই শালকুমারহাট চলে যান। দিনের শেষে বাড়ি ফেরেন। রত্নাও মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন। কিন্তু চাকরি পাননি। তবে বিউটি পার্লারের কাজ শিখেছেন। উলের কাজ জানেন। ক্রিস্টালের ব্যাগ বানাতে পারেন। দম্পতির দুই মেয়ে। একটি ক্লাস ফোর অন্যটির সবে এক বছর। দুজন পুরোপুরিভাবে স্বাভাবিক। বাবা-মাকে ইশারায় সব কাজ করতে দেখে বড় মেয়ে পাঁপড়ি সেই নীরব ভাষা খুব ভালোভাবেই শিখে ফেলেছে। সেই ভাষাতেই সে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে। জীবন এগিয়ে চলে। দেখে প্রতিবেশী রতনকুমার চৌধুরীর মতো অনেকেই বলেন, ‘প্রেম থেকে পরিণতির এই গল্প মনকে ভালো করবেই করবে।’

জেলা প্রশাসনে নালিশ আইনজীবীদের

অ্যাফিডেভিটে সই জাল ম্যাজিস্ট্রেটের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : একাধিক আইনজীবী সহ খোদ ম্যাজিস্ট্রেট, বিডিও, এসডিও’র সিল, সই জাল করার অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার ফের শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে রায়গঞ্জে। আইনজীবীদের একাংশ জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।

আইনজীবীদের কাছ থেকে এই গুরুতর অভিযোগ পেয়ে ক্ষুব্ধ মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি। তাঁর সাফ জবাব, ‘এই ঘটনায় কেউ রেহাই পাবে না। এফআইআর করা হবে।’

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী অর্পণ দাসের অভিযোগ, ‘আমার সিল ও স্বাক্ষর জাল করে অ্যাফিডেভিট করা হয়েছে। এই বিষয়ে প্রথমে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদকের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। আমি চাই এই জালিয়াতির সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করুক।’

এক আইনজীবী জানাচ্ছেন, ‘ইসলামপুর থানার বুরিজাগির গ্রামের বাসিন্দা সালমোহন বর্মন রায়গঞ্জ জেলা আদালতে দালালদের পাল্লায় পড়ে অ্যাফিডেভিট করান। দেখা যায় সেখানে রায়গঞ্জ আদালতে আইনজীবী অর্পণ দাসের সিল ও সই রয়েছে। তিনি বিষয়টি লক্ষ করতেই বার অ্যাসোসিয়েশনে জানানোর পাশাপাশি মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন। এখানেই শেষ নয়, বিচারক ও আইনজীবীর সই জাল করে জমি বিক্রির চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু একটা দুটো নয়, কয়েক হাজার অ্যাফিডেভিট জাল করার অভিযোগ উঠেছে।’

একই অভিযোগ তুলে উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘এদিন একাধিক অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ সুপার ও ডিএমকে বলা হয়েছে। এর সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। পাশাপাশি রায়গঞ্জ জেলা আদালতের জেলা জজের নজরে বিষয়টি আনা হয়েছে।’

উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার গুঞ্জুরিয়া বাজারের বাসিন্দা পিংকি খাতুন অ্যাফিডেভিট করার জন্য রায়গঞ্জ জেলা আদালতের এক দালালকে ১ হাজার টাকা দেন। তার বিনিময়ে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া হয় বিচারকের নকল সই ও উকিলের নকল সই সহ ২০ টাকার দুটি স্ট্যাম্প। সেই কাগজ নিয়ে জমি বিক্রি করতে গেলে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি সমস্ত নথি আদালতের আইনজীবীর কাছে পাঠান। পরবর্তীতে জানতে পারেন বিচারকের সই জাল। ওই স্ট্যাম্প পেপার যে তারিখে ইস্যু করা হয়েছে, তার আগেই বদলি হয়ে গিয়েছেন রায়গঞ্জ আদালতের বিচারক অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়।

কী ঘটেছিল

- ইসলামপুর থানার গুঞ্জুরিয়া বাজারের বাসিন্দা পিংকি খাতুন অ্যাফিডেভিট করানোর জন্য রায়গঞ্জ জেলা আদালতের এক দালালকে ১ হাজার টাকা দেন
- তার বিনিময়ে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া হয় বিচারকের নকল সই ও উকিলের নকল সই সহ ২০ টাকার দুটি স্ট্যাম্প
- কাগজ নিয়ে জমি বিক্রি করতে গেলে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি সমস্ত নথি আদালতের আইনজীবীর কাছে পাঠান
- পরবর্তীতে জানতে পারেন বিচারকের সই জাল। ওই স্ট্যাম্প পেপার যে তারিখে ইস্যু করা হয়েছে, তার আগেই বদলি হয়ে গিয়েছেন রায়গঞ্জ আদালতের বিচারক অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

সাজ্জাকের এনকাউন্টারে প্রশ্নে পুলিশের ভূমিকা

ফের ময়নাতদন্ত দাবি এপিডিআরের

অনিমেষ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : অক্ষয় কুমার অভিনীত ‘জলি এলএলবি-২’ ছবিটি মনে পড়ে? পুলিশের সাজানো এনকাউন্টারের চিত্রনাট্যটি সর্বসমক্ষে ফাঁস করেছিলেন ছবির নায়ক জলি (অক্ষয়)। পাঞ্জিপাড়া কাণ্ডে মৃত সাজ্জাক আলমের ‘এনকাউন্টারের’ ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তার সঙ্গে সিনেমার চিত্রনাট্যের অনেক মিল। সেই রিপোর্টে পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

গত ১৮ জানুয়ারি ‘এনকাউন্টারের’ পর করণদিঘি থানার ছোট সোহার গ্রামে সাজ্জাকের বাড়িতে গিয়েছিল দলটি। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, পুলিশ তিনদিন ধরে সাজ্জাককে খুঁজেছে। সেই ৭২ ঘণ্টা পরিবারের সদস্যদের থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। যদিও কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি পুলিশ।

তারপর সাজ্জাকের দেহ নিয়ে আসা হলে পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে ৭২ ঘণ্টা থানায় আটকে রাখা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ বলে উল্লেখ করে পুলিশের বিরুদ্ধে বেআইনি আটকের মামলা রুজু করার দাবি তুলেছে মানবাধিকার সংগঠন।

রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, ময়নাতদন্তের পর সাজ্জাকের ভাই খরতুজ চিকিৎসকদের মধ্যে কথোপকথন শুনে ফেলেন। মৃতদেহের গলায় দাগ রয়েছে বলে চিকিৎসকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। তারপর তড়িঘড়ি দেহ কবর দিয়ে দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, ‘আরজি করের ঘটনায় যেমন তাড়াহুড়ো করে ময়নাতদন্ত হয়, তারপর দেহ সৎকার হয়ে যায়। ঠিক সেই কায়দায় এখানেও কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ দেহ কবর থেকে তুলে পুনরায় ময়নাতদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

গত ১৫ জানুয়ারি সাজ্জাক পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। আহত হন দুই পুলিশকর্মী। এ ব্যাপারে কিছু বলতে চায়নি মানবাধিকার সংগঠন। তবে যে যতবড়ই অপরাধ করুক কেন, তাকে ‘সাজা’ দেওয়ার অধিকার কি পুলিশের রয়েছে? প্রশ্ন তুলেছেন সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ। তাঁর আরও প্রশ্ন, ‘পুলিশ কি বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়েছে? সাজ্জাককে গ্রেপ্তার করা যেত না?’

বর্তমানে পাঞ্জিপাড়া ‘এনকাউন্টার’-এর তদন্ত করছে সিআইডি। এটাকে ‘আইওয়াশ’ হিসেবে দেখছেন রঞ্জিত। তাঁর কথায়, ‘পুলিশ রাজ্যের ডান হাত হলে সিআইডি বাম হাত। তাই লোকদেখানো তদন্তে কিছু উঠে আসবে বলে আমার মনে হয় না।’ তাই এপিডিআর এই ঘটনায় আদালতের মাধ্যমে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে।

সাজ্জাক গুলি করে পালানোর পর রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার পাঞ্জিপাড়ায় এসে মন্তব্য করেছিলেন, ‘পুলিশকে একটা গুলি ছুড়লে পুলিশ চারটে গুলি ছুড়বে।’ সেটাও তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টে উল্লেখ করে একে ‘অসাংবিধানিক’, ‘প্ররোচনামূলক’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সংগঠনটি এমন দাবি করলেও পুলিশের তরফে এখনই প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। সিআইডি’র তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর বাকিটা জানা যাবে।

সন্দেহ যেখানে

- ঘন কুয়াশায় সেতুর ওপর থেকে কোনাকুনি প্রায় ১০০ মিটার দূরে ধাবমান সাজ্জাককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ
- তিনটে গুলি একেবারে মোক্ষম জায়গায় গিয়ে লাগে। এটা বিশ্বাস করছে না এপিডিআর
- সাজ্জাক ওই এলাকাতেই ঘাপটি মেরে ছিল
- এত ফোর্স নিয়ে তাকে ধরতে কেন তিনদিন সময় লাগল
- কেনই বা দেহ তড়িঘড়ি কবর দেওয়া হল

পানীয় জল ও রাস্তার দাবি প্রশাসনের কাছে

গঙ্গারামপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা পানীয় জলের। সঙ্গে গ্রামের বেহাল কাঁচা রাস্তা। বারবার পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিদের কাছে অভিযোগ করলেও হাল ফেরেনি গ্রামের। এবার পানীয় জল ও পাকা রাস্তার দাবিতে গঙ্গারামপুর বিডিও অফিসে অভিযোগ জমা করলেন গঙ্গারামপুর ব্লকের বেলবাড়ি (১) গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম জয়পুর গ্রামের বাসিন্দারা।

পশ্চিম জয়পুর গ্রামের এক বাসিন্দা দীপঙ্কর সরকার জানান,‘আমরা পশ্চিম জয়পুর গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের গ্রামে অনেক বাড়িতে নলকূপ নেই। তার সঙ্গে গ্রামে প্রবেশের রাস্তাও কাঁচা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়ে আমরা পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধির কাছেও মৌখিকভাবে সমস্যার কথা জানিয়েছি।’

দীপঙ্করবাবু আরও বলেন, ‘পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি ব্লক অফিসে যোগাযোগ করতে বলায় সোমবার বিডিওকে জানিয়েছি। বিডিও ম্যাডাম আমাদের কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে দাবি পূরণ না হলে ঠ্যাঙাপাড়ায় রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হব।’ গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে বেলবাড়ি(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিশি মুর্মু ও গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রঞ্জন প্রামাণিকের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৪৭ হাজার। এরা সবলা মেলা, হস্তশিল্প মেলার মতো বিভিন্ন ধরনের মেলায় তাদের হাতে তৈরি সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়। এবার তাদেরকে আরও সুযোগ দিতে জেলা প্রশাসন ও আনন্দধারার উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুরে রায়গঞ্জের বিরসা মুন্ডা সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হল ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মীনা সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পপতি এবং বণিক সভার সদস্যরা। এদিনের সম্মেলনে মাটির জিনিসপত্র, সুতোর কাজ, পাটের জিনিসপত্র, মাদুর, ধোকরা সহ নানা ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে প্রচুর স্টল বসে।

গলায় ফাঁস

প্রথম পাতার পর

চিহ্নিত করতে বিশেষ চিকিৎসা শিবিরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রায়গঞ্জের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পার্থসারথি রায় বলেন, ‘কোনও একটি মাত্র কারণেই যে কমবয়সি ছেলে কিংবা মেয়ে আত্মহত্যা করছে এমনটা নয়। এর পেছনে আরও বেশ কিছু কারণ কাজ করছে। এমনিতে বয়ঃসন্ধিকালে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনে ছেলেমেয়েদের ওপর ধকল পড়ে। আর তার ওপর পড়াশোনার চাপ, ভালো রেজাল্ট করতে না পারা, প্রিয়জনদের ভালোবাসা না পাওয়া প্রভৃতি নানা কারণে অনেকেই হতাশাগ্রস্ত কিংবা অবসাদে ভুগতে শুরু করে। অনেক সময় তা প্রকাশ পায় না।’

মনোরোগ চিকিৎসক মীনাক্ষী মিত্র, নিখিলেশ মণ্ডলের ধারণা, বিভিন্ন স্কুলে যদি মেন্টাল হেল্থ প্রোগ্রাম করা হয় তাতে প্রতি ১০০ জনে অন্তত ৭-৮ জন ছাত্রছাত্রীর খোঁজ মিলবে যারা কোনও না কোনওভাবে মনোরোগের শিকার। শিক্ষকেরা মনে করেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেড়েছে মোবাইলে আসক্তি। রায়গঞ্জ হাতিয়া হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুব্রত গুহ বলেন, ‘ছেলেমেয়েদের মধ্যে অত্যধিক আবেগপ্রবণতা নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তার কারণ। বাবা-মাকে বন্ধুর মতন মিশতে হবে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। আমরা স্কুলে স্পেশাল ক্লাস নিচ্ছি। ওরা কী চাইছে বা কী চিন্তা করছে সেই বিষয়গুলি উপলব্ধি করা প্রয়োজন।’

রেলে বঞ্চনা, ক্ষোভ উন্নয়ন মঞ্চের

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জের ওপর দিয়ে চলাচল করা রেলগুলোকে বিনা কারণে বন্ধ রাখা হয়, এই অভিযোগ ছিলই শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে। এবার সেই বিষয়েই রেলের দেওয়া তথ্য সামনে নিয়ে এল উত্তর দিনাজপুর রেল উন্নয়ন মঞ্চ। গত ১৩ জানুয়ারি রায়গঞ্জের বাসিন্দা কৃষ্ণেন্দু পালের করা আরটিআইয়ের জবাব এদিন প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর রেল উন্নয়ন মঞ্চের সম্পাদক অঙ্কুশ মৈত্র। তিনি বলেন, 'আজ পাওয়া রেলের তথ্য অনুযায়ী, বিগত ৯ মার্চ থেকে বিগত ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১১ মাসে রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি ডেমু ইন্টারসিটি বন্ধ থেকেছে ৪৫ দিন। একইরকমভাবে শিলিগুড়ি রাধিকাপুর ডেমু ইন্টারসিটিও বন্ধ থেকেছে ৪৫ দিন। এছাড়াও রাধিকাপুর শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি রাধিকাপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার বন্ধ ছিল ৬৭ দিন করে। অপরদিকে কাটিহার শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি বন্ধ ছিল ৩ দিন, কাটিহার শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার বন্ধ ছিল মাত্র ৬দিন।'

রেল উন্নয়ন মঞ্চের সদস্য সম্রাট কুণ্ডুর মতে, 'এছাড়াও তেলতা-রাধিকাপুর, তেলতা প্যাসেঞ্জার ট্রেনও দীর্ঘ ৫৬ দিন বন্ধ ছিল। সবমিলিয়ে কাটিহার ডিভিশনের আধিকারিকরা যে কোনও প্রকারে রায়গঞ্জকে পিছিয়ে দিতে চাইছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

তবে এই অভিযোগের বিষয়ে কাটিহার ডিভিশনের চিফ কমার্সিয়াল ইনস্পেকটর হরি ওমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর ফোন বেজেই গিয়েছে।

জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা...

ভালোভাবে লিখতে পারার আনন্দ। মালদা গার্লস হাইস্কুলে। - অরিন্দম বাগ

শতবাধা পেরিয়ে পাশে থাকার প্রমিস গোলাম-শ্রাবণীর

ভিনধর্মের দাম্পত্যের ১৭ বছর

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : কালবেলা। সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত উপন্যাসের বাস্তব ছবি যেন এটাই। একঘেয়ে কলেজের ক্লাস। সেখানেই প্রথম দেখা। এ বেঞ্চ থেকে ও বেঞ্চের চোখাচোখি। অনিমেষ-মাধবীলতার প্রেমের গতেই মন বেঁধেছিলেন গোলাম ও শ্রাবণী। বইয়ের পাতার মতো না হলেও তাঁদের গল্পটা অসাধারণ।

দুজনের ধর্মের ভিত্তি আলাদা। তবে ভালোবাসার কাছে সেসবকে এক তুড়িতে হারিয়ে দিয়েছেন রায়গঞ্জের গোলাম মর্তুজা ও শ্রাবণী সেনগুপ্ত। মোট তিনবার বিয়ে করেন তাঁরা। প্রথমবার রেজিস্ট্রেশন। পরের দুবার হিন্দু ও মুসলিম মতে। তাঁদের এই ঘরের বয়স ১৭ বছর। বর্তমানে তাঁদের যমজ ছেলে রয়েছে। যারা রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে।

কর্মসূত্রে রায়গঞ্জের চণ্ডীতলায় থাকেন গোলাম মর্তুজা। পেশায় তিনি হাইস্কুলের শিক্ষক। শ্রাবণী শিয়ালদার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একটি হাইস্কুলের গ্রন্থাগারিক হিসেবে কর্মরত। কলেজ জীবন থেকেই প্রেম। কলেজে প্রথম দেখাতেই শ্রাবণীর প্রেমে পড়েছিলেন গোলাম। অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে তাঁরা এখন স্বামী-স্ত্রী।

গোলাম ও শ্রাবণী। - সংবাদচিত্র

পুরোনো কথা মনে এলেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গোলাম। আজও যেন সব স্মৃতি উজ্জ্বল। তাঁর কথায়, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রথম যেদিন ক্লাসরুমে ঢুকি, ঘরের কোণে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কে ভেবেছিল সেই মেয়েটিই ভবিষ্যতে আমার স্ত্রী হবে!' এবার ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসি। বললেন, 'আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মেরুর। আমার শ্বশুরবাড়ি কলকাতার শিয়ালদায়। দুই পরিবারেরই আমাদের বিয়েতে অমত ছিল। পরে অবশ্য সবাই তা মেনে নিয়েছে। আমার শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিয়ে করতে। পরিস্থিতির চাপে চাকরি পাওয়ার আগেই বিয়ে করতে হয় আমাদের।'

গোলামের আসল বাড়ি ইটাহারে। কলকাতায় বিয়ের পর তাঁরা ইটাহারে ফিরে আসেন। অনেক বাধা এসেছিল। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটিয়েছিলেন এক সময়। তবু স্ত্রী হিসেবে শ্রাবণীর বাইরে কাউকে ভাবতে পারেননি গোলাম। তাঁর কথায়, 'শ্রাবণীর পরিবর্তে অন্য কোনও মেয়ে যদি আমার স্ত্রী হত, তাহলে ওই দুঃসময়ে আমাকে ছেড়ে চলে যেত। শ্রাবণী বলেই সব সময় আমার পাশে থেকেছে। ভগবান বা আল্লা যাই বলুন তাঁদের আশীর্বাদে বর্তমানে আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই হাইস্কুলে কর্মরত। আমার যখন রোজা চলে তখন আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফলমূল খাওয়ার জন্য।'

আজ পর্যন্ত ভালোবাসার ধর্ম নির্ধারণ করতে পারেনি কেউ। মন নামক অবাধ্য যে বস্তুবাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের বাস, তার ওপর যে আর কেউ কিচ্ছুটি নেই সেটাই যেন জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন এই দুই দম্পতি।

রায়গঞ্জ স্টেশনে লাগছে কুলিকের ছোঁয়া

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : নবরূপে সাজছে রায়গঞ্জ স্টেশন। স্টেশনে ছোঁয়া লাগছে কুলিক পক্ষীনিবাসের। প্রবেশদ্বারের বাইরের গেটেই তুলে ধরা হচ্ছে সেই ছবি। তবে পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে অনেকের মধ্যে। পানীয় জল, প্ল্যাটফর্মে ডিসপ্লে বোর্ড না থাকায় যাত্রীদের অনেকের সমস্যা হয়। সমস্যা নিয়ে রেলের আধিকারিকদের স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন।

প্রায় ১৭ কোটি টাকা খরচ করে রেলের প্ল্যাটফর্ম, যাত্রী শেড, সুবিশাল গেট তৈরি করা হয়েছে। টিকিট কাউন্টার, পার্কিং প্লেস পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। পক্ষীনিবাসের বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি ও গাছগাছালির ছবি তুলে ধরা হয়েছে। দুটি সুন্দর গেট তৈরি করা হয়েছে।

প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ সমিতির সম্পাদক রথীন্দ্রকুমার দেব জানান, 'রায়গঞ্জ রেলস্টেশন আধুনিক রূপ পেয়েছে। বিশেষ করে কুলিক পক্ষীনিবাস ফুটে উঠেছে। তবে রেল পরিষেবা নিয়ে আমরা খুশি নই। সমস্যা রয়েছে পরিস্রুত পানীয় জলের।'

রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ির কথায়, 'স্টেশনে রেক পয়েন্ট খুবই প্রয়োজন। পাশাপাশি কোচ ডিসপ্লে বোর্ড থাকা প্রয়োজন। আমরা শীঘ্রই এব্যাপারে ডিআরএমকে স্মারকলিপি দেব।'

কাটিহার ডিভিশনের রেল পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য প্লাবন প্রামাণিক জানান, 'স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে। তবে কাজ আরও দ্রুতগতিতে করতে হবে। প্ল্যাটফর্মগুলি আরও বড় করতে হবে। কারণ রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি কোচ প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়ায়। রেলযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন।'

রায়গঞ্জ স্টেশনের স্টেশনমাস্টার রাজু কুমার বলেন, 'রেলস্টেশনের আপগ্রেডেশনের কাজ কিছু বাকি আছে। তবে কাজ হচ্ছে। আপগ্রেডেশনের জন্য জলের লাইন কাটা আছে। সেজন্য সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি ডিসপ্লে বোর্ড বসবে। রেক পয়েন্টের কাজও হবে।'

ছবি ঃ দিবাকর সাহা

পক্ষীনিবাসে পার্কিং ফি নিয়ে বিতর্ক

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : কুলিক পক্ষীনিবাসে ঢোকার জন্য কোনও প্রবেশমূল্য লাগছে না। তবে যাঁরা গাড়ি বা বাইক নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের দিতে হচ্ছে পার্কিং ফি। দু'চাকার গাড়ির জন্য দুই ঘণ্টার পার্কিং ফি ৩০ টাকা, চার চাকার গাড়ির ক্ষেত্রে সেটা ১০০ টাকা। টাকার বিনিময়ে অবশ্য দেওয়া হচ্ছে কুপন। সেখানে একজনের সই রয়েছে। অভিযোগ, পক্ষীনিবাসের বাইরে সেখানকার একটি ক্লাবের তরফে স্থানীয় এক যুবককে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবসার জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে তাকে ওই ক্লাবকে দিতে হবে বছরে ৫০ হাজার টাকা। সরকারি জায়গায় এভাবে পার্কিংয়ের ব্যবসা করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মঙ্গলবার সকালে কুলিক পক্ষীনিবাসে গিয়ে দেখা গেল, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় একটি বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে জানায়, 'জায়গার মালিক আমার কাকু। বাইক রাখার জন্য ৩০ টাকা দিতে হয়।' এই কথাবার্তার মাঝেই সেখানে হাজির হন জমির মালিক গঙ্গা মণ্ডল। বলেন, 'আমি পার্কিংয়ের জন্য জমিটি লিজ নিয়েছি। এর জন্য ক্লাবকে আমায় দিতে হবে বছরে ৫০ হাজার টাকা।'

মোটা অংকের পার্কিং ফি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পর্যটক বিপ্লব হালদার। তিনি বলেন, '১০ টাকা পার্কিং ফি হতে পারে। তবে প্রতি ঘণ্টায় ৩০ টাকা? সরকারি জায়গায় এভাবে পার্কিং প্লেস করা যায় কি না জানা নেই।' রায়গঞ্জ বিভাগীয় বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দেশলাইয়ের কাঠিতে সাড়ে চার ইঞ্চির দুর্গা

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি : নেশা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দেশলাইয়ের বাক্স সংগ্রহ করা এবং তা দিয়ে নানারকম শিল্পকর্ম তৈরি। সেই নেশার জোরেই দেশলাইয়ের কাঠিতে মাত্র সাড়ে চার ইঞ্চির দুর্গা প্রতিমা তৈরি। আর তাতেই জায়গা করে নিয়েছেন 'ইন্ডিয়াস বুক অফ রেকর্ডস'এ। মাত্র পাঁচ ঘণ্টা তিরিশ মিনিটে সম্পূর্ণ করা এই শিল্পকর্মটি মালদার গ্রিন পার্কের বাসিন্দা সুবীরকুমার সাহা'র দক্ষতার এক অনন্য নিদর্শন।

পেশায় গ্রন্থাগারিক হলেও ইংরেজবাজার শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুবীরবাবু বহু বছর ধরে দেশ-বিদেশের দেশলাইয়ের বাক্স সংগ্রহ করে আসছেন। বর্তমানে তাঁর সংগ্রহে রয়েছে প্রায় আড়াই হাজার দেশলাই বাক্স। তবে কেবল সংগ্রহেই থেমে থাকেননি তিনি। দেশলাইয়ের কাঠির সুনিপুণ ব্যবহারে সৃষ্টি করেছেন একের পর এক চমকপ্রদ শিল্পকর্ম।

সুবীরকুমার সাহার হাতের কারুকার্যে প্রাণ পেয়েছে শুধুমাত্র দুর্গা প্রতিমাই নয়, বরং মনীষীদের মূর্তি, পথিকৃত, সাইকেল, নৌকা, চেয়ার-টেবিল, ফিরোজ মিনার, ইন্ডিয়া গেট সহ বিভিন্ন স্থাপত্যশিল্পের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাছাড়া সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশলাই কাঠির মডেলের মাধ্যমে তৈরি করেছেন বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, যেখানে দেখানো হয়েছে যোগাসনের গুরুত্ব, শিশুদের শিক্ষা, ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা। এই শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা এবার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল ইন্ডিয়াস বুক অফ রেকর্ডস-এ স্থান পাওয়ার মাধ্যমে। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যে তিনি পেয়েছেন বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে শংসাপত্র ও বিশেষ স্বীকৃতি। এটি শুধু তাঁর একার কৃতিত্ব নয়, মালদার গর্বও বটে।

সুবীরবাবুর স্বপ্ন, 'ভবিষ্যতে দেশলাই কাঠির মাধ্যমে আরও নান্দনিক ও ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম তৈরি করা, যা নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীলতার পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করবে। ছোট ছোট বস্তু দিয়েও বড় কিছু গড়া সম্ভব, যদি থাকে ধৈর্য, নিষ্ঠা আর সৃষ্টিশীল মন।'

তাঁর এই অভিনব শিল্পকর্ম আগামীতে আরও স্বীকৃতি পাবে বলেই আশা।

বন্যপ্রাণ কর্মশালায় তুহিনশুভ্র

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্রে বন ও বন্যপ্রাণ নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র রিসোর্স পার্সন হিসেবে সুযোগ পেলেন বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী তুহিনশুভ্র মণ্ডল। যেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক সহ মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ছিলেন সেই কর্মশালায়। যেখানে বন ও বনাধিকারককে নিয়ে থিয়েটারের মাধ্যমে শিক্ষার হাতিয়ার কীভাবে হতে পারে সেই বিষয়ে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের দিয়ে নাটক তৈরি করেন তিনি। এছাড়া মহারাষ্ট্রে গান্ধিজির স্কুলে প্রকৃতি পাঠ দিলেন তুহিন।

চলতি মাসের শুরুতেই নাগপুর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত সাতপুরা রেঞ্জের অন্তর্গত মেলঘাট টাইগার রিজার্ভ সংলগ্ন অঞ্চলে কর্মশালায় এনসিইআরটি, এসসিইআরটি বইয়ে বনের বিভিন্ন বিষয় কীভাবে আছে ও ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে আরও ভালোভাবে কী করে তুলে ধরা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র রিসোর্স পার্সন ছিলেন তুহিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেঙ্গালুরুর পল্লবী ভার্মা পাতিল, ভোপালের হিমাংশু শ্রীবাস্তব, শচীন সাক্সেনা প্রমুখ। মহারাষ্ট্রের ২০ জন শিক্ষক এতে অংশ নেন।

তুহিনের আনন্দ, 'এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমার কাজের জীবনের একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকল। মহাত্মা গান্ধির নিজের তৈরি আশ্রম ও স্কুলে এই যে সুযোগ আমি পেলাম তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার আগে মেলঘাটে মারাঠি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লার্নিং থ্রু ফরেস্ট কর্মশালায় পড়াতে পেরে অভিভূত।'

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

ইন্টারনেট কর্মশালা

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস পালন করল উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। এদিন বিবেকানন্দ কক্ষে একটি কর্মশালা ও সচেতনতামূলক প্রচারের আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে কর্মচারী, ব্লক আধিকারিক, সমগ্র শিক্ষা মিশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকেরা এই কর্মশালায় অংশ নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় এই কর্মশালা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা, মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি সহ অন্যরা।

নিকাশিনালার সমস্যা সমাধানে হাইড্রেন নির্মাণ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসেই শুরু হচ্ছে শহরের মূল জলনিকাশি ব্যবস্থার কাজ। মহানন্দার সঙ্গে লেভেলে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি করা হবে বাইপাস হাইড্রেন। বাইপাস জাতীয় সড়কের গা ঘেঁষে তৈরি হবে এই হাইড্রেন, আর এই কাজ করতে গিয়ে যাতে কোনওভাবেই জাতীয় সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে শুক্রবার পুরকর্তৃপক্ষের সঙ্গে এনএইচ ডিরেক্টর সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেন। এব্যাপারে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা পুরসভাকে সহযোগিতা করছে। ড্রেন নিয়ে পুরসভার পরিকল্পনায় সিলমোহরও দিয়েছে এনএইচ ডিরেক্টর। এই হাইড্রেন তৈরি হলে বর্ষায় জমা জলের সমস্যা থেকে নিস্তার পাবে মালদা শহরের মানুষ।

শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ডের ড্রেনেজ সিস্টেম জড়িয়ে রয়েছে চাতরা বিলের সঙ্গে। কয়েক দশকে জমি মাফিয়াদের দাপটে সেই চাতরা বুজিয়ে ফেলার খেসারত দিতে হচ্ছে শহরবাসীকে। ব্যাহত হচ্ছে বিলের জলের স্বাভাবিক প্রবাহ। সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের রাস্তায় জল জমে। শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ড সম্পূর্ণভাবে চলে যায় জলের তলায়।

পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, 'রেগুলেটেড মার্কেট থেকে বড় হাইড্রেন তৈরি করে বাইপাসের ধার দিয়ে রামনগর কাছারি পর্যন্ত তৈরি করা হবে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ খাল কাটার সময় গার্ডওয়াল তৈরির জন্য বলছিলেন যাতে তাঁদের রাস্তার ধস না পড়ে। গতকাল জাতীয় সড়কের ডিরেক্টর পরিদর্শন করে গেছেন। এই কাজে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন। সেচ দপ্তর ও মালদা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা ড্রেন তৈরির কাজে হাত লাগাতে চলেছি। চলতি মাসেই সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। বর্ষায় জমা জলের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন শহরবাসী।'

ছুটি ঘোষণায় পরীক্ষা স্থগিত

মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ১৩ ফেব্রুয়ারি শবেবরাতের ছুটি ঘোষণায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ওই দিনের সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হল। পরীক্ষাগুলোর নতুন করে দিন নির্ধারণ করেছে কন্ট্রোলার বিভাগ।

কন্ট্রোলার বিশ্বরূপ সরকার বলেন, 'রাজ্য সরকার ১৩ ফেব্রুয়ারি শবেবরাতের ছুটি ঘোষণা করেছে। ওইদিন স্নাতক স্তরের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষাগুলি আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি হবে। এই মর্মে সমস্ত কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'স্নাতকোত্তর স্তরেরও অনেকগুলি পরীক্ষা ছিল। সেগুলি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার দিনগুলি পরবর্তীতে নির্ধারিত হবে। পরীক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে।'

ভবন নির্মাণ শুরু

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার কসবায় উত্তর দিনাজপুর ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হল মঙ্গলবার। এদিন সকাল দশটায় ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কাজের উদ্বোধন করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য প্রমুখ। প্রসঙ্গত, দুই কোটি আট লক্ষ টাকায় এই ভবনটি নির্মাণ হবে। বালিগঞ্জের একটি সংস্থা কাজের বরাত পেয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল বলেন, 'পাঁচতলার এই ভবনে চল্লিশটি ঘর থাকবে যেখানে জেলাবাসী স্বল্পমূল্যে থাকতে পারবেন।'

পাড়ায় পাড়ায় | রায়গঞ্জ

দেবীনগর বাজারে মাংসের দোকান। - দীপঙ্কর মিত্র

প্রকাশ্যে মাংস কাটা রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : দৃশ্যদূষণের অন্যতম উদাহরণ রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর বাজারের রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বহু মানুষ, ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত। ওই রাস্তার দুই পাশেই রয়েছে বাজারের সমস্ত মুরগি ও খাসির দোকান। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয় খাসিগুলি। প্রকাশ্যে মুরগি কাটা হয়।

ঘটনায় দৃশ্যদূষণের পাশাপাশি একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাই অবিলম্বে মুরগি এবং খাসি প্রকাশ্যে কাটা ও ঝুলিয়ে রাখা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

স্থানীয় পশুপ্রেমী সংস্থার সভাপতি ভীমনারায়ণ মিত্র জানান, ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন, শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের দিকটা চিন্তা করবেন। কারণ, শিশুদের উপর এর প্রভাব পড়ে।

দেবীনগর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দীপঙ্কর প্রামাণিক বলেন, 'খাসি কাটার ঘর আছে বাজারে। মুরগি সাধারণত প্রকাশ্যে কাটে না। তবে ভিড় হলে বাইরে কাটতে হয়। আমরা মাংস ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেব প্রকাশ্যে মাংস যেন না কাটে এবং ঝুলিয়ে যেন না রাখে।'

রায়গঞ্জ পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর অভিজিৎ সাহা বলেন, 'এইভাবে রাস্তার ওপর প্রকাশ্যে যেন মাংস কাটা না হয়, সে বিষয়ে আমি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলব এবং যতদূর দ্রুত সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করব।'

ছেলেকে বাঁচাতে হোটেল ছেড়ে ফুটপাথে রাম

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার সপ্তাহ উদযাপন চলছে জোরকদমে। চকোলেট, টেডি বিয়ারের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। সম্পর্কের টানে রোজ কত মানুষ কতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেইরকমই এক ভালোবাসার, নিরন্তর চেষ্টার গল্প শোনা যাবে রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড়ের কাছে বড় শপিং মলের সামনে গেলে। ছেলের জীবন বাঁচাতে বাবার সংগ্রাম।

সকাল থেকে গৌরী পঞ্চায়েতের নরম গ্রামের বাসিন্দা রাম দাসের চিন্তা কীভাবে বড় সন্তান রাকেশকে বাঁচিয়ে তুলব। ছেলের চিকিৎসার জন্যই মুম্বইয়ের বড় হোটেলের শেফের কাজ ছেড়ে রায়গঞ্জের ফুটপাথে এসে দোকান খুলেছেন রামচন্দ্র দাস। রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড়ের কাছে বড় শপিং মলের সামনে ইদানীং বসছে নানা ধরনের খাবারের দোকান। তাদের মধ্যে একটি হল রাম দা'র স্প্রিং রোলের দোকান। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেই সেই দোকান ঘিরে জমতে শুরু করে নানা বয়সিদের ভিড়।

ফুটপাথের দোকানে স্প্রিং রোল ভাজছেন রামচন্দ্র। রায়গঞ্জে। - চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রাম দাসের কথায়, 'আগে মুম্বই শহরের বড় হোটেলে রান্না সামলাতাম। কিন্তু বড় ছেলের ব্রেন টিউমার ধরা পড়ায় সব ছেড়ে রায়গঞ্জ আসি। তারপর ছেলের চিকিৎসার জন্য দিল্লির এইমসে যাই। মাসের পর মাস এইমসে থেকে চিকিৎসা করাতে হয় বলে হোটেলের স্থায়ী চাকরি হারিয়েছি। তাই বাধ্য হয়ে ফুটপাথে খাবার দোকান বসাই। যা রোজগার হয় এতে পেট চলে। বড় ছেলে রাকেশের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে এখন এটাই আমার একমাত্র সম্পদ।'

> আগে মুম্বই শহরের বড় হোটেলে রান্না সামলাতাম। কিন্তু বড় ছেলের ব্রেন টিউমার ধরা পড়ায় সব ছেড়ে রায়গঞ্জ আসি। তারপর ছেলের চিকিৎসার জন্য দিল্লির এইমসে যাই। মাসের পর মাস এইমসে থেকে চিকিৎসা করাতে হয় বলে হোটেলের স্থায়ী চাকরি হারিয়েছি। তাই বাধ্য হয়ে ফুটপাথে খাবার দোকান বসাই।
>
> **রামচন্দ্র দাস,** রাকেশের বাবা

দোকানদার রামচন্দ্র দাস জানান, টোটোর মধ্যে বসানো এই দোকানে সোয়াবিন রোল, ভেজ রোল এবং পনির স্প্রিং রোল বিক্রি করি।

ক্রেতা সঞ্চিতা দাস বলেন, 'আগে বহু দোকানে স্প্রিং রোল খেলেও এর টেস্ট একেবারেই আলাদা। বড় বড় রেস্টুরেন্টের মতন।'

বেকারত্ব বাড়াতে পারে এআই : মোদি

প্যারিস থেকে বিশ্বকে বার্তা ■ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে জোর

প্যারিস, ১১ ফেব্রুয়ারি : কৃত্রিম মেধা আবিষ্কারের পর নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে গোটা দুনিয়ায়। অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তির প্রচুর সম্ভাবনার পাশাপাশি তার সমূহ বিপদ নিয়েও প্যারিস থেকে বিশ্ববাসীকে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বললেন, কৃত্রিম মেধা অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সমাজকে বদলে দিচ্ছে। এটা যেমন অনেক উপকারে লাগছে, তেমনই এর বেলাগাম ব্যবহারে শ্রমজীবী মানুষের চাকরি হারানোর আশঙ্কাও রয়েছে। ফলে কৃত্রিম মেধাকে ব্যবহার করতে হবে পক্ষপাতহীন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

মঙ্গলবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিশ্ব কৃত্রিম মেধা (এআই) সম্মেলনে মোদি বলেন, কৃত্রিম মেধার অনেক সুবিধা থাকলেও এটা বেকারত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই মানবকল্যাণকে বাদ দিয়ে এর ব্যবহার হতে পারে না। তিনি বলেন, কৃত্রিম মেধার সুবিধা সকলেই পাচ্ছে। ভবিষ্যতেও পাবে। কিন্তু দেখতে হবে এর ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব না হয়। বিশেষ করে কৃত্রিম মেধার সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাওয়া উচিত এশিয়া ও আফ্রিকার (গ্লোবাল সাউথ) দেশগুলির।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে কোনও পক্ষপাতিত্ব না থাকে। এআই অবশ্যই মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে হবে। সাইবার নিরাপত্তা, ভুল ও ভুয়ো তথ্য প্রচার ও 'ডিপফেক' প্রযুক্তির ঝুঁকির দিকগুলি নিয়েও আমাদের সচেতন থাকতে হবে।'

একনজরে

- ■ এআই প্রযুক্তি ইতিমধ্যে অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সমাজকে বদলে দিচ্ছে
- ■ ভারত ১৪০ কোটি মানুষের জন্য স্বল্প খরচে একটি কার্যকর ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করেছে
- ■ একদিন এই যন্ত্রমানব মস্তিষ্কের চেয়ে বুদ্ধিমান হবে। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য শুধুমাত্র মানুষের হাতেই রয়েছে। সেই দায়িত্ববোধ নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে
- ■ এর দ্রুত বিকাশের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রয়োজন
- ■ সাইবার নিরাপত্তা, ভুয়ো তথ্য এবং ডিপফেকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে

পাঁচ দিনের সফরে ফ্রান্স ও আমেরিকা সফরে গিয়েছেন মোদি। সোমবার দুপুরে প্যারিসে পৌঁছোন তিনি। বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনার সাক্ষী ছিলেন প্রবাসী ভারতীয়রা। তাঁরা মোদি মোদি জয়ধ্বনি দেন। এরপর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল

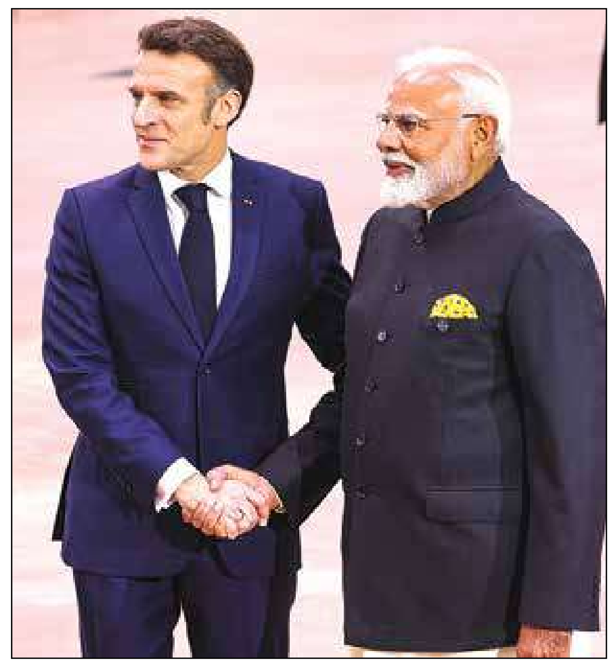

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। প্যারিসে।

ম্যাক্রোঁর সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়।

মঙ্গলবার সকালে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন মোদি। সম্মেলনে এআই নিয়ে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেকের উচিত এআই-কে একটু সমঝে চলা। এআই এখন প্রতিদিন সাধারণ মানুষের নানা কাজ লাগছে। তবে সকলের একটু সতর্ক হয়েই এটি ব্যবহার করা উচিত।

ভারতে কৃত্রিম মেধার ব্যবহার নিয়ে মোদি বলেন, 'বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতে ১৪০ কোটি মানুষের জন্য কম খরচে একটি শক্তিশালী ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। আমাদের এআই মিশন তৈরি হয়েছে সমস্ত শ্রেণির কথা ভেবে গণতান্ত্রিক ও উন্মুক্ত নীতির ভিত্তিতে।' ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এআই কর্মী বাহিনী গড়ে তুলেছে বলে দাবি মোদির। কৃত্রিম মেধার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কিছু মানুষ উদ্বিগ্ন যে যন্ত্র একসময় মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে, কিন্তু আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ববোধই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।'

মোদির কথায়, 'এআই মানবজীবনের হাল বদলে দিতে পারে। স্বাস্থ্যক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিক্ষা, কৃষিকাজ, সব ক্ষেত্রই উপকৃত হতে পারে। আমাদের সকলের উচিত সিস্টেমকে আরও উন্নত করার জন্য এআই-এর ইতিবাচক কার্যকলাপ আরও বাড়ানো। একই সঙ্গে আমাদের অবশ্যই সাইবার নিরাপত্তা, ভুয়ো তথ্য এবং ডিপফেক সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

পরিবেশের ওপর কৃত্রিম মেধা প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব কমাতে সবুজ শক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেন মোদি। তিনি বলেন, ভারত ও ফ্রান্স মিলে 'ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স' গঠন করেছে, যাতে ভবিষ্যতের প্রযুক্তির জন্য পর্যাপ্ত পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহ করা যায়।

বুধবার প্যারিস ছেড়ে আমেরিকায় যাবেন মোদি। অবৈধ অভিবাসী বিতাড়ন বিতর্কের মধ্যেই ওয়াশিংটনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে ট্রাম্প ও মোদির। শুল্ক ও প্রতিরক্ষা নিয়েও কথা হতে পারে।

তৃণমূলকে দুর্নীতির তোপ নির্মলার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ শানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জবাবে জোড়াফুল শিবিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির পালটা তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি দাবি করেন, রেল, মেট্রো, সামাজিক সুরক্ষা, মনরেগা একাধিক খাতে বাংলার জন্য ব্যাপক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বাজেট নিয়ে জবাবি ভাষণে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের নাম অনুযায়ী মাটির কাছাকাছি থাকার কথা হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এই দল দুর্নীতির সমার্থক হয়ে উঠেছে।'

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ কীভাবে রাজ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে।' তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তোলেন। অভিষেক বলেছিলেন, এবারের বাজেট বাংলা বিরোধী। এদিনও তৃণমূল, সপার মতো বিরোধী দলগুলি বাজেট নিয়ে জবাবি ভাষণের সময় তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়, কোন রাজ্যের জন্য বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা জানানো হোক। একই দাবি তোলে সপা। তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তুমুল বিক্ষোভ করতে থাকেন দলের সাংসদরা। এরপরই তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন অর্থমন্ত্রী। নির্মলার কাছে কল্যাণ জানতে চান, বাংলা থেকে কর বাবদ কত টাকা আয় করেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার পালটা বাংলাকে বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তরে তিন বছরের পুরোনো দুর্নীতিকে হাতিয়ার করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'রাজ্যের মাথাপিছু আয় গত বিশ বছর ধরে জাতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। তৃণমূল দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছে। মনরেগায় ২৫ লক্ষ জাল জব কার্ড পাওয়া গিয়েছে, যা রাজ্যের আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ।' একইভাবে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অযোগ্য পরিবারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, '১৩,৯৫৫ কোটি টাকা রেলে বাংলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহনেও বাংলার জন্য অনেক কাজ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাগডোগরা এয়ারপোর্টকেও নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।'

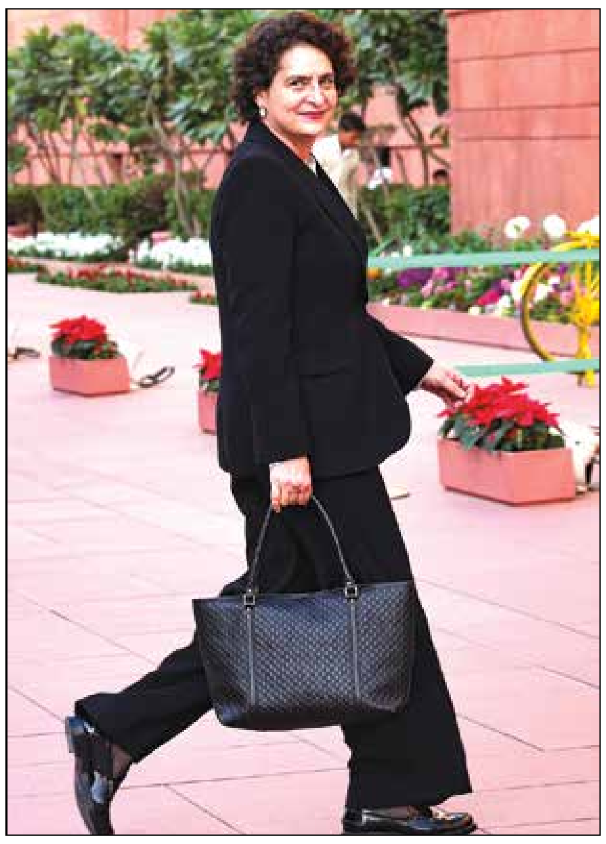

ভিন্ন মেজাজে সংসদ চত্বরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরা। নয়াদিল্লিতে।

ইভিএমের তথ্য মোছা যাবে না

কমিশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইভিএমে কারচুপির অভিযোগে নির্বাচন কমিশনকে প্রায়ই বিদ্ধ করে কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে হারের পর ইভিএমে কারচুপির তত্ত্বে শান দিয়েছিল বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে আপাতত ইভিএমের কোনও তথ্য মোছা যাবে না এমনকি নতুন কোনও তথ্য রিলোড করা যাবে না বলে সাফ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ। পাশাপাশি নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর ইভিএমের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর কী, তাও জানতে চেয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ১৫ দিনের মধ্যে কমিশনের মতামত জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

ভোটগণনার পর ইভিএম থেকে তথ্য যাতে না মোছা হয় সেই মর্মে একটি মামলা করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস বা এডিআর। দুই বিচারপতির বেঞ্চে এডিআরের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, 'আমরা চাইছি, সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নির্বাচন কমিশন যেন তাদের সাধারণ কার্যপ্রণালী বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ করে। আমরা চাই, সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারে কোনও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য ইভিএমের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার পরীক্ষা করা উচিত।' এর আগে গত বছর ২৬ এপ্রিল শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ভিভিপ্যাট নিয়ে সংশয় দূর করতে সিম্বল লোডিং ইউনিটকে সংরক্ষণ করতে হবে। তাতে গণনায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রার্থী যাচাই করার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এদিন এডিআরের যুক্তি শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা চাইনি যে গণনা না হওয়া পর্যন্ত কোনও ঝামেলা হয়। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, কারও কী বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। আমরা চাইনি যে ইভিএমে কারচুপি করা হোক।'

এডিআরের তরফে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ উদাহরণ দিয়ে জানানো হয়। বিরোধীদের তরফে কারচুপির অভিযোগ শুনে নির্বাচন কমিশন পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিয়েছিল। এদিন প্রধান বিচারপতি বলেন, একবার ভোট গণনা হয়ে গেলে 'ভিভিপ্যাটে কি পেপার ট্রেইল থেকে যায় না কি সেটা বের করে নেওয়া হয়?' জবাবে প্রশান্ত ভূষণ বলেন, 'পেপার ট্রেইল সেখানেই থাকা উচিত।'

কাশ্মীরে বিস্ফোরণে শহিদ ২ সেনা

শ্রীনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে আখনুর সেক্টরে তল্লাশি অভিযান চলাকালীন আচমকা বিস্ফোরণে শহিদ হলেন দুই সেনা। আহত হয়েছেন একজন। মঙ্গলবারের ঘটনা।

সন্দেহ করা হচ্ছে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে। মৃত দুই জওয়ানের প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কোর। এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে নিরাপত্তাবাহিনী পুরো জায়গাটি ঘিরে ফেলেছে।

সোমবার কুপওয়াড়ায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর তল্লাশি অভিযানে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী। তারা গোপন সূত্রে জানতে পারে, কয়েকজন সন্দেহজনক ব্যক্তি অস্ত্র মজুত করছেন। যৌথবাহিনী এই খবর পেয়ে তল্লাশিতে নামে। অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন রাজৌরির ঠিক উলটোদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে এপারে টহলদারিরত সেনাকে লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালানোর ঘটনার পরে এপারে টহলদারি আরও জোরদার করা হয়। বাড়ানো হয় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর নজরদারি। এমনই এক অভিযানে নেমে আচমকা বিস্ফোরণের মধ্যে পড়ে নিরাপত্তাবাহিনী।

মৃত ৯ পুণ্যার্থী

হায়দরাবাদ ও ভোপাল, ১১ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুই সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৯ জন। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশে জোড়া সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁদের। সকলেই তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। ৮ জনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। গুরুতর জখম দুই। তাঁদের চিকিৎসা চলছে জবলপুর মেডিকেল কলেজে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মিনিবাসের ধাক্কাটি হয় মধ্যপ্রদেশের মোহলা ও বার্গি গ্রামের কাছে একটি সেতুর ওপর। ট্রাকটি ভুল লেন দিয়ে আসছিল। দুর্ঘটনার বাসটি দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটিও জবলপুরেই। এসইউভিকে ধাক্কা মেরেছিল অন্য একটি গাড়ি।

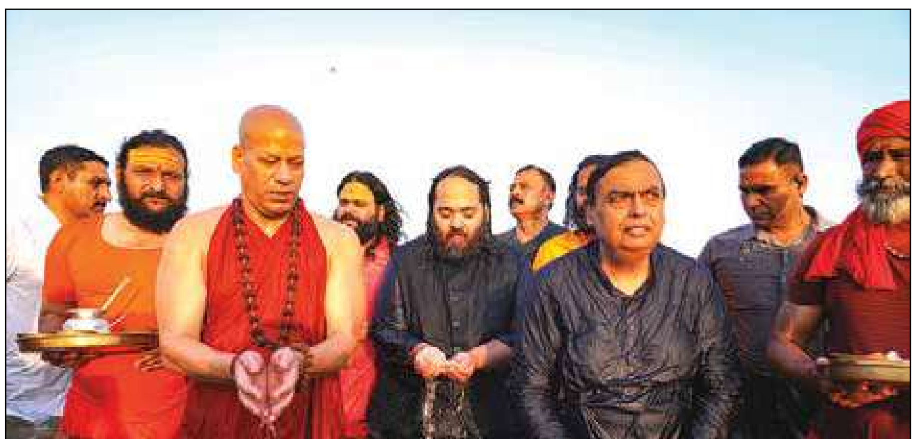

মহাকুম্ভে মুকেশ আম্বানির পরিবার : তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁয়া। মঙ্গলবার সকালে প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সংগমে পুণ্যস্নানে অংশ নিয়ে আনন্দে মাতলেন শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি ও তাঁর পরিবারের চার প্রজন্মের সদস্যরা। এদিন মহাকুম্ভে রীতিমতো উল্লসিত ভঙ্গিতে স্নান সারেন মুকেশের মা কোকিলাবেন, দুই পুত্র আকাশ ও অনন্ত, তাঁদের স্ত্রী শ্লোকা ও রাধিকা, নাতি-নাতনি পৃথ্বী ও বেদা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুকেশের বোন দীপ্তি সালগাঁওকর ও নীনা কোঠারি, তাঁর শাশুড়ি পুনমবেন দালাল এবং শ্যালিকা মমতাবেন দালাল। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সংগমস্থলে অগণিত সাধারণ পুণ্যার্থীর সঙ্গে মিলে গিয়ে আধ্যাত্মিক যাত্রায় অংশ নেয় আম্বানি পরিবার। নিরঞ্জনী আখড়ার স্বামী কৈলাসানন্দ গিরিজি মহারাজ তাঁদের গঙ্গাপুজো সম্পন্ন করান।

জট কাটাতে বৈঠক কেজরি-মানের

পঞ্জাবে রদবদলের জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও দিল্লি হাতছাড়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয় তথা সর্বশেষ দুর্গ পঞ্জাবকে রক্ষা করতে মরিয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। সেই লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী পদেও রদবদলের পথে হাঁটতে পারেন আপ সুপ্রিমো। মঙ্গলবার কাপুরথালা হাউসে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান সহ সেই রাজ্যের আপ বিধায়কদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন কেজরি। পঞ্জাবের একাধিক মন্ত্রীর পাশাপাশি আপের শীর্ষনেতারাও হাজির ছিলেন। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মান সাফ জানিয়ে দেন, পঞ্জাব আপে সব কিছু ঠিকঠাক আছে। মুখ্যমন্ত্রী পদে রদবদলের সম্ভাবনাকেও হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেন তিনি।

দিল্লি বিধানসভা ভোটে হারের পরই আপে ডামাডোল শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন পঞ্জাবের বিরোধী দলনেতা পরতাপ সিং বাজওয়া। সোমবার তিনি বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জাহির করে আপের অন্তত ৩০ জন বিধায়ক শিবির বদলাতে চাইছেন। তা নিয়ে চর্চার মধ্যেই দিল্লির রাজৌরি গার্ডেনের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক মনজিন্দর সিং সিরসা দাবি করেন, মানকে সরিয়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন, 'দিল্লির ভোটে পরাজিত হওয়ার পর অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লিতে পঞ্জাবের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন। উনি ভগবন্ত মানকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরাতে চাইছেন। মহিলাদের ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হওয়া, মাদক সমস্যার সমাধান করতে না পারা এবং পঞ্জাবের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়ে যাওয়ার সমস্ত দায় মানের ঘাড়েই ফেলতে চান কেজরিওয়াল। তিনি একজন ভালো মানুষ বলে তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হোক, এমন একটি দাবি পঞ্জাবের আপের বিধায়কদের দিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন উনি।'

সিরসার এই দাবি শুনে মান বলেন, 'ওঁদের যা খুশি বলুন। পঞ্জাবের মহিলাদের প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি সরকার ঠিকই পালন করবে।' মুখ্যমন্ত্রীর খোঁচা, 'পরতাপ বাজওয়া গত তিন বছর ধরে একই কথা বলছেন। ওঁকে আগে জিজ্ঞাসা করুন, দিল্লিতে এই নিয়ে তৃতীয়বার কংগ্রেসের কতজন বিধায়ক রয়েছে?' আপ-ত্যাগের জল্পনা উড়িয়ে মানের বক্তব্য, 'ওঁরা যা খুশি বলুন। আমরা রক্ত, ঘাম ঝরিয়ে এই দলটি তৈরি করেছি। আসলে শিবির বদলানোর সংস্কৃতিটা কংগ্রেসের রয়েছে। আপের পরাজয় নিয়ে কংগ্রেসের একজন নেতা ঢাক পেটাচ্ছেন। উনি কি কংগ্রেসের বারবার শূন্য আসন পাওয়াটা সেলিব্রেট করছেন?'

১১৭ আসনে পঞ্জাব বিধানসভায় আপের ৯৩ এবং কংগ্রেসের ১৬টি আসন রয়েছে। বৈঠক প্রসঙ্গে মান বলেন, 'দিল্লির ভোটপ্রচারে কাজের জন্য আপের কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপ সুপ্রিমো। আমরা দিল্লির জনাদেশ মেনে নিয়েছি। আমরা পঞ্জাবকে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।' আপে অল ইজ ওয়েল বলেও দাবি মানের।

মণিপুরে মুক্ত প্রবীণ সাংবাদিক

ইম্ফল, ১১ ফেব্রুয়ারি : মণিপুরের এক প্রবীণ সাংবাদিককে মঙ্গলবার ভোররাতে তাঁর ইম্ফলের বাড়ি থেকে অপহরণ করা হলেও কয়েকঘণ্টা পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ৬৯ বছর বয়সি ওই সাংবাদিকের নাম ইয়ামবেম লাবা। কেন তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়।

দ্য স্টেটসম্যান সহ একাধিক সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন লাবা। বর্তমানে কাজ করেন স্বাধীন সাংবাদিক (ফ্রিল্যান্সার) হিসাবে। অপহৃত সাংবাদিকের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সোমবার সন্ধ্যায় টিভি চ্যানেলের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন লাবা। আলোচনায় তিনি মণিপুরের চলমান রাজনৈতিক সংকট নিয়ে নিজস্ব মতামত দেন। এরপর রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ১৫-২০ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পরিবার পুলিশকে বিষয়টি জানায়। এরপর বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ লাবাকে ইম্ফল থানায় পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

সাংবাদিকের দাদা অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার ইয়ামবেম আগাম্বা জানিয়েছেন, তাঁর ভাই এন বীরেন সিং সরকারের সমালোচক হিসাবে পরিচিত। রাজ্যের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি নিয়েও তিনি বারবার সরব হয়েছেন সরকারের বিরুদ্ধে।

ফের আত্মহত্যা কোটায়

কোটা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ফের কাঠগড়ায় কোটা। এবছরে পড়ুয়া আত্মহত্যার এটি সপ্তম ঘটনা। মৃত ছাত্র ১৮ বছরের অঙ্কুশ মিনা। সোমবার প্রতাপনগর এলাকার ভাড়াবাড়িতে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যদিও পড়াশোনার চাপে আত্মহত্যা বলে মানতে নারাজ পুলিশ।

এদিন সকালে অঙ্কুশের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে বাড়ির মালিক বারবার ডাকেন। কিন্তু সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দেহ দেখা যায়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। অঙ্কুশ নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে দু-বছর ধরে কোটায় থাকছিলেন। ঘটনার দিন সকালে বাবার সঙ্গে ফোনে কথাও হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এর সঙ্গে পড়াশোনার কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত কারণেই অঙ্কুশ আত্মঘাতী হয়েছেন।

২০২২-এ ১৭ জন এবং ২০২৩-এ ২৩ জন পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন কোটায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর কেরিয়ারের বোঝা চাপিয়ে না দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলওয়ার।

ফের ধস শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : ফের বড় অঙ্কের পতন হল ভারতীয়. শেয়ার বাজারে। মঙ্গলবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০১৮.২ পয়েন্ট নেমে ৭৬২৯৩.৬০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩০৯.৮ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৩০৭১.৮০ পয়েন্টে।

মঙ্গলবার নিয়ে টানা পাঁচ দিন নামল দুই শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। এই পাঁচ দিনে সেনসেক্স নেমেছে ২২৯০ পয়েন্ট। অন্যদিকে পাঁচ দিনে ৬৬৭ পয়েন্ট পতন হয়েছে নিফটির। যার জেরে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ১৮ লক্ষ কোটি টাকা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে অস্থিরতা বেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে এদেশেও। এছাড়াও মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দামে লাগাতার পতন, বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রি, কয়েকটি সংস্থার খারাপ ফলও শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। পরিস্থিতির এখনই বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম বলেও জানিয়ে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

মঙ্গলবার যেসব সংস্থার শেয়ারদরে উল্লেখযোগ্য পতন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল আইসার মোটরস, অ্যাপোলো হসপিটাল, শ্রীরাম ফিন্যান্স ইত্যাদি। শেয়ার বাজারে ধস নামলেও এদিন ঊর্ধ্বমুখী ছিল আদানি এন্টারপ্রাইজ, গ্রাসিম, ট্রেন্ট, ভারতী এয়ারটেল ইত্যাদি সংস্থার শেয়ারদর।

কঠিন শাস্তির মুখে রণবীর

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : ভয়ংকর বিপদের মুখে সময় রায়না। রণবীর এলাহাবাদিয়ার জন্য তাঁর 'ইন্ডিয়া'স গট ট্যালেন্ট' শো-টি নিষিদ্ধ হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই শো-এর এক পর্বে তিনি এক প্রতিযোগীকে বলেছেন, আপনি কি আপনার মা-বাবার যৌনতা দেখবেন, নাকি সেই যৌনখেলায় অংশ নিয়ে চিরতরে সেটা বন্ধ করবেন? রণবীরের এমন প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই হতবাক হন প্রতিযোগী। তবে রণবীরের পাশে বসে থাকা, সময় রায়না, আশিস চঞ্চলানি, যশপ্রীত সিং, অপূর্ব মাখিজা হেসে গড়িয়ে পড়েন। এই পর্বের ভিডিও ভাইরাল হতেই দেশজুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়।

অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ থেকে তাঁদের সমস্ত কর্মী, টেকনিশিয়ান, প্রযোজক, পরিচালক এবং অন্যান্য কলাকুশলীকে এই শো থেকে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে বলা হয়েছে। এই সংস্থার তরফ থেকেই সময় রায়নার শো-কে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। তার আগেই অবশ্য ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের প্রবল বিক্ষোভের মুখে ইউটিউব থেকে রণবীর এলাহাবাদিয়ার ওই বিশেষ পর্বটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, সময় রায়নার এই শো-তে রণবীর এলাহাবাদিয়ার এই বিশেষ পর্বটি

ভারতীয় সমাজ, মূল্যবোধ এবং ধ্যানধারণার পরিপন্থী। ভারতের মতো এক প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী সমাজকে এখানে আঘাত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ঘটনার সমালোচনা করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। অনুষ্ঠানের নির্মাতাদের বিরুদ্ধে মুম্বই পুলিশ কমিশনার ও মহারাষ্ট্রের উইমেনস কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে শো-এর অর্গানাইজারের সহ বিচারকদের বিরুদ্ধেও। তবে বিতর্কের আগুন বাড়তেই সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করে ক্ষমা চাইলেন রণবীর। এই ভিডিওতে রণবীর জানালেন, 'আমার এই মন্তব্য একেবারেই মজার নয়। এটা অশ্লীল। আমি আমার বক্তব্যের পক্ষে কোনও যুক্তি দিচ্ছি না। আশা করি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন সবাই।' মুম্বইয়ে রণবীরের নামে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অবৈধ বাসিন্দাদের খোঁজে ব্রিটেনও

লন্ডন, ১১ ফেব্রুয়ারি : অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের ফেরত পাঠাতে শুরু করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা। ঠিক একই কায়দায় ব্রিটেনও এবার সেই পথেই হাঁটছে। ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির আদলে ব্রিটেনের লেবার পার্টির সরকার দেশজুড়ে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতীয় রেস্তোরাঁ, নেইল বার, ছোট দোকান ও গাড়ি পরিষ্কারের ব্যবসাগুলির ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অভিযান চলাকালীন বহুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর।

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রকাশিত একটি ভিডিওতে অবৈধ অভিবাসীদের বিমানে চাপিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করার দৃশ্য ধরা পড়েছে। গত বছরের জুলাই মাসে লেবার পার্টি সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে প্রায় ১৯ হাজার অবৈধ অভিবাসী, ব্যর্থ আশ্রয়প্রত্যাশী ও ভিনদেশি অপরাধীদের বহিষ্কার করা হয়েছে, দাবি স্টারমার প্রশাসনের।

স্বরাষ্ট্রসচিব ইভেট কুপার জানিয়েছেন, তাঁর দপ্তরের অভিবাসন দমন দল (ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট) গত জানুয়ারিতে ৮২৮টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৬০৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যা গত জানুয়ারির তুলনায় ৭৩ শতাংশ বেশি। হাম্বারসাইডের একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে ৭ জনকে গ্রেপ্তার ও ৪ জনকে আটক করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দফতরের আধিকারিক এডি মন্টগোমারি জানিয়েছেন, গত জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রেপ্তারি ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে মোট জরিমানা করা হয়েছে ১,০৯০ জনকে। অবৈধ অভিবাসী কর্মী রাখার দায়ে নিয়োগকর্তাদের কর্মীপিছু ৬০ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত জরিমানা দিতে হচ্ছে।

কুপারের কথায়, 'অভিবাসন আইন অবশ্যই মেনে চলতে হবে সব বাসিন্দাকে। এই আইন আমরা কঠোরভাবেই কার্যকর করব। দীর্ঘদিন ধরে কিছু নিয়োগকারী সংস্থা অবৈধ অভিবাসীদের কাজে লাগিয়ে সুবিধা নিচ্ছেন। তাঁদের অসহযোগিতার জন্যই অবৈধ বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার আর সেটা হবে না।' বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টি অবশ্য নতুন

অভিবাসন বিলকে 'দুর্বল আইন' বলে সমালোচনা করেছে এবং আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। ছায়া স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস ফিলিপ বলেন, 'আমাদের দেশটা হোটেল নয়, এটা আমাদের বাড়ি। তাই অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে অবৈধ অভিবাসীদের আড়াল করা চলবে না।'

প্ল্যান ‘বি’-তে দলে হয়তো ঋষভ-অর্শদীপ

বিরাট ব্যাটে আজ বড় রানের প্রতীক্ষা

আহমেদাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাঝে ঠিক আর আটদিন।

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান শুরু ভারতীয় দলের। দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে হাতে আর একটা ম্যাচ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগামীকাল চলতি ড্রেস রিহার্সালে শেষবার ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ। একঝাঁক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার পালাও।

রবিবার মহানদীর পাড়ে কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার শতকীয় ইনিংস স্বস্তি দিয়েছে। হিটম্যান-সুলভ ব্যাটিং তাণ্ডব আশার নতুন কিরণ। বুধবার সবরমতি নদীর তীরে কি বিরাট কোহলির রানে ফেরার পালা?

সিরিজ ইতিমধ্যেই ভারতের দখলে। কিন্তু ফলাফল ছাপিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল। বিরাটের ব্যাট কথা বলে কিনা? জসপ্রীত বুমরাহহীন পেস ব্রিগেডের চলতি ব্যর্থতা কাটে কিনা? বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানাদের বাইরে গৌতম গম্ভীরের প্ল্যান ‘বি’, ‘সি’-ই বা কতটা প্রস্তুত, চোখ থাকবে ক্রিকেটমহলের।

নতুন পরিকল্পনায় ঘুরপাক খাচ্ছে ঋষভ পন্থ ও অর্শদীপ সিং। ‘গেমচেঞ্জার’ ঋষভের বদলে প্রথম দুই ম্যাচে অগ্রাধিকার লোকেশ রাহুলকে। তবে রাহুলের জোড়া ব্যর্থতায় ঋষভের জন্য দরজা খুলে যেতে পারে আগামীকাল। মহম্মদ সামি, হর্ষিতদের পারফরমেন্সেও অস্বস্তির কাঁটা। ওপেনিং জুটি ফিল সল্ট, বেন ডাকেটের সামনে নতুন বলে ছাপ রাখতে ব্যর্থ মহম্মদ সামিরা। ভালো শুরু ইংল্যান্ড কাজে লাগাতে পারলে সিরিজের ফলাফল অন্যরকম হতেই পারত।

প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার আকাশ চোপড়ার দাবি, গম্ভীরের দলের দুর্বলতম জায়গা পেস ব্রিগেডই। বুমরাহর অনুপস্থিতি যা সামনে এনে দিয়েছে। হাল ফেরাতে অস্ত্র হতে পারেন অর্শদীপ। ব্যাটিংয়ে ডান-বাম কম্বিনেশনে জোর দিচ্ছেন গম্ভীররা। অথচ, বোলিংয়ে উলোটপুরান। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক বাঁহাতি অর্শদীপ এখনও ব্রাত্য! অনেকে আবার মহম্মদ সিরাজ অবিলম্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তুলছেন।

বিরাটদের ফর্মের পাশাপাশি গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজিও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। একরোখা মনোভাব, পছন্দের ক্রিকেটারদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া, অতিরিক্ত কাঁটাছেড়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু সমালোচনাগুলি আদৌ কি গম্ভীরের কান পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছে?

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে আহমেদাবাদেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। সেদিন লক্ষাধিক দর্শকের সামনে রোহিত ভালো শুরু করেও সুযোগের পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। বিরাটের প্রচেষ্টায় ভারত লড়াকু স্কোরে পৌঁছেও শেষরক্ষা হয়নি। ফলাফল ছাপিয়ে আগামীকাল বিরাটের একইরকম দারুণ একটা ইনিংসের প্রার্থনা।

প্রাক্তন আইপিএল সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়ে ক্রিস গেইল দাবি করেন, এখনও বিশ্বের সেরা প্লেয়ারের নাম বিরাট। প্রতিটি ক্রিকেটারকে খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। শীঘ্রই বিরাটের সেই খারাপ সময় কেটে যাবে।

অক্ষর প্যাটেলের অলরাউন্ড শো, রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন-ভেলকি স্বস্তির জায়গা। ধারাবাহিক শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ারও। তবে ইংল্যান্ডের মতো ভারতের মূল চিন্তা ঘুরেফিরে বোলিংই। গত ম্যাচে অভিষেক ঘটলেও বরুণ চক্রবর্তীর ‘রহস্য স্পিন’ কিছুটা ফ্যাকাসে জো রুটের সামনে। হোয়াইটওয়াশ রুখতে আহমেদাবাদের দ্বৈরথেও রুটই ভরসা। জস বাটলারও বলছিলেন, খুচরো রানে ইনিংসকে সচল রাখার রুটের দক্ষতা প্রশংসনীয়। ওর ধারাবাহিকতা দলের সম্পদ।

মাঝের ওভারে রুটদের বিরুদ্ধে কুলদীপ যাদবের চায়নাম্যান হাতিয়ার হতে পারে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে কুলদীপকে আরও ম্যাচ দেওয়া উচিত। অথচ, কুলদীপ ইস্যুতেও গম্ভীরের অদ্ভুতেড়ে পদক্ষেপ। এক ম্যাচে খেলিয়ে বিশ্রামে পাঠিয়েছেন! দলের অন্দরমহলের খবর, টানা ব্যর্থতায় চাপে ছিলেন রোহিত। একাই ছড়ি ঘোরাচ্ছেন গম্ভীর। এমন অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছেন হেডকোচ, যার ক্রিকেটীয় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না জাহির খান, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তরাও।

চ্যালেঞ্জ ইংল্যান্ড শিবিরেও। চোট পেয়ে অলরাউন্ডার জেকব বেথেলের ছিটকে যাওয়া ভাবাচ্ছে। বিকল্প কে হবেন? উত্তর এখনও অধরা। সবচেয়ে মাথাব্যথা বোলিং। ভারতীয় উপমহাদেশের পিচে মার্ক উড, জোফ্রা আর্চার, সাকিব মাহমুদরা কতটা কার্যকর, প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন রোহিত-শুভমান-শ্রেয়সদের দাপট।

ভরসা বলতে আদিল রশিদ। কিন্তু স্পিন বিভাগে রশিদকে সাহায্য করার লোক কোথায়? লিয়াম লিভিংস্টোন বা রুটের অনিয়মিত স্পিনের ওপর ১০ ওভার ওভার নির্ভর করা কঠিন। ফলস্বরূপ, ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের ব্যর্থতার আশঙ্কা ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সংসারে, গ্রাস করছে বাজবলকে।

গত দুই ম্যাচে টসে জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে হেরেছে বাটলাররা। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে আহমেদাবাদে ইংল্যান্ড চাইবে সিদ্ধান্ত বদলাতে। রোহিতের লক্ষ্য টিম পারফরমেন্সে আরও উন্নতি। কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নয়, টিম এফোর্টে জোর। লক্ষ্য যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড
আজ তৃতীয় ওডিআই
সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও হটস্টারে

একনজরে

১১ হাজার ওডিআই রানের ক্লাবে পা রাখতে ১৩ রান দরকার রোহিত শর্মার।

১৪ হাজার ওডিআই রান থেকে বিরাট কোহলি ৮৯ রান দূরে।

নতুন লক্ষ্য নিয়ে আহমেদাবাদে রবীন্দ্র জাদেজা ও শুভমান গিল।

গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজিই সমস্যা

অভিযোগ জাহিরের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে প্রাক্তনদের চিন্তায় রাখছে রোহিত শর্মা-গৌতম গম্ভীর জুটির পরিকল্পনা।

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : নিয়মিত দলে পরিবর্তন।

ব্যাটিং কম্বিনেশন থেকে বোলিং-পরিকল্পনা, ধারাবাহিকতার অভাব। গৌতম গম্ভীরের অতিরিক্ত পরীক্ষানিরীক্ষাই টিম ইন্ডিয়ার মূল সমস্যা। এর ফলে ক্রিকেটারদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। অভিযোগ গম্ভীরের প্রাক্তন সতীর্থ জাহির খানের।

প্রাক্তন বাঁহাতি পেসার মনে করেন, টিম তৈরি থেকে দলগত পরিকল্পনায় একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকা উচিত। নমনীয়তা অবশ্যই দরকার। পরিস্থিতি অনুযায়ী পরীক্ষানিরীক্ষাও প্রয়োজন। কিন্তু অতিরিক্ত কাঁটাছেড়ায় দলের স্থায়িত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে।

জাহিরের যুক্তি, টিম কম্বিনেশনে কেউ নমনীয় হতেই পারে। টপ অর্ডারকে মূলত এক রেখে বাকিদের নিয়ে পদক্ষেপ ঠিকও আছে। তবে পরিকল্পনা রূপায়ণে সুনির্দিষ্ট ভাবনা থাকা উচিত। কেন এই পদক্ষেপ, তা নিয়ে স্বচ্ছতাও দরকার। নাহলে দলের মধ্যে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হবে। একসময় তা দলের ক্ষতি করবে। পরিস্থিতি যাতে প্রতিকূল না হয়, বুঝেশুনে পা ফেলা উচিত।

জাহিরের মতে, কোচ যেই হোন ভারতীয় ক্রিকেটের কথা মাথায় রেখে নির্দিষ্ট রূপরেখা গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোচ খারাপ, কোন কোচ ভালো, সেই বিতর্ক অহেতুক। ব্যক্তিগত ভাবনা, পরিকল্পনা থাকলেও দলের স্বার্থই সবার আগে। অহেতুক পরীক্ষানিরীক্ষা আদপে দলের বাঁধনই আলগা করবে।

এদিকে, লোকেশ রাহুল ইস্যুতে গম্ভীরকে কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। ঋষভ পন্থকে বসিয়ে লোকেশকে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলানো হয়েছে প্রথম দুই ম্যাচে। তবে শ্রীকান্তের যুক্তি, পছন্দের পাঁচ নম্বরে খেলালে লাভবান হত দল। মানতে পারছেন না লোকেশের আগে অক্ষর প্যাটেলকে খেলানোর সিদ্ধান্তকে।

বিশ্বজয়ী প্রাক্তন তারকার অভিযোগ, ‘শ্রেয়স আইয়ার ভালো ফর্মে রয়েছে। দলের জন্য যা ইতিবাচক। অক্ষর প্যাটেলও ৩০-৪০ করে দিচ্ছে। তবে লোকেশের সঙ্গে যা হচ্ছে তা সঠিক নয়। পরিসংখ্যান দেখুন, ৫ নম্বরেই নিজের সেরাটা দিয়েছে ও। টিম ম্যানেজমেন্ট কী ভাবছে জানি না। তবে লোকেশকে ৬-৭ নম্বরে খেলানো ভুল।’

হেডকোচের দিকে আঙুল তুলে শ্রীকান্তের তোপ, ‘গম্ভীর তুমি কাজটা মোটেই ঠিক করছ না। পরিস্থিতি বুঝে অনেক সময় অক্ষরকে পাঁচে খেলানো যেতে পারে। কিন্তু তা কখনোই ধারাবাহিক স্ট্র্যাটেজি হতে পারে না। অক্ষরকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। প্রাপ্য সুযোগগুলি ও কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু রাহুলকে যেভাবে ব্যাটিং অর্ডারে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে ওর মনোবল ভাঙবে। ছয় নম্বরের বড় দাবিদার ঋষভও। ও খেলা মানে লোকেশ রিজার্ভ বেঞ্চে। যা ভুল পদক্ষেপ। সেরা পাঁচ ব্যাটারকে সবসময় খেলানো উচিত, যার মধ্যে অন্যতম লোকেশ।’

> গম্ভীর তুমি কাজটা মোটেই ঠিক করছ না। পরিস্থিতি বুঝে অনেক সময় অক্ষরকে পাঁচে খেলানো যেতে পারে। কিন্তু তা কখনোই ধারাবাহিক স্ট্র্যাটেজি হতে পারে না। অক্ষরকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। প্রাপ্য সুযোগগুলি ও কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু রাহুলকে যেভাবে ব্যাটিং অর্ডারে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে ওর মনোবল ভাঙবে।
>
> -কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

হরিয়ানার বিরুদ্ধে শতরানের পর আজিঙ্কা রাহানে। ছবি : ডি মণ্ডল

এখনও ক্রিকেট বাকি আমার মধ্যে : আজিঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : টাইগার অভি জিন্দা হ্যায়!

ভুখ এখনও রয়েছে। আমার ক্রিকেট নিয়ে প্যাশন শেষ হয়ে যায়নি। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এখনও আমার মধ্যে ক্রিকেট বাকি রয়েছে।

২০২৩ সালের জুন মাসে ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দুই ইনিংসেই রান করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে ৮৯। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬। পরে ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও গিয়েছিলেন। কিন্তু রান পাননি। সেখানে পোর্ট অফ স্পেনে শেষ টেস্ট। তারপরই আচমকা বাদ। কিন্তু কেন? জবাব আজও জানেন না আজিঙ্কা রাহানে।

> ডব্লিউটিসি ফাইনালের দুই ইনিংসেই রান করেছিলাম। কিন্তু তারপরও কেন টেস্ট দল থেকে বাদ যাই, আজও জানি না। নির্বাচকরা বলতে পারবেন কেন এমন হয়েছিল।
>
> আজিঙ্কা রাহানে

বরোদার বিরুদ্ধে ৯৮। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ৯৬। মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সের হরিয়ানার বিরুদ্ধে ১০৮। চলতি রনজি ট্রফিতে নিয়মিতভাবে রান করে চলেছেন জিঙ্কস (রাহানের ডাকনাম)। সঙ্গে রয়েছে মুম্বইয়ের নেতৃত্বের দায়িত্বও। জোড়া দায়িত্ব দারুণভাবে উপভোগ করার পাশে দলকে রনজি ট্রফির সেমিফাইনালেও পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। আজ ইডেনে হরিয়ানা দখলের পর সন্ধ্যার দিকে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নিজের মনের জানালা খুলে দিলেন রাহানে। বলে দিলেন, তিনি এখনও বিশ্বাস করেন ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ তাঁর রয়েছে। যদিও কবে, কীভাবে সেটা সম্ভব, জানেন না তিনি। কারণ, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনার উপর তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। রাহানে শুধু পারেন পারফর্ম করতে। তাঁর কথায়, ‘আমি এখনও ক্রিকেট উপভোগ করি। বিশ্বাস করি আমার মধ্যে ক্রিকেট এখনও বাকি রয়েছে।’

তাঁর মধ্যে ক্রিকেট বাকি থাকার পাশে প্যাশনও যে রয়েছে, জানিয়ে দিয়েছেন মুম্বই অধিনায়ক। তাঁর কথায়, ‘ভুখ হোনা চাহিয়ে অন্দর মে। আর আমার মধ্যে সেই খিদেটা এখনও রয়েছে।’ ব্যাট হাতে ধারাবাহিকভাবে রান করছেন। দলকে নেতৃত্বও দিচ্ছেন। বছর কয়েক আগে এভাবেই ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করে সুযোগ পেয়েছিলেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ভারতীয় দলে। ওভালে সেই ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া হেরে যায়। আর দুই ইনিংসে রান করার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে হাজির হওয়ার পরই ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোত থেকে হারিয়ে যান রাহানে। কেন? জবাবে জিঙ্কস বলছেন, ‘ডব্লিউটিসি ফাইনালের দুই ইনিংসেই রান করেছিলাম। কিন্তু তারপরও কেন টেস্ট দল থেকে বাদ যাই, আজও জানি না। নির্বাচকরা বলতে পারবেন কেন এমন হয়েছিল।’ ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী? রাহানের কথায়, ‘আমার মধ্যে ক্রিকেটের প্যাশন এখনও রয়েছে। যতদিন থাকবে, খেলব। জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারেও আমি আশাবাদী। কিন্তু বাকি কোনও কিছুই আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।’

হরিয়ানাকে হারিয়ে মুম্বইকে রনজি সেমিফাইনালে তুলে দিয়ে রাতেই কলকাতা থেকে মুম্বই ফিরে গেলেন রাহানে। আপাতত দিন দুয়েক পরিবারের সঙ্গে কাটাবেন। তারপর ফিরবেন সেমিফাইনাল ম্যাচে। রনজিতে মুম্বইয়ের ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন, এক মাস পর রাহানেকে কলকাতায় ফিরতেই হবে। সৌজন্যে আইপিএল। রাহানে এবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্কোয়াডে। তাঁকে নাইটদের অধিনায়ক করা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। আপনি কি কেকেআরের অধিনায়ক হচ্ছেন? এমন অস্বস্তিকর প্রশ্নের সামনেও সাবলীল ডিফেন্স রাহানের। হাসতে হাসতে বলে দিলেন, ‘আমি নেতৃত্ব উপভোগ করি। যদি আমায় দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আপনাদের কাছেই আগে খবর আসবে। আমার এই ব্যাপারে এখনও কিছু জানা নেই। সময় হলে এই ব্যাপারে কথা বলা যাবে।’

রাহানের শতরানে রনজি সেমিতে মুম্বই

মুম্বই-৩১৫ ও ৩৩৯
হরিয়ানা-৩০১ ও ২০১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : এভাবেও ফিরে আসা যায়!

শুরুতে চাপে পড়ে যাওয়া। পরবর্তী সময়ে চাপ কাটিয়ে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। যা মুম্বই ক্রিকেটের চিরন্তন।

হরিয়ানার বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে রনজি ট্রফি কোয়ার্টার ফাইনালেও ঠিক এভাবেই ১৫২ রানে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল মুম্বই। ব্যাট হাতে দ্বিতীয় ইনিংসে মায়াবী শতরানের পাশে দলকে দুর্দান্তভাবে নেতৃত্ব দিয়ে ইডেন ছাড়লেন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে।

গতকালের ২৭৮/৪ থেকে শুরু করে আজ ম্যাচের চতুর্থ দিন সকালেই শতরান সেরে ফেলেন অধিনায়ক রাহানে (১০৮)। একইসঙ্গে বাড়তে থাকে মুম্বইয়ের স্কোরও। যদিও লোয়ার অর্ডারের আচমকা ছন্দপতনে মুম্বই ইনিংস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২৫ রানে শেষ পাঁচ উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ৩৩৯ রানে শেষ হয় মুম্বই ইনিংস। ৩৫৪ রানের কঠিন লক্ষ্যের সামনে ব্যাট করতে নেমে শার্দূল ঠাকুর (২৬/৩), রয়স্টন ডায়াসদের (৩৯/৫) পেস, গতি ও সুইংয়ের সামনে ভেঙে পড়ে হরিয়ানার ব্যাটিং। লক্ষ্য দালাল (৬৪) ও সুমিত কুমার (৬২) ছাড়া হরিয়ানার কোনও ব্যাটারই রান পাননি। শেষ পর্যন্ত ২০১ রানে অলআউট হয়ে ১৫২ রানে ম্যাচ হেরে এবারের মতো রনজি অভিযান শেষ করল হরিয়ানা।

রাহানে মানেই ধ্রুপদি ব্যাটিং। ধৈর্য ও স্কিলের পরীক্ষা। আর সবশেষে সফলভাবে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এভাবেই ইডেনে হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে দলকে প্রতিযোগিতার শেষ চারে পৌঁছে দিলেন তিনি। হরিয়ানার দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে মুম্বইয়ের জয়ের পথ আরও মসৃণ করে দেওয়া জোরে বোলার ডায়াস বলছিলেন, ‘মুম্বই ক্রিকেটের একটা আলাদা ঘরানা ও সংস্কৃতি রয়েছে। যার নির্যাস হল হার না মানা মনোভাব। এভাবেই আমরা আগেও সফল হয়েছি। এবারও সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলাম। যদিও পথ চলার এখনও অনেক বাকি।’

হরিয়ানার বিরুদ্ধে জয়ের পর শার্দূল ঠাকুরকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সূর্যকুমার যাদব, আজিঙ্কা রাহানে, রয়স্টন ডায়াসের। ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

সেমিফাইনালে উঠে ফোটোসেশনে গুজরাট দল। রাজকোটে মঙ্গলবার।

শেষ চারে জায়গা গুজরাট, বিদর্ভের

রাজকোট ও নাগপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইনিংস ও ৯৮ রানে হার সৌরাষ্ট্রের। রাজকোটে দাপট দেখিয়ে রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে গুজরাট।

প্রথম ইনিংসে সৌরাষ্ট্রের ২১৬ রানের জবাবে ৫১১ রানে থামে গুজরাট। সৌজন্যে উর্ভিল প্যাটেল (১৪০) ও জয়মিত প্যাটেলের (১০৩) শতরান। এছাড়াও বড় রান পান মনন হিংগ্রাজিয়া (৮৩)। অল্পের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করেন রবি বিষ্ণোই (৪৫)। ৩১৪ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে সৌরাষ্ট্র। হার্ভিক দেশাই (৫৪) চেষ্টা করলেও গুজরাটের দুই পেসার প্রিয়জিৎ সিং জাদেজা (৩২/৪) ও আর্জান নাগাসওয়ালার (৫৪/৩) পেসের সামনে ব্যর্থ হন চেতেশ্বর পূজারা (২), অর্পিত ভাসাভাদা (১১), শেলডন জ্যাকসনরা (২৭)। নিটফল, সৌরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৭ রানে গুটিয়ে যায়। ফলে ইনিংস ও ৯৮ রানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে গুজরাট।

অবসর জ্যাকসনের

এদিকে, রনজি থেকে সৌরাষ্ট্রের বিদায়ের পরই বাইশ গজকে বিদায় জানালেন ৩৮ বছরের উইকেটকিপার-ব্যাটার জ্যাকসন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে একশোর ওপর ম্যাচ খেলেছেন। রান করেছেন সাত হাজারেরও বেশি। রয়েছে ২১টি শতরান। শেলডনের ব্যাটিং গড়ও বেশ নজরকাড়া। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে দুই মরশুম খেলেছেন তিনি।

রনজির অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে তামিলনাড়ুকে হারাল বিদর্ভ। বি সাই সুদর্শন, বিজয় শংকরদের বিরুদ্ধে করুণ নায়াররা জিতলেন ১৯৮ রানে। ৪০১ রান তাড়া করতে নেমে ২০২ রানে শেষ হয় তামিলনাড়ুর লড়াই। দ্বিতীয় ইনিংসে বিদর্ভের হয়ে তিনটি করে উইকেট ঝুলিতে পোরেন নচিকেত ভুটে ও হর্ষ দুবে। অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর বনাম কেরলের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ গড়াল শেষ দিন পর্যন্ত। ৩৯৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণের দলটির স্কোর ২ উইকেটে ১০০ রান। জয়ের জন্য প্রয়োজন আরও ২৯৯ রান।

আজ বাংলা ক্রিকেটের রিভিউ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ক্রিকেট মরশুম আসে। অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হয়। আবার শেষও হয়ে যায়। সবশেষে পড়ে থাকে আফসোস ও হতাশা।

এভাবেই গত কয়েক বছর ধরে চলছে বাংলা ক্রিকেট। এবারের মরশুমেও সেই ব্যর্থতাই সঙ্গী বাংলা দলের। কিন্তু কেন এমন অবস্থা হচ্ছে বারবার? ছবিটা বদলানোর লক্ষ্যে আগামীকাল বেলার দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন। যেখানে কেন সাদা ও লাল বলের ক্রিকেটে ব্যর্থ হল বাংলা, ঠিক কী কী সমস্যা ছিল- সবকিছু নিয়েই আলোচনা হবে বলে খবর। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস নিজে অবশ্য আগামীকালের রিভিউ বৈঠক নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা আপাতত মন্তব্যে নারাজ। তাই আগামীকালের বৈঠকের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে বাংলা ক্রিকেট মহল।

জিতল ইস্টবেঙ্গল, অপ্রতিরোধ্য বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : সিনিয়ার হোক বা বয়সভিত্তিক, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অপ্রতিরোধ্য। মঙ্গলবার অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল সবুজ-মেরুনের ছোটরা। চার গোল রাজদীপ পালের। অন্যটি ঐশিক রায়চৌধুরীর। অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের অন্য ম্যাচে বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ৩-২ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে ম্যাচের দুই অর্ধে দুইটি গোল সুরজিৎ মান্ডি ও রোমিত দাসের। ৮৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের জয়সূচক গোলটি প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী।

ভিত গড়ে স্ট্রিট ক্রিকেট : শচীন

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : গলি ক্রিকেট থেকে ব্যাট বা বল হাতে বিশ্ব শাসন। টেনিস বলে রাস্তায় ক্রিকেটই স্বপ্নপূরণের ভিত গড়ে দেয়। ‘ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ’ (আইএসপিএল)-এর এক অনুষ্ঠানে এভাবেই স্ট্রিট ক্রিকেটের অবদানের কথা তুলে ধরেন শচীন তেন্ডুলকার।

স্মৃতিচারণে মাস্টারব্লাস্টার বলেছেন, ‘স্ট্রিট ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আবেগ, বন্ধুত্ব, মজা। বেশির ভাগ ক্রিকেটারের শুরুটা হয় রাস্তায় টেনিস বলে খেলে। কেউ সরাসরি ক্লাস টেনে পা রাখে না। ধাপে ধাপে এগোতে হয়। ক্রিকেটেও ঠিক সেটাই। রাস্তায় টেনিস বল দিয়ে শুরু করেছিলাম আমিও।’

শচীনের বিখ্যাত টেকনিকের পিছনেও টেনিস বলের অবদান বিশাল। আধুনিক ডনের কথায়, ‘আমরা ডিউস বলে খেলা শুরুর পরও বর্ষার সময় আচরেকার স্যর আমাদের টেনিস বলে নিয়মিত খেলাতেন। শিবাজি পার্কে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা ছিল। টেনিস বলে প্রচুর ম্যাচ খেলতাম। সারাবছরই প্র্যাকটিস চলত। স্যরের মন্ত্র ছিল- যে কোনও পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। আমাদের সফল হতে যা সাহায্য করেছে।’

টেনিস বলে অনুষ্ঠিত আইএসপিএল প্রসঙ্গে ১০০ আন্তর্জাতিক শতরানের মালিক আরও বলেছেন, ‘১০ ওভারের ম্যাচ। ব্যাটাররা চাইবে প্রতিটি বল মাঠের বাইরে পাঠাতে। তবে টেনিস বলে ভালো রিভার্স সুইং হয়। যার মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জও থাকবে ব্যাটারদের। থাকছে এক বলে ৯ রানের সুযোগ। নির্দিষ্ট দূরত্ব পার করলে এক ওভারে ৫৪ রানও সম্ভব! অর্থাৎ, ম্যাচ সবসময় ওপেন।’

আইএসপিএলের অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটারদের উদ্দেশে গুরুমন্ত্র দিয়ে রাখলেন। শচীনের মতে, চাপমুক্ত হয়ে ফিয়ারলেস ক্রিকেট খেলো কিন্তু কেয়ারলেস ক্রিকেট নয়। প্রতিটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। সবাই দেখবে, আনন্দ নেবে। নিজেরাও উপভোগ করো। পাশাপাশি পরিবার-বন্ধুবান্ধবকে গর্বিত করার সুযোগ হাতছাড়া কোরো না।

ইডেনে কেকেআরের অনুশীলন শুরু ১১ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষা আর ঠিক এক মাসের। তারপরই ক্রিকেটের নন্দনকাননে বেজে উঠবে করব, লড়ব, জিতব, রে-র রিংটোন। শুরু হয়ে যাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুশীলন। আজ সন্ধ্যার দিকে সিএবি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১১ মার্চ থেকে ইডেনে অনুশীলন শুরু করতে চলেছে কেকেআর। শেষ আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন দলের অনেক কিছু বদলেছে। শ্রেয়স আইয়ার কেকেআরে নেই। মেন্টর গৌতম গম্ভীর এখন কেকেআর ছেড়ে টিম ইন্ডিয়ার সংসারে। কিন্তু তারপরও শাহরুখ খানের দলকে নিয়ে রয়েছে সাফল্যের বিশাল প্রত্যাশা। যার প্রাথমিক পর্ব শুরু হচ্ছে ১১ মার্চ। ঠিক তার দশদিন পর ২১ মার্চ থেকে শুরু আইপিএল। প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ২১ মার্চ উদ্বোধনী ম্যাচ যে ইডেনে হচ্ছে এবং কেকেআর খেলবে সেই ম্যাচে, সবারই জানা। তাই ২১ মার্চের দশদিন আগে থেকেই ইডেনে শুরু হয়ে যাচ্ছে নাইটদের আইপিএল পক্ষ।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সীমা** : তোমার জন্মদিনে রইল প্রাণভরা ভালোবাসা। ঠাকুরের শতকোটি আশীর্বাদ। - **বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ি ও লাল ঠাকুর।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ **ধ্রুবজ্যোতি/সীমা দাস** (আনন্দপাড়া, জল) : ৫০তম করলে পার! হিপি ফুররে/তা থই থই, তাতা থই থই। গান/ব্যায়াম প্রতিদিন করে যাও। প্রণাম নিও। **সবাণী/প্রথম মিত্র, অন্তরা/মুসকান নন্দী, দেব, পরিবারবর্গ।**

সাউল ম্যাচ ফিট নয়, স্বীকারোক্তি কোচের

সতীর্থরা বোঝেই না, অভিযোগ দিয়ামান্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে এক হারেই লাল-হলুদ শিবিরের অন্দরের ক্ষোভ-বিক্ষোভ বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। একইসঙ্গে কার্লোস কোয়াদ্রাত জমানার শেষদিকে যেমন সবকিছু কোচের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, সেই ছায়াও দেখা যাচ্ছে খানিকটা।

এদিনের ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে গেলেই আঁচ করা সম্ভব অন্দরের পরিস্থিতি। রীতিমতো থমথমে এবং চুপচাপ গোটা শিবির। যেন মরশুম শেষ করার জন্যই অনুশীলন করতে নেমেছেন ফুটবলাররা। একটা ম্যাচ খেলেই ফের মাঠের ধারে সাউল ক্রেসপো। যে অস্কার ব্রুজোঁ আসতে আশায় বুক বাঁধেন সমর্থকরা, সেই কোচের মুখেও এদিন স্বীকারোক্তি, 'আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম সাউল ফিট হয়ে গেছে কিন্তু ওকে মাঠে নামিয়ে বুঝতে পারলাম এখনও ম্যাচ ফিটনেস আনতে ওকে খানিকটা সময় দিতে হবে।' তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু না বললেও অন্দরের খবর, রিচার্ড সেলিসের খেলার ধরনে সমর্থকরা তো বটেই দলের অন্দরেও ক্ষোভ রয়েছে। প্রথম ম্যাচে প্রশংসা পাওয়ার পর থেকেই সেলিসের মধ্যে গ্যালারি-শো করা এবং স্বার্থপর ফুটবল খেলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যা একেবারেই না পসন্দ এখন দলের কোচ থেকে সতীর্থ সকলেরই। ব্রুজোঁ চেষ্টা করছেন ব্রাজিলীয় এই উইং হাফের এই গ্যালারি-শোয়ের প্রবণতা কমাতে। তবে এতসবের মধ্যে আবার এদিন ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ওয়েবসাইটকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে আগুনে খানিকটা যেন ঘি ঢালার কাজই করেছেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। তিনি নাম না করে বর্তমান সতীর্থদের দিকেই তোপ দেগেছেন তাঁর গোল না পাওয়ার জন্য। গ্রিক স্ট্রাইকারের বক্তব্য, 'কেরালা ব্লাস্টার্সে দলের সতীর্থরা আমাকে খুব ভালো করে চিনত। আদ্রিয়ান লুনা ও অন্য ফুটবলাররা জানত ঠিক কোন জায়গায় আমি বল চাই। আমার মুভমেন্ট কী হবে। এককেটা সময়ে একে অপরের দিকে তাকাতামও না। এই বোঝাপড়াটা তৈরি করতে হয়।' কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে এসে যে তিনি সমস্যায় পড়েছেন সেটা জানাতে দ্বিধা করেননি, 'এখানে আমরা এখনও একে অপরকে জানার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ মাঝে মাঝে আমার মুভমেন্ট ওরা বুঝতে পারছে না। যে দুজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও বোঝাপড়া ভালো ছিল সেই মাদিহ (তালাল) ও সাউল চোটের কবলে। বাকিরা ধীরে ধীরে বুঝছে। আমার একটাই বক্তব্য, ওরা (সতীর্থরা) আমাকে সঠিক জায়গায় পাস দিক, আমি আছি গোল করবার জন্য।' তাঁর তোপ থেকে রেহাই পাননি সমর্থকরাও। দিয়ামান্তাকোসের মন্তব্য, 'প্রতি ম্যাচে সেরা ছন্দে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেকেই এটা বোঝে না। যারা খারাপ কথা সামাজিক মাধ্যমে লেখে তাদের বেশিরভাগই সমর্থক। ওরা শুধু জিততে চায়। আর সেটা না পারলে অপমান করে। কেরালায় ওরা দল ও ফুটবলারদের রক্ষা করে।' তাঁর এই সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়া দলের মধ্যে কী এখন সেটাই দেখার।

এদিনের অনুশীলনে নতুন আসা রাফায়েল মেসি বাউলি দলের সঙ্গে পুরো অনুশীলন করেন। তবে তাঁর মধ্যে একটু শরীরী ফুটবল খেলার প্রবণতা বেশি বলে লক্ষ্য করা গেল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচে তাঁকেই হয়তো দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গে স্ট্রাইকিং লাইনে রাখতে চলেছেন অস্কার। এদিন ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন নন্দকুমার শেখরও। এছাড়া হেক্টর ইউস্তে এলেও অনুশীলনে নামেননি।

> প্রতি ম্যাচে সেরা ছন্দে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেকেই এটা বোঝে না। যারা খারাপ কথা সামাজিক মাধ্যমে লেখে তাদের বেশিরভাগই সমর্থক। ওরা শুধু জিততে চায়। আর সেটা না পারলে অপমান করে। কেরালায় ওরা দল ও ফুটবলারদের রক্ষা করে।
>
> **দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস**

নিজেদের মধ্যে ম্যাচ প্র্যাকটিসে বল দখলের লড়াইয়ে সৌভিক চক্রবর্তী ও মহম্মদ রাকিপ।

লাল-হলুদকে শুভেচ্ছা কোয়েলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল সুপার সিক্সে যাওয়ার সম্ভবনা কার্যত শেষ। তাই কোচ অস্কার ব্রুজোঁর লক্ষ্য, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ। আগামী মাসে সেমিফাইনাল খেলতে নামবে তারা।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের সেমিফাইনাল খেলতে নামার আগে ইস্টবেঙ্গলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চেন্নাইয়ান এফসি-র কোচ ওয়েন কোয়েল। তিনি বলেছেন, 'এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ইস্টবেঙ্গলকে শুভেচ্ছা জানাই। কারণ, তারা এই লিগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি এই লিগের ক্রীড়াসূচি দেখেছি। বেশ কঠিন প্রতিযোগিতা। আশা করছি এশীয় মঞ্চে ভারত ও আইএসএলকে ইস্টবেঙ্গল গর্বিত করবে।'

শেষ ষোলোয় চোখ বায়ার্নের

সেল্টিক ম্যাচের প্রস্তুতিতে বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন।

গ্লাসগো, ১১ ফেব্রুয়ারি : সেল্টিক পার্ক থেকেই উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে পা বাড়িয়ে রাখতে মরিয়া বায়ার্ন মিউনিখ।

বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফ পর্বের ম্যাচে জার্মান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ সেল্টিক। খাতায়-কলমে বায়ার্নই এগিয়ে। তবে এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে মেইনজ, ফেনুর্দের মতো দলের কাছে হেরে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, দলের রক্ষণ নিয়েও সমস্যা বারবার সামনে এসেছে। একই সঙ্গে ভিনসেন্ট কোম্পানির দলে রক্ষণের সঙ্গে আক্রমণভাগের সামঞ্জস্যের অভাবও চোখে পড়েছে। যদিও জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথিউস বায়ার্নকে নিয়ে আশাবাদী। বলেছেন, 'সেল্টিকের বিরুদ্ধে বায়ার্নের কোনও বিপদ আমি দেখছি না। ওদেরই শেষ ষোলোয় খেলার সম্ভাবনা বেশি।'

সুস্থ হয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন সার্জ গ্যানাব্রি। বুধবার তাঁর মাঠে নামারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও আলফনসো ডেভিস, জোয়াও পালহিনহা ও ড্যানিয়েল পেরেজ সম্ভবত সেল্টিক ম্যাচে নেই। মঙ্গলবার চূড়ান্ত অনুশীলনেও এই তিন ফুটবলারকে দেখা যায়নি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

ক্লাব ব্রাগ বনাম **আটালান্টা**
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট

সেল্টিক বনাম **বায়ার্ন মিউনিখ**
মোনাকো বনাম **বেনফিকা**
ফেনুর্দ বনাম **এসি মিলান**

সময়
রাত ১.৩০ মিনিট

সম্প্রচার
সোনি টেন নেটওয়ার্কে

ফিরবেন চেরনিশভ? উত্তর অজানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : আগামী রবিবার নিয়মরক্ষার ডার্বি। ম্যাচটা মর্যাদা রক্ষারও। যেখানে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। তার আগে আন্দ্রেই চেরনিশভ কি আদৌ ফিরবেন? সাদা-কালো কর্তা থেকে বিনিয়োগকারী সংস্থা, উত্তরটা সম্ভাবত সকলেরই অজানা।

চেরনিশভ মস্কোয় ফেরার দিনই ঘটা করে মহমেডান, শ্রাচী ও বাঙ্কারহিলের তরফে যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়। বলা হয়, ছুটি কাটাতে দেশে ফিরেছেন কোচ। ফিরবেন দিন দশেক পরই। তারপর প্রায় দুই সপ্তাহ অতিক্রান্ত। চেরনিশভের ভারতে ফেরার ব্যাপারে এখনও কোনও খবর নেই। মহমেডানের ক্লাব কর্তারা আগে থেকেই চাইছিলেন না রুশ কোচ ফিরুন। এবার সেই সুরেই গলা মেলালেন শ্রাচী কর্তা রাহুল টোডিও। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'চেরনিশভ আদৌ ফিরবেন কি না আমার জানা নেই। তাছাড়া মেহরাউদ্দীন ওয়াড়ু তো রয়েছেনই।' বাঙ্কারহিল কর্তারাও এব্যাপারে একপ্রকার মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এদিকে চেরনিশভের সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে কি সাদা-কালোয় তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস সত্যিই শেষ হল?

মালিকানা বদলাচ্ছে গুজরাট টাইটান্সের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ২০২২ সালের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্সের মালিকানা বদলাতে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অনুমতির জন্য ইতিমধ্যেই আবেদন করা হয়েছে। ছাড়পত্র মিললে বদল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে।

বর্তমানে গুজরাট টাইটান্সের মালিকানা প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম সিভিসি ক্যাপিটালের হাতে। বোর্ডের অনুমতি মিললে যা বদলে মালিকানা যাবে আহমেদাবাদস্থিত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা টোরেন্টের হাতে। সিভিসি-র তরফেই বোর্ডের কাছে পরিবর্তনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

ছাড়পত্রের অপেক্ষা ভারতীয় বোর্ডের

গত ২ বছর ধরেই মালিকানা পরিবর্তনের খবর শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু আইপিএল ফ্র্যাইঞ্চাইজি নিয়মে তিন বছরের লক-ইন পিরিয়ডের কারণে ২০২২ সালে মেগা লিগে পা রাখার গুজরাট টাইটান্সের মালিকানা বদল সম্ভব হয়নি। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সালে লক-ইন পিরিয়ড কেটে যাওয়ায় বর্তমানে আইনের বাধা নেই। অপেক্ষা শুধু বোর্ডের সবুজ সংকেত।

সূত্রের খবর, ফ্র্যাঞ্চাইজির সিংহভাগ শেয়ারই কিনে নিচ্ছে টোরেন্ট। সিভিসি-র সঙ্গে কত টাকার চুক্তি হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও পক্ষ অবশ্য এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্তত ৬০ শতাংশ শেয়ার টোরেন্টের হাতে যাচ্ছে। ফলে টিমের যাবতীয় সিদ্ধান্ত, রূপরেখা তৈরিতে মূল ভূমিকা পালন করবে আহমেদাবাদের ফার্মা সংস্থাটি।

২০২২ সালে নতুন দুই দলের অন্তর্ভুক্তি করা হয়। তখনও দল কেনার জন্য দরপত্র জমা দেয় টোরেন্ট। ৪৬৫৩ কোটি টাকা দর দিলেও গুজরাট টাইটান্সের মালিকানা সিভিসি পায় ৫৬২৫ কোটি টাকায়। দৌড়ে আদানি গোষ্ঠী থাকলেও দরপত্র (৫১০০ কোটি) কম হওয়ায়, তারাও ছিটকে যায়। আত্মপ্রকাশের বছরেই চ্যাম্পিয়ন হয় গুজরাট। ২০২৩ সালের লিগেও ফাইনালে পৌঁছোয়। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, গুজরাট টাইটান্সের ব্র্যান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৮ হাজার কোটির কাছাকাছি।

মার্চে শিলংয়ে ভারত বনাম বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : মার্চে শিলংয়ে যে জোড়া ম্যাচ হতে চলেছে একথা আগেই দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এদিন সরকারিভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সেই খবরে শিলমোহর দিল। এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচ ভারত খেলবে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২৫ মার্চ ওই ম্যাচই হবে শিলংয়ে। শিলংয়ের জেএলএন স্টেডিয়ামে এটাই হবে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। তার আগে ১৯ তারিখ ওই মাঠেই মালদ্বীপের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। দুইটি ম্যাচই সন্ধ্যা সাতটা থেকে শুরু। এই বাছাই পর্বে ভারত রয়েছে গ্রুপ সিতে। বাংলাদেশ ছাড়া বাকি দুই প্রতিপক্ষ হংকং ও সিঙ্গাপুর। প্রতিটি দলের বিপক্ষে হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেলা হবে। গ্রুপের সেরা দল সরাসরি এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করবে। প্রসঙ্গত, গত দুইবারই ভারত এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতার্জন করে।

৪ উইকেট কবীরের

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার বানারহাট তরুণ সংঘ ৩ উইকেটে জলপাইগুড়ি আসাম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে আসাম মোড় ৩০ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৯ রান তোলে। অনুপম অধিকারী ৩০ রান করেন। কবীর হোসেন ১৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে তরুণ ২৭ ওভারে ৭ উইকেটে ১২০ রান তুলে নেয়। কৃষ্ণকুমার যাদব ২৮ রান করেন। ধীরাজ রায় ১৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

জয়ী পুলপাড়

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : লেজেন্ড ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার পারোকটা পুলপাড় স্পোর্টস ইউনিট ৬ উইকেটে কামাখ্যাগুড়ি যাযাবর স্পোর্টস ইউনিটকে হারিয়েছে। প্রথমে যাযাবর ৮ উইকেটে ৯৭ রান তোলে। জবাবে পুলপাড় ৬ উইকেটে ১০০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রিঙ্কু মজুমদার।

আল নাসেরে চুক্তি বাড়ছে রোনাল্ডোর

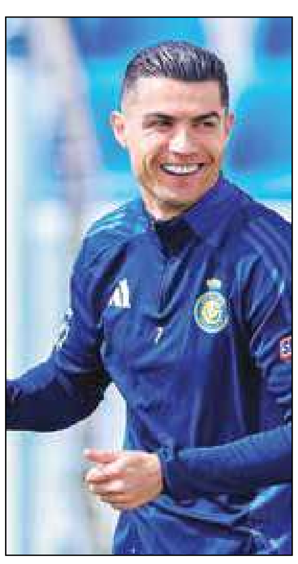

আল নাসেরের হয়ে পরের ম্যাচে নামার প্রস্তুতিতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

রিয়াধ, ১১ ফেব্রুয়ারি : কয়েকদিন আগেই চল্লিশে পা রেখেছেন তিনি। তাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা চললেও এখনই ফুটবলকে বিদায় জানাচ্ছেন না পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বরং তাঁর ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তি বাড়াতে চলেছেন তিনি।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত আল নাসেরের হয়ে খেলবেন রোনাল্ডো। ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুই পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

গত বছরের অগাস্টে রোনাল্ডো বলেছিলেন, 'আরও দুই-তিন বছর আমি খেলতে চাই। আল নাসেরের হয়ে খেলা উপভোগ করছি।' আপাতত ফুটবল কেরিয়ারে মোট ৯২৫টি গোল করেছেন রোনাল্ডো। হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে ৭৫টি গোল দরকার। সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছেন তিনি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি২০ ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। চোটের জায়গায় এখনও তাঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে। আপাতত ছয়-সাত সপ্তাহ তাঁকে ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হবে।

ডায়মন্ড হারবারের হুঁশিয়ারি, সিদ্ধান্তে অনড় আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ১৩ ফেব্রুয়ারিই হবে কলকাতা লিগের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র দল না নামানোর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় আইএফএ।

আগামী বৃহস্পতিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবার। মঙ্গলবার আইএফএ-র তরফে এই খবরে সিলমোহর দেওয়া হয়। যদিও ডায়মন্ড হারবার এফসি চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ১৪ তারিখ ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচ থাকায় আগেরদিন তাদের পক্ষে দল নামানো সম্ভব নয়। একই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও পরোক্ষে অভিযোগ করেছেন ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন আইএফএ-র প্রতি। যদিও আর ম্যাচের দিন পরিবর্তন করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত। সেক্ষেত্রে ডায়মন্ড দল না নামালে হয়তো ওয়াক ওভার পেতে পারে ইস্টবেঙ্গল। এদিকে, লিগ টেবিলের যা পরিস্থিতি তাতে ডায়মন্ডের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে লাল-হলুদ।

রাজ্য ক্রীড়ায় সোহেল

বেলাকোবা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ৮৬তম আন্তঃস্কুল অ্যাথলেটিক্স, যোগাসন ও তিরন্দাজি মিটে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে হাই জাম্পে প্রথম হয়েছে মহম্মদ সহেল ইসলাম। ফাইনালে সে ১.৬২ মিটার লাফিয়েছে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা মুদিপাড়া নগেন্দ্রনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর সোহেল রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলা থেকে খেলার ছাড়পত্র পেল।

জিতল ফ্রেন্ডস

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ৩০ রানে রায়কতপাড়া ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। প্রথমে ফ্রেন্ডস ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫২ রান তোলে। সংখ্যায়ন রায় ৪৫ রান করেন। অঙ্কুর রায় ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রায়রতপাড়া ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১২২ রানে আটকে যায়। তপব্রত গুহ ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা সম্রাট বসু বিশ্বাস ৩০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

অবসরের পর প্রথমবার অফিস ক্রিকেট লিগে ঋদ্ধিমান সাহা। তাঁকে উৎসাহ দিলেন আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া।

সায়নের পাঁচ উইকেট

ম্যাচের সেরা হয়ে সায়ন সাহা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে মঙ্গলবার অভিযাত্রী ক্লাব ৭ উইকেটে বুনিয়াদপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বুনিয়াদপুর টসে জিতে ২৮.২ ওভারে ১২৪ রানে অল আউট হয়। রাসেল রানা ৪০ রান করেন। ম্যাচের সেরা সায়ন সাহা ২৬ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ঋক দাসও (৩/২)। জবাবে অভিযাত্রী ১৭.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৫ রান তুলে নেয়। তোতন শীল ৩৭ রান করেন। ঋজু দাস ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

মাল ব্লকের ৩ সোনা

মালবাজার ১১ ফেব্রুয়ারি : ধূপগুড়িতে আন্তঃবিদ্যালয় বার্ষিক ক্রীড়ায় তিরন্দাজিতে ৩টি সোনা সহ চারটি পদক জিতল মাল ব্লকের ৪ ছাত্রী। মালবাজার সুভাষিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুরভী ওরাওঁ অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে সোনা জিতেছে। বড়দিঘি হাইস্কুলের জয়শ্রী সেন ও অনীশা বেগম যথাক্রমে অনূর্ধ্ব-১৯ এবং অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগের সোনা পেয়েছেন। একই স্কুলের পায়েল রায় ব্রোঞ্জ জেতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে।

বড় জয় তরুণের

ম্যাচের সেরা সৈকত সূত্রধর। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার হাজরাপাড়া তরুণ দল ১১১ রানে ভারতী সংঘ ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে হেরে প্রথমে তরুণ দল ৩১ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সৈকত সূত্রধর ৪৮ রান করেন। মেহেবুব রহমান ৪১ রানে নেন ২ উইকেট পান। জবাবে ভারতী ৯ উইকেটে ৮১ রানে আটকে যায়। প্রবীর মোদক ২৬ রান করেন। জয়ন্ত রায় ৫ রানে নেন ২ উইকেট। বুধবার খেলবে তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ও ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব।

অনিকেতের ৯৪

মাথাভাঙ্গা, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল রিইউনিয়ন কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার ২০২১ ব্যাচ ৭০ রানে ২০১৪ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০২১ টসে হেরে ১০ ওভারে ১৫১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অনিকেত মজুমদার ৯৪ রান ও বিপ্লব সরকার ৩৫ রান করেন। ২০১৪ জবাবে ৮১ রানে গুটিয়ে যায়। জয়ন্ত ৪১ রান করেন।

২০১৬ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০১৩ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০১৩ টসে হেরে ৭৭ রান তোলে। শান্তনু অধিকারী ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা অপূর্ব বর্মন ২৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০১৬ ব্যাচ ৪ উইকেটে ৭৮ রান তুলে নেয়।

উত্তরের খেলা

২০১৯ ব্যাচ ৭ উইকেটে ২০০৭ ব্যাচকে হারিয়েছে। টসে হেরে ২০০৭ ব্যাচ ১০ ওভারে ৮৬ রান তোলে। উৎপল ৩১ রান করেন। জবাবে ২০১৯ ব্যাচ ৭.২ ওভারে ৭ ৩ উইকেটে ৮৭ রান তুলে নেয়। শুভজিৎ সরকার ৪২ রান করেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন সোনারপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, সোনারপুর - এর একজন বাসিন্দা সুজিত নস্কর - কে 06.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95L 29305 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একজন সাধারণ মানুষের ভালো জীবন যাপনের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হল অর্থ। ডিয়ার লটারি আমাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করেছে, যা একজন সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট। আমি আমার মনের মণিকোঠা থেকে ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।